# মধুমালতী।

"অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সংন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ণচাক্রিয়ঃ॥
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্ত সংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥"
"যো ন রক্ষতি ধর্ম্মঞ্চ তস্য কো রক্ষিতা ভুবি,
স নশ্যতি স্বয়ং মূঢ়ো জীবন্নপি মৃতোহি সঃ"।

শ্রীসূর্য্যকুমার সোম কর্ত্তৃক
প্রণীত ও প্রকাশিত।

Calcutta:

PRINTED BY
J. N. BANERJEE & SON, BANERJEE PRESS,
119, OLD BOYTAKHANA BAZAR ROAD.

1885.

যিনি যত্ন করিয়া হৃদয়ের মহা গ্রন্থী বাঁধিয়াছেন, যিনি কোমল স্নেহে বিষময় নশ্বর জীবনে একটী অমিয়া ধারা ঢালিয়া দিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্যের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন, মধুমালতী সেই যত্ন ও স্নেহেরই ফল।

আপন গৃহই নিষ্কাম ব্রতোদযাপন ও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রশস্ত ক্ষেত্র। এ গ্রন্থে সে কথাটী বুঝাইবারই প্রয়াস পাওয়া গিয়াছে। নিষ্কাম শব্দে পরের জন্য আত্মসমর্পণ; আর আত্মত্যাগ—যোগাশ্রমে ব্রহ্মজ্ঞান। সোমনাথের আক্রমণ টুকুই ঐতিহাসিক।

# মধুমালতী।

## প্রথম খণ্ড।

### প্রথম পরিচ্ছেদ।

"এই ত সেই প্রমোদবন, তেমনি কুসুম হাসি হাসিতেছে; ওই সেই জুঁতি জাঁতির ঝাড়, তেমনি বিরলে বসিয়া নব বধূর ন্যায় মস্তকের আবরণ ঘুচাইয়া ধীরে ধীরে প্রাণের কথা মুখে ফুটাইতেছে। সুবাস ভরে নৈশ সমীরণ তেমনি ঢলাঢলি করিয়া ছুটিতেছে। অই সেই কনককিরীটিনী মণি-মন্দির, তেমনি বিরাটভাবে দাড়াইয়া স্বর্গ মর্ত্ত্যের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতেছে। অদূরে ওই উত্তাল তরঙ্গমালী ফেণিল সাগর, গগনের গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া তারার মালা গলে পরিয়া কি মধুর মহা সঙ্গীত গাইতেছে। অন্যান্য দিনের সেই আমি, এইত তেমনি দাড়াইয়া,--কই এই 'আমি' তে ত সেই 'আমি' নাই? আজ এই আমিতে যেন আমিত্ব নাই--আজ প্রফুল্ল কুসুমে সুখবাস নাই—নিদাঘ নৈশ সমীরণে হৃদয়ের শোকসন্তাপহারী সে শীতলত্ব নাই,—আকাশ তারকার মুখে সে মধুমাখা হাসিটী নাই,—মনের সে স্ফূর্ত্তি নাই--আজি আমার চক্ষে সকলি যেন নূতন সৃষ্টি; সকলই আছে অথচ তাহাতে যেন কি নাই? জীবনের একমাত্র বন্ধন ছিঁড়িয়াছে—সংসারের সাধ মিটিয়াছে! আজ হইতে হৃদয় আঁধার—এ বিশ্বসংসার মহা শ্মশান!! হৃদয় মরুর ওয়েসিস শুকাইয়াছে—আশা সূত্র ছিঁড়িয়াছে।" সোমনাথের মণিময় মন্দির পার্শ্বস্থ রমণীয় উদ্যানে নিশীথ সময়ে একটী পঞ্চবিংশ বর্ষীয় যুবা এই প্রকার নিরাশার মর্ম্মভেদী কাতরোক্তি করিতে করিতে পায়চারী করিতে

ছিলেন, আর এক একবার নৈশগগনে ফুটন্ত মল্লিকারাশির প্রতি নিশ্চল দৃষ্টি স্থাপন করিয়া নিষ্কোসিত অসিহস্তে বলিতেছিলেন, "তবে আর কোন্ আশায় সমর তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়া যবন রক্তে অসির তর্পণ করিব ?—আশা যেন নিশার স্বপ্ন, ক্ষণ ভঙ্গুর—ভাঙ্গিয়া গেল, কিন্তু নিরাশার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইয়া ক্ষত্র ধর্ম্মকে অতল জলে ডুবাইব কেন? আর্য্য সন্তান হইয়া অনার্য্যের ন্যায় স্বার্থের প্রলোভনে অন্ধ হইয়া দেবধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিব কেন? 'যে ম্লেচ্ছের পদে কুলধর্ম্ম বিক্রয় করিয়াছে' উঃ কি দুরপণেয় কলঙ্ক !! অনন্ত আকাশ তুমি সাক্ষী হও, কলুষনাশিনি মা ভবানি, এক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ হৃদয়ে ধর্ম্মবল ও সাহস দাও, জাতীয় ধর্ম্ম-প্রাণ—ধমনীগত প্রত্যেক শোনিত বিন্দুতে—অস্থি মজ্জার প্রতিছিদ্রে অনুপ্রাণিত হউক, আজি ধর্ম্ম রক্ষা করিব ! অসি, তুমিই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, বিপদে বন্ধু—পথের সম্বল, বাল্যের সখা, হৃদয়ের বল; পৌরুষাভিমানীর ভুজশোভার জন্য তোমার সৃষ্টি হয় নাই—দেখিও লজ্জা রক্ষা করিও"—। যুবকের বীরবেশ, মুখশ্রী বীরতেজে মণ্ডিত কিন্তু বিষাদে মলিন। ললাট সুপ্রশস্ত অথচ ভাবনায় কুঞ্চিত। দৃষ্টি স্বাভাবিক, ঢল ঢল, তবুও যেন নিরাশচিন্তায় ঈষদ মুদিত। যুবক অসিতে ভর করিয়া সহসা দাড়াইলেন। মাথার উপর দিয়া পাপিয়া ডাকিয়া গেল, সেই সঙ্গে আর কি একটী শব্দ যেন তাঁহার কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইল—আবার কাননের সেই নিবিড় আঁধার জাল উন্মোচন করিয়া অনন্ত আকাশের—তদ্রূপ অনন্ত শূন্যের সেই গভীর নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া আবার শব্দ হইল—"আশা তো ধর্ম্মের পথে, হিন্দুর পবিত্র দেবধর্ম্ম রক্ষা কর, তৃণবৎ যবনকুল নির্ম্মূল কর, ভগবান অবশ্যই আশা পূর্ণ করিবেন"। আবার সে ক্ষুদ্র অরণ্যানী নিস্তব্ধ হইল। তচ্ছ্রবণে যুবক নিতান্ত বিস্মিত হইয়া আবার আকাশ দৃষ্টিতে করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন "মা জগদম্বে! এযে আকাশ বাণী—এ না কুহকিনী দুরাশার মোহিনী মায়া ? সত্য বল, ধর্ম্ম যে অনন্ত কিন্তু, মা, এ দীন হৃদয়ের আশা যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রা; তবু যে পোড়া ভাগ্যে তাহা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব !! যাই হউক, আমি দেবধর্ম্মের মূলে বিকাইব, বল তবে এ মহাব্রতের পণ কি ? আবার তেমনি আকাশবাণী হইল—'আত্ম সমর্পণ'। যুবক আনত শিরে কহিলেন—"তাই স্বীকার"। সেই অনন্ত আঁধার

ভেদিয়া আবার শব্দ হইল—"ভবানী তোমার মঙ্গল করুন"। ক্ষুদ্র অরণ্যানী পুনরায় নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া গেল। যুবক সেই উপবন পার্শ্বে দেখিতে পাইলেন, নিমিষ মধ্যে যেন এক বিরাট তাড়িৎ ছায়া শূন্যাকাশে মিশিয়া গেল।

---

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গুজরাট প্রদেশে সাগরোপকুলেই সোমনাথের বিশাল মন্দির। শত প্রভঞ্জন প্রপীড়িত হইয়াও যুগান্তরের সেই মণিমন্দির-শোভা তেমনি অক্ষত ও অটুট রহিয়াছে। সোমনাথ হিন্দুদিগের জাগ্রত দেবতা। আজিও হিন্দুদিগের অতুলনীয়া ভক্তি ও সে দেব মহিমা অমিত তেজে ভক্ত-মণ্ডলীকে দেব দর্শনে উত্তেজিত করিতেছে। ধর্ম্মভীরু ভক্তমণ্ডলীর ক্ষুৎ পিপাসার ভীষণ তাড়নায়, দুস্তর ও দুরারোহ পথ প্রান্তরের দারুণ লাঞ্ছনায়ও ভ্রূক্ষেপ নাই; অস্থিচর্ম্ম সার, কণ্ঠাগত প্রাণ অশীতি বর্ষীয় বৃদ্ধেরাও একাদিক্রমে শত ক্রোশ পথ অতিক্রমণেও বিরত নহেন, অবিরত পথ চলিতেছেন। যেখানে ভক্তি, সেখানেই দেবধর্ম্মে প্রকৃত আসক্তি, যেখানে নিষ্ঠা, সেখানেই ভক্ত হৃদয়ে দেবধর্ম্মের পবিত্র প্রতিমা প্রতীষ্ঠা! আজি সেই জন্যেই সহস্র প্রলয়ের আবর্ত্তন জলে হাবুডুবু খাইয়াও হিন্দুধর্ম্মের সুদৃঢ় বন্ধন শিথিল হয় নাই। কত নূতন ধর্ম্মের প্রবল তরঙ্গ আসিয়া ভীম-বেগে আঘাত করিল, সে আঘাতে বেগবান প্রবাহ আপনিই থামিয়া গেল, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের কেশাগ্রও কাঁপিল না, সে তেমনি আকাশ পাতালে রাজ্য বিস্তার করিয়া অচল, অটল রহিল। যত দিন আকাশে চন্দ্র সূর্য্য উদিবে, পবনের গতি বহিবে, তত দিন একইভাবে ভক্তের হৃদয়ে হিন্দু-ধর্ম্ম রাজত্ব করিবে। সোমনাথ হিন্দুদের প্রধান দেবতা। গ্রহণের দিনে দিগদিগন্তর হইতে অসংখ্য যাত্রী সোমনাথ দর্শনে সমাগত হইয়া থাকেন। সহস্র মাইল দূরবর্ত্তী পবিত্র গঙ্গোদক আনাইয়া প্রত্যহ বিগ্র-

হস্তে ন্যাস্ত করা হয়। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই সোমনাথের অনন্ত-মহিমা, মন্দিরের অমূল্য মণিমুক্তাশোভার বিষয় অবগত আছেন। এস্থলে তাহার সবিস্তর বর্ণন এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে।

অদ্য সূর্য্যগ্রহণ, ধর্ম্মভীরু আর্য্যজাতির তীর্থ দর্শনের পরম পবিত্র দিন। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই সোমনাথ দর্শনে দলে দলে দেবমন্দিরে সমাগত হইতে লাগিল। দূর দেশবাসী যাত্রীগণ পূর্ব্বাহ্নেই মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দেব দর্শনার্থ উৎকণ্ঠিত। কেহ কেহ বা বাজারেও বাসা করিয়া রহিয়াছে। মন্দিরের চতুর্দ্দিকেই প্রাঙ্গণ অতি সুন্দর ও সুবিস্তৃত। নানাবিধ বাদ্যোদ্যমে ও শঙ্খ ঘণ্টা রবে দিঙমণ্ডল প্রফুল্লিত। অন্যান্য দিন যে কোন সময়ে ইচ্ছা যাত্রীরা দেব-দর্শন ও পাদপদ্মে অঞ্জলী দিতে পারিতেন, কিন্তু অদ্যকার জন্য সে ব্যবস্থা নহে। গুজরাট রাজ সপরিবারে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে দেব দর্শন ও পূজা করিবেন, তৎপরে সমাগত যাত্রীগণ বিগ্রহ দর্শনে অধিকার পাইবেন। মন্দির মধ্যে একটী মণিমুক্তা খচিত বিচিত্র সুপ্রশস্ত প্রকোষ্ঠে গজমুক্তা ও প্রবালাদি ভূষিত হৈম সিংহাসনে সোমনাথের দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। সম্মুখে বিশাল নাট মন্দির, চতুর্দ্দিকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, কুঠরী তীর্থাগতগণের অবস্থানার্থ নিয়ত অবারিতদ্বার। প্রত্যহ সহস্র লোকের উপযুক্ত ভোগের বরাদ্দ, কিন্তু অদ্যকার জন্য সে বরাদ্দ সীমাবদ্ধ নহে। যাত্রীকগণ সকলেই পরিনিষ্ঠারূপে প্রসাদ পাইতেছে। নাটমন্দির হইতে ফটক পর্য্যন্ত সুরম্য প্রস্তরবর্ত্ম; ফটক পার হইয়াই বাহিরে রমণীয় কুসুমবাটিকা মন্দাকিনী-কুলে নন্দনবনের অনুকরণ করিতেছে। ফটকের গায়েই বিরাটতোরণ দ্বার বিশাল নহবৎ মস্তকে করিয়া পদগর্ব্বে নিশ্চল ও নিথরভাবে দাঁড়াইয়া অনন্ত আকাশে অতুল দেবমহিমা ঘোষণা করিতেছে। আজ আর কোথাও লোকাবস্থিতির নিষেধ নাই। যাত্রীর নিবিড় জনতায় কুসুম-বাটিকার অস্তিত্ব পর্য্যন্তও বিলোপ পাইয়াছে। কোথাও সূচ্যগ্র পরিমিত স্থান ও ফাঁক নাই। সহসা ফটকের দিকে একটা লণ্ডভণ্ড তুমুলকাণ্ড উপস্থিত হইল। "রাজা আসিতেছেন রাজা আসিতেছেন" বলিয়া হৈ হৈ রৈ রৈ পড়িয়া গেল। সকলেই দেব দর্শনে অগ্রসর হইতে আরম্ভ

করিল। দেখিতে দেখিতে প্রহরীগণে পরিবেষ্টিত মহারাজা অসামান্য-রূপ লাবণ্যশালিনী তদীয়া কন্যাকে সঙ্গে করিয়া পদব্রজে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পূজকেরা যথারীতি আরতি করিয়া মহারাজকে মহাদেবের পবিত্র মূরতি দর্শন করাইলেন। রাজা সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক স্বর্ণথালা পুরিয়া বহুমূল্য মণিমুক্তা হীরা প্রবাল কাঞ্চনাদি পাদপদ্মে অঞ্জলী প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইলেন। পরে যাত্রীগণকে দেব দর্শনের অনুমতি দিয়া মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রাজকুমারী কৌতূহল বশবর্ত্তিনী হইয়া পিতৃ নিদেশ গ্রহণপূর্ব্বক দুইটী সখী সঙ্গে বিগ্রহের একপার্শ্বে থাকিয়া সমস্ত প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডারা দলে দলে যাত্রীকগণকে বিগ্রহ দর্শন করাইয়া এক পয়সায় চারি পয়সা গুণিয়া লইতে লাগিলেন। সকলেই মন্দিরের বাহিরে থাকিয়া দর্শনলাভ করিতে লাগিল। কেবল যাঁহারা একটুকু বিশিষ্ট লোক অথবা তাম্রকাঞ্চন ব্যয়ে কুণ্ঠিত নহেন, পূজকদের প্রসাদে কেবল তাঁহারাই দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া দর্শন পাইলেন। সহসা দেব কক্ষে সেই দ্বিতীয় প্রহরের প্রচণ্ড সূর্য্যালোকে একটী অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ জ্বলিয়া উঠিল। দ্বিতীয় দেব প্রতিভায় প্রকোষ্ঠ যেন দ্বিগুণতর উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। অনন্ত রত্নমণ্ডিত জনৈক যুবা পুরুষ কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণেরা সসম্ভ্রমে চতুর্দ্দিকে সারি দিয়া দাঁড়াইলেন। রাজমহর্ষি ভৈরবাচার্য্য ভগবানের বেদোক্ত মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া মহাশক্তির মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। রাজকুমারী সেই অজ্ঞাত পুরুষের অমিত তেজঃপুঞ্জ কান্তি দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন, এবং লজ্জায় মস্তক অবগুণ্ঠনে ঈষদ্ আবৃত করিয়া সখীদ্বয়ের পশ্চাতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। আগন্তুকও কক্ষ মধ্যে তাদৃশী অসামান্যা রূপলাবণ্যবতী রমণীমূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। দুইটী রূপই পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী। একের রূপ প্রত্যুষে অরুণোদয়ে পূর্ব্ব দিগ্বধূর ন্যায় ফুটন্ত ও স্নিগ্ধ; অপরার রূপ মধ্যাহ্ন গগনে মেঘ ভাঙ্গা সূর্য্য কিরণের ন্যায় প্রখর। একের রূপে নয়ন মুগ্ধ হয়, অন্যের রূপে দৃষ্টি ঝলসিয়া যায়। ভৈরবাচার্য্য আগন্তুকের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহারও দৃষ্টি সেই সংসার ললাম সুন্দর কুসুমরত্নে বিন্যস্ত; তিনি আরো প্রত্যক্ষ করিলেন, সেই দৃষ্টি চঞ্চল নহে, স্থির ও কৌতূহলময়ী। আচার্য্য তখন

আগিন্তুককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যুবরাজ, মহারাজ ভীমসিংহ অদ্য উপস্থিত থাকিয়া আপনার অভ্যর্থনা করিতে পারিলেন না, কিন্তু তদীয়া কন্যা কুমারী প্রভাবতী উপস্থিত থাকিয়া আপনার সম্মান করিতেছেন। ইহার রূপ গুণের কথা অধিক কি বলিব, বিধাতা যেন বিরলে বসিয়া পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য্যরাশি দিয়া এ প্রেম পুত্তলী চিত্রিত করিয়াছেন। প্রকৃতি বিরুদ্ধ হইলেও লক্ষ্মী সরস্বতী যেন একই ভাণ্ডে একত্র প্রতিষ্ঠিতা। সেই সময়ে কয়েকটী অস্ফুট কথা শুনিয়া যুবরাজ ততোধিক বিস্মিত হই-লেন। সে কণ্ঠ যেন তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত। রাজকুমারীর সখীরা উভয়েই অবগুণ্ঠনবতী তথাপি যেন রূপের আভা বসন বিদীর্ণ করিয়াও ফাটিয়া পড়িতেছে। উভয়েই গৌরাঙ্গী একের বর্ণে যেন হলুদ মাখা সোণায় সোহাগা। দ্বিতীয়ার রঙ্গ সাধারণ গৌর বর্ণ। দেখিতে প্রথমোক্তা-টীকেই বয়োজ্যেষ্ঠা বলিয়া প্রতীতি জন্মে। সখীদ্বয়ের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠার সহিত অনেকবার পাঠক মহাশয়দের সাক্ষাৎ হইবে, অতএব এস্থলেই তাহার পরিচয় করা আবশ্যক। ইনি মহর্ষি ভৈরবানন্দ আচার্য্যের একমাত্র কন্যা—কিন্তু কর্ম্ম দোষে বিধবা, নাম মধু-মালতী। মালতী অনুচ্চস্বরে রাজনন্দিনীর কানে কানে বলিতেছিলেন, "আগন্তুক মথুর রাজকুমার ভূপেন্দ্র, সম্প্রতি তীর্থ যাত্রাছলে এখানে আসিয়াছেন"। সেই কথাই কুমারের শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। কুমার যুবতীর প্রতি অনিমেষলোচনে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু রমণীর চক্ষু অবগুণ্ঠনে ঢাকা পড়ে না, রমণী তাহা দেখিতে পাইয়া ত্রস্তভাবে মুখ ফিরাইতে চেষ্টা করিলেন। পশ্চাৎ দিক হইতে রাজকুমারী পৃষ্ঠোপরি প্রলম্বিত ওড়ণা ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, সহসা সেই আকর্ষণে মালতীর অবগুণ্ঠন, মুখদেশ হইতে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উঠিল—পূর্ণিমার চাঁদ যেন রাহুগ্রাস মুক্ত হইল। রাজকুমার সে সুন্দর মুখ খানি দেখিয়া চিনিলেন, পরিচয় দাত্রী পূর্ব্ব পরিচিতা মধু-মালতী।

যুবরাজ ভাবিলেন, অজ্ঞাত কুলশীল পুরুষ হইয়া যুবতী রমণীদের সমক্ষে চিত্র পুত্তলীকার ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকা অসঙ্গত, বিশেষতঃ যাত্রী-গণেরও দেবদর্শনে প্রতিবন্ধক ঘটিতেছে, কাজেই তিনি সোমনাথকে ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ও আচার্য্যকে অভিবাদনপূর্ব্বক অর্থ দিলেন

ব্রাহ্মণদিগকে আপ্যায়িত করিয়া মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন—সেই সময়ে দ্বারদেশে পতিত কাষ্ঠখণ্ডে ঠেকিয়া তাঁহার কটীবদ্ধ অসি "ঝন্ ঝন্" করিয়া উঠিল। কিন্তু বিধাতার কি বিচিত্র লীলা, ঠিক্ সেই সময়ে যেন সেই শব্দে "কাকতালী সংযোগে" রাজকুমারীর কর্ণভূষণ বৃন্তচ্যুত চূতমঞ্জুরীর ন্যায় মালতীর পদমূলে খসিয়া পড়িল, কিন্তু প্রভা তাহা জানিতে পারিলেন না। মালতী মনে মনে ভাবিলেন, এও বুঝি বিধাতারই ব্যবস্থা—এই বুঝি উষামুকুট তরুণ অরুণের প্রথম ছায়া—অনুরাগ সঞ্চারের পূর্ব্ব লক্ষণ! জ্যোতিষ যথার্থই বিধিবাক্য!!

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজপ্রসাদে ভৈরবাচার্য্য অতুল বিষয় সম্পত্তির অধিকারী। অভ্রভেদী বিশাল নয়ন রঞ্জনপুরী। কিন্তু সে পুরীতে লোকবাসের চিহ্ন নাই, গৃহেতে লক্ষ্মীর ছায়া নাই, মধ্যাহ্ন রবিকরেও যেন পুরী অন্ধকার। সম্মুখে প্রশস্ত সরোবর, তিন পারে কমনীয় কুসুমকানন, চতুর্থ পারে শ্বেত প্রস্তর বিনির্ম্মিত একটী ক্ষুদ্র মন্দির। মন্দির মধ্যে দশমহাবিদ্যার সুবর্ণ প্রতিমা প্রতিষ্ঠিতা। বঙ্গের কাব্যরত্নাকরে আছে, যে গৃহে গৃহিণী নাই, আলোক-নির্ম্মিত হইলেও সে গৃহ আঁধার। তেঁই আচার্য্যের গৃহ আঁধার। ত্রিকালজ্ঞ বেদপণ্ডিত মহর্ষির হৃদয়মন্দিরে লক্ষ্মীরূপিণী প্রেম প্রতিমার উজ্জ্বল পবিত্র ছায়া নাই, তাই তাঁহার মনোমন্দির ঘোরতমসাচ্ছন্ন—গহনকানন। তাঁহার শাস্ত্রময় হৃদয়ে সর্ব্বশান্তি স্বরূপিণী প্রিয়তমা ভার্য্যার সদুপদেশ নাই, তাই তদীয় অধীত শাস্ত্রসমূহ অশাস্ত্র।

বঙ্গীয় দশ শত শকাব্দের প্রারম্ভে ভারতের সীমান্ত প্রদেশ সমূহে যখন প্রভাতের বালসূর্য্য কিরণের নবোন্মেষের ন্যায় যবন প্রতিভা অল্পে২ দেশময় ফুটিতেছিল; সুলতান মামুদ যখন স্বর্ণপ্রসূত ভারত ভূমির প্রতি সতৃষ্ণ সরোষ কটাক্ষ পাতে ভারতের গৌরব রবি অস্তোন্মুখ করিতে প্রয়াস পাইতে-

ছিল; গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর, রাজ্যের পর রাজ্য যখন যবনের কর কবলিত হইতেছিল, তখন ভারতের অদৃষ্টাকাশে একখণ্ড কাল মেঘ দেখা দিল, দেখিতে দেখিতে সে মেঘ আকাশ ছাইয়া পড়িল, সাগরোপকুলবাসী হিন্দুরাজগণের আসন টলিল। মামুদের শেষ আক্রমণের ভীম দুন্দুভি দিগদিগন্তরে বিঘুষিত হইল। সোমনাথের অগণিত মণি মুক্তা রাশি যবনের ধনস্পৃহা পরিতৃপ্তির প্রশস্ত লক্ষ্য হইয়া উঠিল। সিন্ধু হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত দেবদ্বেষী যবনভয়ে সন্ত্রাবিত হইয়া পবিত্র হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এদিকে আবার পাপিষ্ঠ যবন মহাবিক্রম রত্নগর্ভ কনোজরাজ্য আত্মসাৎ করিয়া বীর-দর্পে ফুলিয়া উঠিল। মথুর রাজ নির্ব্বিবাদে ম্লেচ্ছের পদমূলে আত্মসমর্পণ ও ক্ষত্রিয় ধর্ম্মকে—ততোধিক প্রিয় জাতীয় স্বাধীনতাকে অতলে বিসর্জ্জন দিয়া যবন প্রসাদ ভিক্ষা লইলেন। উপর্য্যুপরি তাদৃশ জয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া দিন দিন অত্যাচারের একশেষ করিতে লাগিল। দেশকে দেশ লুণ্ঠিত ও গ্রামকে গ্রাম জ্বলন্ত অগ্নিতে ভস্মীভূত হইল। দেব মন্দির ধূলিসাৎ করিয়া পদাঘাতে দেবমূর্ত্তি বিচূর্ণিত করিল ও যাহাকে পারিল, বলপূর্ব্বক কোরাণ ধর্ম্মের মত গ্রহণ করাইল। সতীর সতীত্ব রক্ষা ভার হইল। দেশ অরাজক ময় হইয়া উঠিল। আচার্য্য ভাবিলেন, যতদিন যবন লক্ষ্মী ভারতের আসনে উপবিষ্টা থাকিবেন, ততদিনে হিন্দু দেব ধর্ম্ম ও বেদ বেদান্তাদি অমূল্য মহা-তন্ত্র রসাতলে যাইবার উপক্রম হইল !!

মহর্ষি ভৈরবাচার্য্য অশীতি বর্ষীয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ; আকৃতি নাতি স্থূল কিন্তু সুদীর্ঘ, গম্ভীর ও তেজস্বী। দেখিলে সহজেই ভক্তির উদ্রেক হয়। যথা-রীতি শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া ব্রাহ্মণ ত্রিংশত বর্ষ বয়সে দার পরিগ্রহণপূর্ব্বক সুখ দুঃখময় সংস্কাররূপ জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। দূর হইতে কর্ম্ম প্রান্তরের ধনধান্যে ভরা যে বিমোহিনী প্রতিকৃতি দেখিয়া গৃহস্থাশ্রমে উৎসাহিত হইয়াছিলেন, শাস্ত্রে সংসারের যে সুখময়ীরূপ কল্পনার ছায়া দেখিয়া গৃহবাসে প্রলোভিত হইয়াছিলেন, হায়! এখন সেই মহাক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সকলি আশা মরীচিকা! উহা জীবনের জ্বলন্ত শ্মশান, মায়া সমুদ্রের অনন্ত লীলা, প্রলোভনের স্পন্দন ও আশু মনোরঞ্জন

চিত্রপট, পদে পদে ধর্ম্মচ্যুতির বিচিত্র রঙ্গভূমি। আমরা চির ক্ষীণমতি দুর্ব্বল বাঙ্গালী, প্রতিমুহূর্ত্তেই সেই বিষময় প্রতিফল ভোগ করিয়াও যাহা বুঝিলাম না, তাহা অন্যকে বুঝাইব কি প্রকারে?

বহুকাল পরে ভগবানের অনুগ্রহে ভৈরবাচার্য্যের একটী কন্যা জন্মিল। পুত্ররত্ন লাভ না হইলে সংসারী পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ পায় না, আচার্য্যের কর্ম্মদোষে সে সৌভাগ্য ঘটিল না। একমাত্র শিশুকন্যাই পিতা-মাতার তৎকালীন ক্ষণস্থায়ী সুখভরা সংসার সাগরের জীবনতরণী হইল। দম্পতির এক হৃদিগত প্রেমোৎসের মধ্যে অন্য একটী স্নেহের প্রবাহ আসিয়া সজোরে আঘাত করিল—সে প্রবাহ অমনি সে উৎসের সঙ্গে মিশিয়া গেল। বসন্তাগমে নবোদ্গতা মুকুলমালার ন্যায়, কুসুমিকা লতা মঞ্জরীর অস্ফুটন্ত নবীনা কলিকার প্রায়, ফুলকুল সুশোভন মধুমালতীর ক্রমোন্মেষবৎ ব্রাহ্মণ দম্পতির স্নেহের প্রতিমা দিন দিন প্রতিভাশালিনী হইয়া বিকাশ পাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ শাস্ত্র সঙ্গত বাছিয়া নাম রাখিলেন—"মধুমালতী"।

ভৈরবানন্দ যোগ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত, তদীয় মন্ত্রশিষ্যগণ তাঁহাকেআচার্য্য বলিয়া ডাকিতেন। তিনি মহানিষ্ঠাবান্ পরোপকারী সাধু পুরুষ ছিলেন বলিয়া মহারাজ ভীমসিংহ ডাকিতেন—'মহর্ষি ভৈরবাচার্য্য'। প্রকৃতপ্রস্তাবে ভৈরবাচার্য্য মহর্ষিই বটেন। মহর্ষি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, অদ্য হইতে ন্যূনাধিক শতবর্ষমধ্যে যবন হস্তে ভারতের অধঃপতন ধ্রুব নিশ্চয়। তখন আর হিন্দুর শাস্ত্রের কথা প্রত্যক্ষ হইবে না, বেদবাক্য উন্মত্ত প্রলাপ বলিয়া দূরে বিক্ষিপ্ত হইবে; গৃহদেবতা জাগ্রত থাকিবে না, ধর্ম্মাচার অতলে ডুবিবে। মহা-পাপ বাল্যবিবাহ প্রচলীত হইয়া বীর-ভূমকে অকাল মৃত্যুর রম্য শ্মশান করিয়া তুলিবে। অদ্য বাল্যবিবাহ প্রত্যক্ষে ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ হইলেও পরোক্ষে হইবে না। যবনোৎপীড়নে প্রাপ্ত-বয়স্কা বালিকার কুলমান রক্ষা পাওয়া ভার হইবে। ইতি কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ভৈরবাচার্য্য একটী সুকুমার পাত্রে কন্যাদান করিলেন। মালতী কুসুমবালা বুঝিল, পিতা তাহাকে আদর করিয়া একছড়া সুগন্ধি বেল ফুলের মালা পরাইয়া দিলেন। বর- চাঁদপানা আদুরে ছেলে—সে বুঝিল, পিতা তাহাকে ভাল বাসিয়া খেলার জন্য সুন্দর একটী অস্ফুটন্ত গোলাপ

কলি ছিঁড়িয়া দিলেন। নবদম্পতীর পিতা মাতা ভাবিলেন সত্যের সঙ্গে শান্তির সুখ সম্মিলন হইল, তাঁহারা দেখিয়া কৃতার্থ হইলেন। প্রতিবাসীরা মনে করিলেন, সংসারের দুইটী সুন্দর ফুল ফুট ফুট না হইয়া দেব সেবায় লাগিল। কিন্তু হায়, পোড়া কালের চক্ষে তাহা সহিবে কেন! সে শোভা জগতে থাকিলে স্বর্গ রাজ্যের শোভা বুঝি কমিয়া যায়, তাই নৈশ সমীরণের কোমল পরশে ফুলবালার ফুলের মালা ছিঁড়িয়া গেল। মোহন মন্দার মালা নন্দার সরসিজলে ভাসিতে লাগিল। সে শোকে মালতী মাতৃহীনা হইলেন। মহর্ষির সুবর্ণ প্রদীপ অন্তর্জ্বালায় জ্বলিতে জ্বলিতে নিভিয়া গেল। আর সে গৃহে দিবা দ্বিপ্রহরেও প্রখর ভাস্কর প্রভা ফুটিল না। সংসারে 'মধু-মালতী' 'বিষব্রততী হইলেন।

---

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভৈরবাচার্য্য শিবসাধক। সকলের বিশ্বাস, তদীয় সাধনাবলে ভূত-ভাবন ভবানীশঙ্কর প্রমথগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নিশীথ সময়ে দশমহাবিদ্যার মন্দিরে তাঁহার পূজা গ্রহণ করেন। ভূতযোনীরা গভীর রাত্রে সরোবরে স্নান করিয়া বহুবিধ বিকট ক্রীড়া কৌতুক করিয়া থাকে। শিব শ্মশান-বাসী, ত্রিভুবনেশ্বর হইয়া ও ভিক্ষুক—বৃষবাহন, সেরূপে তিনি মর্ত্ত্যলোকে সেবকের ঘরে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন না; দক্ষনন্দিনী হিমালয় গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া এত মহা তপস্যায় শিবভামিনী হইলেন, যেরূপ তিলমাত্র নয়নান্তরাল হইলে বুড়র প্রাণান্ত হয়, সেরূপ চিরদিন লোক সমাজে থাকিতে তাঁহার প্রাণে সহিল না, কাজেই ভক্তপ্রিয় ভূতনাথ ভৈরবা-চার্য্যকে আদেশ করিলেন, "প্রিয় শিষ্য, তুমি দশমহাবিদ্যারূপিণী শিব-ভামিনীকে প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা কর, তবেই আমায় দেখা পাইবে, ছায়া কভুও দেহ ছাড়িয়া একাকিনী দাঁড়াইতে পারে না"। ফল কথা যাহাই হউক না কেন, সাধারণের ধারণা মহাবিদ্যার মন্দির প্রেতনিবাস, আর সে সরোজশোভা—কনকসরোবর দানবগণের রঙ্গস্থল। সে ভয়ে জন-প্রাণী উহার জল বিন্দুও স্পর্শ করিত না। সন্ধ্যার পর সে পথে আর মনুষ্য

সমাগমের চিহ্ন মাত্রও পরিদৃষ্ট হইত না। এ সত্যতা সম্বন্ধে অনেক প্রকার কল্পিত মনোরঞ্জন উপকথারও সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, রামানন্দ সিদ্ধান্ত-বাগীশ মহামায়া দর্শন করিতে গিয়া মন্দির মধ্যে ভূতগণের ভাঙ্গ ঘুটুনী দেখিয়াছেন। কোনও অশীতিবর্ষীয় ন্যায় পঞ্চানন বলিলেন, "আমরা শিশুকালে এই পুকুরে কত বড় বড় রোহিত দেখিয়াছি, লাজ ভাসাইয়া উহাদের রঙ্গ ক্রীড়া দেখিয়াছি, কিন্তু কাহারো ধরিবার অধিকার ছিল না। আজ কাল সে মাছের এক দশম ভাগও নাই। পূর্ব্বে সরোবরের জল নির্ম্মল আকাশের ন্যায় স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট ছিল কিন্তু আজ কাল জলরাশি ঈষদ্ রক্তিমাকার ধারণ করিয়াছে"। তাঁহাদের বিশ্বাস, ভূত যোনিরা রাত্রি যোগে ক্রমে ক্রমে মাছের বংশ নির্ব্বংশ করিতেছে। সময় সময় অর্দ্ধ ভক্ষিত—কখন বা কঙ্কালাবশিষ্ট মৎস্য পিণ্ডও পাওয়া গিয়াছে। এবম্বিধ সুবিশ্বস্ত ভূয়সি প্রমাণ বৃদ্ধের মুখ হইতে প্রৌঢ়, প্রৌঢ় হইতে যুবক, যুবক হইতে বালক পর্য্যন্ত শুনিয়া সেকথা অপূর্ব্ব সুরঞ্জিত ইতিহাস রূপে পরিণত হইয়াছে। সেজন্যই আপামর সর্ব্বসাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস, সরোবর ও মহাবিদ্যার মন্দির প্রেতনিবাস!!

একদা প্রাবৃটাকাশে ঘোর মেঘাড়ম্বর, বিরল তারকামালিনী নিশি নিবিড় তামসাচ্ছন্ন,জগৎ গভীর নিস্তব্ধ। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে,মধ্যে মধ্যে এক এক বার বিদ্যুৎবরণে সুষুপ্ত জগতের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া দিতেছে। রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর অতীত, এমন সময়ে জনৈক ক্ষত্রিয় যুবক অশ্বের মুখরজ্জু হস্তে সেই প্রেত নিবাস মহাবিদ্যার মন্দির দ্বারে উপস্থিত হইলেন। মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ; একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র পথে একটুকু ক্ষীণ আলোক শিখা মুক্তা ফলের ন্যায় গড়াইয়া বাহিরে পড়িয়াছে। নির্ম্মল শ্বেত প্রস্তরোপরি বারম্বার অশ্বখুরস্খলিত হওয়াতে এক প্রকার কঠোর শব্দ হইতে ছিল। সে শব্দ মন্দির বাসীর কর্ণে গেল। অমনি তিনি আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন সেই আলোক নির্গমপথে ঘরের মধ্যে ক্ষুদ্র একটুকু অস্পষ্ট ছায়া পড়িয়াছে। তদ্দর্শনে তাঁহার মনে একটুকু সন্দেহ জন্মিল। অথচ মন্দিরের বাহির হইতে যেন পরিশ্রান্ত পান্থজনের অনুচ্চ ঘন ঘন নিশ্বাস শব্দের ন্যায় কি এক অস্ফুট শব্দ শুনা যাইতে

ছিল। পরিশ্রান্ত অশ্ব ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া মুখ-কোটর স্থিত লৌহ শলাকা চর্ব্বণ করিতে ছিল; লৌহদণ্ডে দন্ত সংস্পর্শে এক প্রকার অলৌকিক শব্দ হইতে ছিল, তাহাও মন্দিরবাসীর শ্রুতিগোচর হইল। তদবসরে যুবক বিনীত ও বিনম্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্দির মধ্যে কে আছেন"—? অমনি দ্বার উন্মুক্ত হইল, মন্দির বাসী জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কে?

যুবক। আমি ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণের দাস।

ম-বা। আমি দীনব্রাহ্মণ, আপনি কি চাহিতেছেন?

যুবক। ভগবন্, প্রণাম হই,—আমি বিদেশী পথিক, এ রাত্রির মত সামান্য একটুকু আশ্রয়ের অনুসন্ধান করিতেছি।

ম-বা। ভবশঙ্কর আপনার মঙ্গল করুন, এদীন ব্রাহ্মণের দরিদ্র কুটীরে আথিত্য স্বীকার করিলে যথেষ্ট অনুগৃহীত হইব।

যুবক নিরব হইলেন। মন্দিরবাসী ক্ষীণদীপালোকে আঁধার ভাঙ্গা জ্যোৎস্নায় যুবকের আপাদ মস্তক একবার দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, যুবকের পরিধানে মহামূল্য মণিমুক্তা খচিত বিচিত্র পরিচ্ছদ, মস্তকে উষ্ণীষ, কটিবন্ধে উজ্জ্বল অসিচর্ম্মে কৃপাণ, আকৃতি প্রশান্ত, গম্ভীর ও বীরগর্ব্ব মাখা। মন্দিরবাসী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "আপনার পার্শ্বে দাড়াইয়া ওটী কি"?

উঃ। অশ্ব।

প্রঃ। কটিবন্ধে সমুজ্জ্বল ও কি?

উঃ। অসি।

প্রঃ। তবে কি আপনি বীর—যবনদ্বেষী ক্ষত্রিয় কুলগর্ব্ব?

উঃ। আপনার অনুমান সত্য; বীর না হইলেও প্রদীপ্তবিক্রম ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম, তাই আপনাকে বীর বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জিত নহি।

প্রঃ। ঈদৃশী সাধুভাষা ক্ষত্রিয়কুলগর্ব্বেরই সম্ভবে। এ ভগবতী দশ-মহাবিদ্যার মন্দির, ঐ তিনি দশমায়ারূপে প্রতিষ্ঠিতা, এখানে প্রণাম করুন। মা আপনার মনোভিষ্ট সিদ্ধি করিবেন।

যুবক মনে মনে অভিষ্ট কল্পনা করিয়া ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত

করিলেন। পরে তেমনি বিনীতভাবে অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবানের পরিচয় পাইলে আপ্যায়িত হইতাম।

মন্দিরবাসী কহিলেন, আমি মার সেবক,—ভৈরবানন্দ আচার্য্য। ভৈরবের পূজায়ই আমার মহানন্দ।

পাঠকগণ বোধ হয় চিনিতে পারিয়াছেন, এই আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত মহর্ষি ভৈরবাচার্য্য আর পথিক যুবক মথুররাজকুমার কুমার ভূপেন্দ্র। আচার্য্য কহিলেন, "তবে এখন আশ্রমে চলুন, সেখানেই বিশ্রাম করিবেন"। যুবক নিতান্ত লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "আমাকে আপনি" বলিয়া সম্ভাষণ না করিলেই সুখী হই, আমি ভগবানের সন্তান প্রতিম দাসানুদাস।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "আচ্ছা তাই হবে।"

তদনন্তর উভয়েই আচার্য্যের পুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

---

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সূর্য্যদেব অস্তে যায় যায় হইয়াছে। পশ্চিমাকাশে লাল রঙের কতক-গুলী ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘ অস্তগমনোন্মুখ দিনমনির রক্তিমাভা গায়ে মাখিয়া ততোধিক রক্তাকার ধারণ করিয়াছে। সাগরবক্ষ ও রক্তবর্ণ, যেন উর্ম্মি-মালার মস্তকে দৃঢ় পদাঘাত করিয়া অনন্ত রক্তজবার শারি ভাসিয়া বেড়া-ইতেছে। বিহঙ্গেরা দিগ্‌দিগন্তর হইতে রক্তগগনের শোভা দেখিতে দেখিতে কুলায় যাইতেছে। মৃদু মন্দ সান্ধ্যসমীরণে বৃক্ষপত্র ঈষৎ প্রকম্পিত, বোধ হয় যেন বিহঙ্গগণকেই অঙ্গুলী সঙ্কেত দ্বারা স্বগত জানাইতেছে। সে সুখ সময়ে আরব সাগরের উপকুল শোভা অতি রমণীয়। বোধ হয় যেন গুজরাটের সুখ সূর্য্য সন্ধ্যা দেবীর কেশাগ্র ধারণ পূর্ব্বক নীল জলে ডুবিয়া সাগর গর্ভে আশ্রয় লইতেছেন।

সাগরোপকুলেই গুজরাটাধিপতি মহারাজ ভীমসিংহের কনক কিরীটিনী বিশাল বিচিত্র পুরী—অতুল ঐশ্বর্য্য গৌরবের জলন্ত প্রমাণ। চৌদিকে পরীখাকারে উন্নত প্রাচীর—ক্ষত্র বিক্রমের জলন্ত দৃষ্টান্ত। মধ্যে মধ্যে প্রাচীরগায় দুই একটী ফোয়ারা— সাগর গর্ভ হইতে রাশি রাশি জলধারা

উদ্গীরণ করিয়া হিন্দু শিল্প নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে। প্রকৃতির তেমন নয়ন রঞ্জন সময়ে রাজপুরীর অন্তঃপুরে একটী সুসজ্জিত সুপ্রশস্ত প্রকোষ্ঠে বসিয়া দুইটী রমণী মূর্ত্তি—একের জলদজাল বিনিন্দিত সুচিক্কণ চিকুরচয় অযত্ন সংবদ্ধ, অপরার বিমুক্ত কেশগুচ্ছ সাগরের দিকে বিমুক্ত বাতায়ন পথে সন্ধ্যা সমীরণে উড়িয়া উড়িয়া খেলিতেছে—আর এক একবার প্রাবৃট গগনের বিমল চন্দ্রিমা সম বদনমণ্ডলে পড়িয়া কাদম্বিনী কোলে দামিনীর শোভা অনুকরণ করিতেছে, সেখান হইতে স্খলিত হইয়া কটিদেশ অতিক্রম পূর্ব্বক পদযুগল চুম্বন করিতেছে। এ দুইটী কামিনী কে? পাঠকগণ হয়ত চিনিয়াছেন, বিমুক্ত কুন্তলা রাজবালা, দ্বিতীয়া তাঁহারই সহচরী নাম সরোজা বা সরোজিনী। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাজকুমারী পরমাসুন্দরী। রূপের আলো সুধাংশুর সুধা রাশির ন্যায় মিঠা মিঠা অথচ প্রভাত-তপনের বাল কিরণবৎ সুস্নিগ্ধ ও মনোরঞ্জন। সহচরীর রূপের সঙ্গে আপাতত কোনও সম্পর্ক নাই, কাজেই সে কথা এখানে না বলাই বিধেয়। ইহাদের মধ্যে কি কি কথা হইতে ছিল তাহা বলা আবশ্যক বিবেচনায় মাত্র শেষাংশের কএকটী কথার উল্লেখ করিয়াই এবারকার জন্য বিদায় হইব। সহচরী কিছু বিরক্তি ব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন, সখি, সন্ধ্যা বয়ে গেল, কৈ এখনও কি চুল বাঁধিবে না।

রাজ-বা। সরোজ, রোজ রোজই ত সন্ধ্যা হয়, রাত্রি আসে, আবার রাত্রি যায়, দিন হয়, সেও যায়—পুনরায় সন্ধ্যা আসে, উহাতে আর প্রকৃতির নূতনত্ব কি? চুল যে রোজ রোজই বাঁধিতে হবে, সেত আর শাস্ত্রে লেখা নাই!

রাজকুমারীর স্বর স্বাভাবিক নহে, বিষাদে গম্ভীর—যেন হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদ করিয়া বাহির হইতেছিল।

সহ। এলোকেশী হইয়াই যে থাকিতে হইবে, সেই বা কোন্ শাস্ত্র? এবারও সেই পূর্ব্ব স্বর।

রাজবা। তবুও ভাই উহাতে নূতনত্ব আছে।

সহ। খোলা চুলে আবার নূতনত্ব কি দেখিলে?

রাজবা। রোজই বিনোদ বেণীবদ্ধ চুল, আজ খোলাই নূতন। আর

অবদ্ধ থাকাইত চুলের প্রকৃতি, প্রকৃতির বিরুদ্ধে উহাকে বাঁধিয়া কাজ কি! সখি, তোমাকে যদি কেউ ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন সামান্য বিষয়েও প্রবৃত্তি জন্মাইতে চাহেন, তবে কি তুমি সুখী হইবে?

সহ। চুল বান্ধা না বান্ধা আপন ইচ্ছা, উহাতে আবার চুলের প্রকৃতি কি?

রাজবা। বল দেখি ফুলের প্রকৃতি কি?

সহ। ফুটিয়া থাকা।

রাজবা। তাতে ফুলের সুখ দুঃখ কি?

সহ। ফুলের ফুটিয়াই সুখ, বিরলে বসিয়া সুগন্ধি বিতরণই উহার নিঃস্বার্থ ভালবাসা।

রাজকুমারী আর আত্মগোপন করিতে পারিলেন না। নীরবে নয়ননীর মনের লুক্কাইত বেদনা বলিয়া দিতে লাগিল। একটী সতৃষ্ণ সুদীর্ঘ নিশ্বাসে মর্ম্মগ্রন্থী ছিঁড়িয়া গেল, তিনি অনুচ্চ অস্ফুট স্বরে কহিলেন, সরোজ, যদি দেব সেবায় না লাগিল, তবে ফুলের স্বর্গে গিয়াও সুখ নাই!

সহ—প্রভা—দেবতা কে?

রাজকুমারী তেমনি অশ্রুপূর্ণ লোচনে কাতর বচনে] কহিলেন, দেবতা কুমার ভূপেন্দ্র।

পাঠকগণ হয়ত এতক্ষণ বুঝিয়াছেন, চুলের প্রকৃতি কি?

সে কথা স্বপ্নবৎ সরোজার শ্রুতিগোচর হইলে তিনি বুঝিলেন সরলা বালিকা অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া মুক্তার আশায় অকুলপাথারে ঝাঁপ দিয়াছেন; এক্ষণ ভবিষ্যৎ রক্ষা পাইলে হয়, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন? তবে কি এ প্রস্তাবে তোমার অমত?

প্রভা—সম্পূর্ণ।

তৎকালীয় আকার ইঙ্গিত দৃষ্টে সরোজা আরো বুঝিলেন, প্রভার সে প্রেমপ্রকৃতি—সরোজ-জাত শৈবাল দল সম শূন্যমূলা নহে, সে মূল দৃঢ় প্রোথিত—সহজে উন্মূলিত হইবার নহে। তখন তিনি কহিলেন সখি, সংসারে রত্নই রত্নের অনুসরণ করে কিন্তু সে কথা আমিই যেন বুঝিলাম, কিন্তু রাজমহিষী তাহা বুঝিবেন কেন?

প্রভা—বুঝাইলেই বুঝিবেন, না হয় আমি বলিব, বাল্যকালের ন্যায় এলো চুলে থাকিতেই আমার সাধ।

যৌবনোন্মুখী কুসুম সুন্দরীর মুখে সুধা মাখা তেমন সরল কথা কেমন মিষ্ট। কে বলে রমণী কপট? রমণী সংসারে শান্তির প্রতিমা—স্নেহস্বরূপিণী সুকোমল সরলতার প্রতিকৃতি। রমণী ইহ জগতে ত্রিদিবের অমৃতধারা; সে সুধা রাশি ভিন্ন জীব জগৎ ঘোর শ্মশান। সে রমণী হৃদয়ে অভিমান আর সুগন্ধি কুসুমে কীট বিধাতারই সৃষ্টির খুঁত।

বলা বাহুল্য যে সেরাত্রে আর রাজকুমারীর কেশ বিন্যাস হইল না।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

একদা নিশীথ রাত্রিতে একটী ক্ষীণ দীপালোক সম্মুখে বসিয়া মালতী শাস্ত্রালোচনা করিতেছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি মালতী কর্ম্ম দোষে বিধবা, সুগন্ধি কুসুম কলি না ফুটিতে ফুটিতেই করাল কীটক দংশনে বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। ভৈরবাচার্য্য মালতীকে বৈধব্যদশার পর হইতেই সর্ব্ব প্রকারে সংসারের ভোগ বিলাস হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিতে চেষ্টা করিতে-ছিলেন। প্রথমেই সেই বালিকা বয়সেই দুহিতার ভাগ্যে নিরামিষ আহার ও গেরুয়া পরিধান ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় আহারের কোনও আপত্তি রহিল না। ক্রমে বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে ২ আহারীয় পরিমাণের কমি হইল, খাদ্য দ্রব্যের তারতম্য হইল, পুষ্টিকর সামগ্রী ভোজন রহিত হইল। ক্রমে একসন্ধ্যা আহার-অবশেষে ষোড়ষ বর্ষ অতীত হইলে কন্দ ফলমূলাহারী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে যৌবনে যোগিনী সাজিলেন। আচার্য্য সেই সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্ম ও ভক্তি কাণ্ডের অন্বোন্মেষে এবং একটুকু ক্ষীণ জ্ঞানালোক সাহায্যে সে সুকোমল হৃদয়ক্ষেত্রে ধর্ম্ম-কাণ্ডের বীজ বপন করিতে যথেষ্ঠ প্রয়াস পাইয়া-ছিলেন; সংসারাভিজ্ঞ বেদবিৎ আচর্য্যেদেব প্রকৃষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়া-ছিলেন শাস্ত্রেও বর্ণিত আছে—"যো নু রক্ষতি ধর্ম্মঞ্চ তস্য কো রক্ষিতা ভুবি।"—সংসারে যিনি ধর্ম্মরক্ষা করিতে শিখিয়াছেন, এ মহাসাগরের ভীষণ প্রলয়ের মধ্যে তিনি স্বতঃই রক্ষিত, কিন্তু ধর্ম্মভ্রষ্টকে রক্ষা করা ভগবানেরও

দুঃসাধ্য। তদীয় সে চেষ্টা দিন দিনই ফলবতী হইতে লাগিল। মালতীর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যতই বুদ্ধি বৃত্তির অল্প অল্প উন্মেষ হইতে চলিল, সংসারে কুটিল কটাক্ষপূর্ণ বিকট ভ্রূভঙ্গি দেখিয়া যতই তিনি ভয় পাইতে লাগিলেন, সময়স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে যতই তিনি স্বীয় শোচনীয় পরিণামের রঙ্গভূমি কল্পনা করিয়া অস্থির ও উদ্বিগ্ন হইতে ছিলেন, শাস্ত্রাভ্যাসে ততই তাঁহার একাগ্রতা ও আসক্তি জন্মিল। বাহ্যাকাশে তাঁহার চিত্তবৃত্তি যতই একটুকু একটুকু করিয়া আকৃষ্ট হইতে লাগিল—ধর্ম্মমন্ত্রে ততোধিক নিষ্কামব্রতে তাঁহার মন দৃঢ় সংযোগ হইতে লাগিল। প্রকৃত পক্ষে শিক্ষা ও দীক্ষা প্রভাবে মালতীর জীবনে একপ্রকার মন্বন্তর উপস্থিত হইল। মালতী এখন রূপসী ষোড়শী, বাঙ্গালীর ঘরে উদ্বোধনের পূর্ব্বে নিরাভরণা সুবর্ণ প্রতিমা। এই নবীন বয়সেই মালতী সংসারাভিজ্ঞা স্বভাব পণ্ডিতা, ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনে ও ব্রহ্মচর্য্যপালনে নবীনা যোগিনী—; অথচ তিনি কথায় বালিকা, কার্য্যে বালিকা ও কৌশলময়ী ক্ষিপ্রহস্তা; মালতী লোকাচারে বালিকা কিন্তু বুদ্ধি চাতুর্য্যে ও কর্ত্তব্যজ্ঞানে বুদ্ধিমতী প্রৌঢ়ার ও শিক্ষয়িত্রী। মালতীর প্রকৃতি সরল কিন্তু সে সরলতায় চাঞ্চল্য নাই—অপূর্ব্ব মাধুরী মাখা। তাঁহার কার্য্য সকলই সুন্দর—সকলই বালিকা সম্ভব দেবত্ব মাখা।

অন্তঃপুরের নিভৃতদেশে একটী সুন্দর দ্বিতল প্রকোষ্ঠ মালতীর পাঠগৃহ। তাহারই এক পার্শ্বে একটী সঙ্কীর্ণ গৃহে মালতী শয়ন করেন। অন্যপার্শ্বের ঘরটীতে ভৈরবানন্দের সামান্য শয্যা, স্তূপাকার গ্রন্থ রাশি এবং জোগজীবনোপযোগী যাবতীয় দ্রব্যভাণ্ডারই আছে বটে, কিন্তু রাত্রিতে তিনি প্রায়ই গৃহে অবস্থান করেন না।

ভৈরবাচার্য্য ভূপেন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া দশ-মহাবিদ্যার মন্দির হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। তিনি পাঠ-গৃহের দীপালোক দেখিয়া কহিলেন—"মা! তুমি রোজই কি এত রাত্রি জাগিয়া শাস্ত্রালোচনা কর?" মাতৃহীন ভৈরবাচার্য্য মালতীর পিতৃভক্তি ও ভালবাসাতে স্বীয় কন্যাতেই মাতৃত্ব স্থাপন করিয়া আদর করিয়া 'মা' বলিয়া ডাকিতেন। সহসা পিতৃকণ্ঠ শুনিয়া মালতী চমকিত হইলেন না, কারণ ঈদৃশী ঘটনা আজ নূতন নহে—প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। পব-সাধনায় ভৈরবানন্দের বড়ই আনন্দ। রাত্রি প্রহরাতীত

হইলে প্রত্যহই সাগরের কূলে কূলে নির্জ্জন বনপ্রান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। যদি কোথাও নিঃস্বহায় পথভ্রান্ত অথবা পামর পীড়িত কোনও বিপন্নকে দেখিতে পাইতেন, অমনি তাহাকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক স্বগৃহে আনয়ন করিয়া যথোপযুক্ত সৎকার ও সাহায্য করিতে প্রয়াস পাইতেন। আর্ত্তের চিকিৎসা, ভিক্ষুককে আশাতীত ভিক্ষাদান, নিরন্ন অনাথিনীর প্রতিপালন, সন্তান বিধুরা দুঃখিনী মাতাকে মধুমাখা "মা" "মা" শব্দে উহার সন্তান কষ্ট বিদূরী করণ ভৈরবানন্দের নিত্য আনন্দ। যেদিন সে আনন্দ না ঘটিল,সেদিন তাঁহার বেদপাঠ বৃথায় গেল, মহাব্রত অসম্পূর্ণ রহিল, অন্নপূর্ণা-পূজার অঙ্গ ভঙ্গ হইল। সে রাত্রিতে আর নিদ্রা হইল না—সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত মহামায়ার পূজা ও যোগ সাধানায় বিব্রত থাকিলেন। মালতী পিতৃ প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়াই সহর্ষে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন বাবা এত রাত্রিতে ফিরিয়া আসিলে যে—? ভূতভাবন ভোলানাথ কি আজ ব্রত উদ্‌যাপনের অবসর দিয়াছেন"?

ভৈরব—মা, জীব জগতে সে দেবের প্রাসাদ—কাঙালের ইচ্ছাধীন নহে।

ভৈরবানন্দ শাস্ত্রে পড়িয়াছেন, এবং মালতীকেও শিখাইয়াছেন—"দেবতাথি পূজায়ু গৃহস্থো নিরতো ভবেৎ" দেব পূজনে ও অথিথি সৎকারে গৃহস্থ সতত ব্রতী থাকিবে। আরো বুঝিয়া ছিলেন "সর্ব্বদেবময়োঽতিথি"—অতিথি পূজায় সর্ব্বদেব পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। পাছে দেবতার অপমান হয়, এই ভয়ে ধর্ম্মভীরু ভৈরবাচার্য্য অভ্যাগতকে দেব-প্রসাদ বলিয়া মানিতেন।

মালতী বুঝিতে পারিলেন এ দেব প্রসাদ কি এবং তৎক্ষণাৎই দ্বার অর্গল মুক্ত করিলেন। আচার্য্য কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া মালতীর সঙ্গে অনুচ্চস্বরে কি কি কথা বলিলেন। ভূপেন্দ্র বাহিরে দাঁড়াইয়া দু-একটী মাত্র কথা শুনিতে পাইলেন,—"সকলই আছে; আমি সম্মুখে থাকিতে পারিব কি? এক দিনই বলিয়াছি পবনদেবের ন্যায় তোমার গতি সর্ব্বত্রই অনিরুদ্ধ"——। ভূপেন্দ্র বুঝিতে পারিয়া ছিলেন, শেষোক্তিটী ভৈরবানন্দের কিন্তু প্রথম দুইটী বিভিন্ন প্রকৃতির। আচার্য্য ভূপেন্দ্রকে ডাকিলেন। তিনি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন কক্ষমধ্যে একখণ্ড মৃগাজীন বিস্তৃত, তদুপরি তালপত্রের স্তূপাকার গ্রন্থরাশি ইতস্ততঃ অযত্ন বিক্ষিপ্ত। একটী ক্ষীণ তৈল

প্রদীপ আর ভৈরবানন্দের সম্মুখে তদীয় জীবনানন্দ অবগুণ্ঠনে অর্দ্ধাবৃতা একটী রমণী মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া। সেরূপ দেখিলে মানবী বলিয়া সহজে বিশ্বাস হয় না। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে বিশ্বশোভা সুখ-তারাটীর ন্যায় সমুজ্জ্বল কিন্তু রূপের গৌরবে আপনিই বিনীতা ও লজ্জাবনতা। ক্ষণকাল সকলেই নীরব; প্রথমে আচার্য্যই সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন—মা, তুমি কি ভূপেন্দ্রকে দেখিয়া লজ্জিত হইতেছ?

মালতী—পিতঃ, দেব সেবাই আমাদের ব্রত, সে ব্রত সাধনে লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইলে চলিবে কেন? আপাততঃ ইহাঁকে পথশ্রমে ক্লান্ত বোধ হইতেছে। এখন আলাপাদিতে শ্রান্তিনিবারণ না হইয়া বরং বিরক্তির কারণই বৃদ্ধি পাইবে।

ভূপেন্দ্র—আমি অণুমাত্রও পরিশ্রান্ত নহি, অদ্য ২৫ মাইল বই পথ পর্য্যটন হয় নাই, ভবদীয়া আশীর্ব্বাদে প্রতিদিন অশ্বারোহণে তদ্দ্বিগুণ পথ অতিক্রমণেও অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে।

মালতী—বুঝিলাম আপনি বীরপুরুষ, মহামায়া আপনার মঙ্গল করুন্। পাপীষ্ঠ মুসলমানের হস্ত হইতে হিন্দুর পবিত্র দেব ধর্ম্ম রক্ষার ভরসা আপনারাই।

ভূপেন্দ্র—সেও আপনাদেরই অনুগ্রহ।

মালতী—আপনাকে আমি কি বলিয়া ডাকিব?

উ—আমার নাম কুমার ভূপেন্দ্র—আমাকে ঐ নামেই ডাকিবেন।

"কুমার ভূপেন্দ্র" এই কথাটী আচার্য্যের কর্ণে বাজিল। তিনি অনিমিক্ লোচনে কুমারের আপাদ মস্তক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে আরো বিস্মিত হইলেন। অমনি তাঁহার মনোমধ্যে একটী পূর্ব্ব স্মৃতি জাগিয়া উঠিল—আশামেঘে একটুকু তাড়িৎ খেলাইল। আচার্য্য বুঝিতে পারিলেন যুবক সর্ব্ব সুলক্ষণাক্রান্ত রাজকুল গৌরব বীরপুরুষ। এবং মনে মনে কহিলেন ভগবান্ বুঝি অযাচিত ভিক্ষাদানে দরিদ্রের মনোভিষ্ট সিদ্ধ করিলেন, এখন পশ্চাৎ রক্ষা পাইলে হয়! আচার্য্য এতদিন যে একটী রত্নের অনুসন্ধান করতেছিলেন, বিধি বুঝি তাহা আপনিই আনিয়া দিলেন।

মালতী—আমাদের রাজকুমার অজিৎ বয়োকনিষ্ঠ বালক বলিয়া

তাহার নাম ধরিয়া ডাকি, কিন্তু ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন, আপনার নাম করিতে পারিব না। সুধু "কুমার" বলিয়া ডাকিলে কি আপনি অসন্তুষ্ট হইবেন?

ভৈরব। রাজোপাধি না ধারণ পর্য্যন্ত ইহাঁরা 'কুমার' নামেই অভিহিত হইয়া থাকেন।

মালতী। কুমার কোন্ রাজকুল পবিত্র করিয়াছেন, জানিতে বড় কৌতূহল জন্মিতেছে।

কুমার সলজ্জভাবে কহিলেন—আমি নিতান্ত হতভাগ্য—মথুর-রাজকুল-কলঙ্ক।

তচ্ছ্রবণে আচার্য্যের আশালতাটী যেন মুকুলিতা হইল। মালতী আরও বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—"কুমার, ভবাদৃশ বীর পুরুষের বর্ত্তমানে ভবদীয় পিতৃরাজ্য ঘোরনারকী নরপিশাচ-দস্যুকরে বিলুণ্ঠিত হইল কেন?

কুমার। দুরদৃষ্টবশতঃ সে সময়ে আমি সাংঘাতিকরূপে পীড়িত; কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনা, সে শঙ্কট রোগেও আমার মৃত্যু হইল না! পাপের ভোগ ভোগিতে হইল—স্বজাতি নিগ্রহ সহিতে হইল!!

"আপনি সে জন্য আত্মনিন্দা করিতেছেন কেন? জীবন মরণ ভগবানের হাত;—আর দৈব নিগ্রহই সর্ব্বানর্থের মূল" এই বলিয়া মালতী কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে এক থানা রৌপ্য পাত্রে সুরস ফল মূলাদি সাজাইয়া যথারীতি খাবার আয়োজন করিলেন এবং সসম্ভ্রমে কুমারকে কহিলেন—"ভবাত্মন্, কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া অনুগৃহীত করুন্। দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে রাজভোগের আশা ভবাদৃশজনে কথনই করিতে পারেন না"।

ভৈরবা। ভূপেন্দ্র যাও, মার অভিলাষ পূর্ণ কর।

কুমার। আমরা ব্রাহ্মণের দাস, গুরুর চরণামৃত গ্রহণ না করিয়া জলগ্রহণ করিতে পারিব না।

আচার্য্য সহর্ষে কহিলেন, সাধু! সাধু!! মহামায়ার চরণামৃত আছে, তাহাই সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ কর।

মালতী একটী ক্ষুদ্র কাঞ্চন পাত্রে করিয়া সে চরণামৃত আনিয়া দিলেন।

কুমার তাহা পান করিয়া ভোজনে বসিলেন। সেই অবসরে ভৈরবাচার্য অল্প সময়ের জন্য বাহিরে গেলেন। আহারের সময় সম্মুখে থাকিলে সঙ্কোচে হয়ত কুমারের সম্পূর্ণ ভোজন হইবে না ভাবিয়া মালতী এক খানা গ্রন্থ লইয়া পড়িতে লাগিলেন—"প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়া ভয়ে। বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥ যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ। অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী। অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা। সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী"॥—সে শ্লোক পাঠ শুনিয়া ভূপেন্দ্র বুঝিলেন, হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদে মালতীর উচ্চাচরণ অতি পরিষ্কার। আরও বুঝিলেন মালতী ইচ্ছা করিয়া সে সময়ে তাদৃশ সদুপদেশ পূর্ণ মহাবাক্যের আলোচনা করিতেছিলেন। কুমার অত্যল্প সময়ের মধ্যেই আহারক্রিয়া শেষ করিয়া আবার উভয়ে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। এবার শাস্ত্রালাপ। মালতী বুঝিলেন, ভূপেন্দ্র শুধু বীর নহেন, তিনি শাস্ত্রেও পণ্ডিত। ভূপেন্দ্র বুঝিলেন মালতী কেবল রূপের প্রতিমা নহেন, জ্ঞান ধর্ম্মেও সাক্ষাৎ সরস্বতী! মালতী যোগধর্ম্ম শিখিয়াছেন, অদ্ভুত ঘটনাপূর্ণ সংসার ক্ষেত্রের প্রত্যেক পরমাণুর প্রত্যেক অঙ্গ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবনা করিয়া দেখিয়াছেন, আচার্য্য তাঁহাকে একখণ্ড চিত্রপটের ন্যায় সমস্ত নিগুঢ় তত্ত্ব অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক বুঝাইয়াছেন, এ বিশ্ব সংসার মনুষ্যের ভোগবিলাসের রঙ্গভূমি, কাজেই অধঃপতনের প্রশস্ত সোপান। অনেক মহাপুরুষের মহাযজ্ঞের আয়োজন করিয়াও মানসিক দুর্ব্বলতাবশতঃ আত্ম-বিস্মৃতি জন্মিয়া থাকে, সে যজ্ঞ অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। আর যাঁহারা সে ভৌতিক মায়া উপেক্ষা করিয়া হৃদয় সুদৃঢ় করিয়াছেন, এক মনে সেই সর্ব্ব মঙ্গলময় সর্ব্বশক্তিমান শিবশঙ্করকে ডাকিতে শিখিয়াছেন, এ সংসার তাঁহাদেরই যোগ সাধনের স্থল, কিন্তু সিদ্ধি লাভের নহে। রাজকুমার আরও দেখিলেন, মালতী প্রথম দর্শনেই অজ্ঞাত পুরুষের সঙ্গে চির পরিচিতের ন্যায় যেরূপ অচঞ্চল ও বীনিতভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, তাহা তদ্বয়স্কা যুবতীর পক্ষে সম্ভবে না। মালতীর মুখমণ্ডলে দেবজ্যোতিঃ—তাঁহার স্বভাবে দেবত্ব—কথায় দেবত্ব; সমস্ত বিষয়েই বাল্যকালের সেই দেবত্বভাব অজ্ঞাতে প্রকাশ পাই

তছে। মালতী যথার্থই বনের মালতীফুল—সরলতাপূর্ণ স্বভাব সুন্দর সুগন্ধি সুম। মালতী মানবীবেশে বনদেবী; তিনি যুবতী হইয়াও দেববাঞ্ছিতা ভাব-বালিকা।

ভৈরবাচার্য্য প্রত্যাগত হইয়া বলিলেন, "মা—ভূপেন্দ্রের শয়নের ন্দোবস্ত করিয়া দাও"। মালতী তখনি পিতার শয়নকক্ষে কুসুম-কামল নূতন শয্যা রচনা করিয়া দিলেন। আচার্য্য কুমারকে কহিলেন, রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত. যাও এখন একটুকু বিশ্রাম লাভ করিবে"।

ভূপেন্দ্র। গুরুদেব, অশ্বটী বহির্দ্বারে অরক্ষিত রহিয়াছে, অনুমতি য়ত একবার সে বন্দোবস্ত করিয়া আসি।

আচার্য্য। তোমাকে সেজন্য ভাবিতে হইবে না। অশ্ব যথাস্থানে ক্ষিত হইয়াছে। মূক জাতির প্রতি অযত্ন প্রদর্শন ভগবানের ইপ্সিত হে। তুমি নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাও।

ভূপেন্দ্রের আর বাঙনিষ্পত্তি হইল না। সকলই যেন তাঁহার নিকট দবলীলা বলিয়া অনুভূতি জন্মিল। মহর্ষি আচার্য্য যেমনই দীক্ষাগুরু লতী তেমনই মন্ত্রশিষ্যা; যেমন কণ্বমুনি—তেমনি শকুন্তলা। কুমার রে ধীরে উঠিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "আপনাদের শয়নের ব্যবস্থা কিছুই দেখিতেছি না"; ভৈরবানন্দের জীবনানন্দ মালতী কহিলেন—আজ আমাদের আনন্দের দিন, আনন্দের রাত্রিতে ঘুমাইতে নাই"! ই মালতীর নববর্ষ ব্যাপিনী যোগধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার ফল!! নিষ্কাম ত গ্রহণের উপাদান!! সে কথা শুনিয়া ভূপেন্দ্র এতটুকু হইয়া গেলেন, াহার আর কথাটী ফুটিল না—কেবল অর্দ্ধশ্রুত স্বরে কহিলেন—"আপনাদের ীবন-ধর্ম্মই সার্থক"। আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "যদি প্রকৃত ানুষ হই, এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ঈদৃশ জীবনব্রত গ্রহণ করিব"।

ভূপেন্দ্র যাইয়া নির্দ্দিষ্ট কক্ষে শয়ন করিলেন। আচার্য্য মালতীর ঙ্গে মহানন্দে শাস্ত্রালাপে অবশিষ্টরাত্রিটুকু কাটাইলেন। সে রাত্রে ভূপেন্দ্রের সুষুপ্তি হইল না। তিনি তন্দ্রাবেশে যেন অপ্সরা বিনিন্দিত রমণীকণ্ঠে জীবন-সঙ্গীত" শুনিতেছিলেন—সে মালতীর ললিতকণ্ঠে "বেদ গান"।

# সপ্তম পরিচ্ছেদ।

---

দিন দিনই মুসলমান প্রদীপ্ত বিক্রম হইয়া উঠিতে লাগিল। রত্ন প্রসূ ভারতভূমির রত্নগর্ভ বিদীর্ণ করিয়া পাপাত্মাদের ধনস্পৃহা পরিতৃপ্ত হইতেছে না। পরপীড়ন, ধনলুণ্ঠন ও সতীর বিধিদত্ত অমূল্যরত্নাপহরণই যবনের উদ্দেশ্য, সু-শাসনে রাজ্যকরা তাহাদের ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। কাফের ধর্ম্ম বিস্তার জন্য, হিন্দুর পবিত্র ধর্ম্মের মুলোৎপাটন পূর্ব্বক বেদময় ভারতের স্তরে স্তরে কোরাণের মত প্রপ্রোথিত করিয়া আর্য্যের অনন্ত বিভব ভাণ্ডার লুণ্ঠন প্রয়াসে অসি ধারণ করিল। একহস্তে অসি অন্য হস্তে ধর্ম্মের পতাকা, সম্মুখে অপ্সরা বিনিন্দিত কুসুম কোমলা সুন্দরী ললনার ভাবি সুখ-সহবাস স্মরণ করিয়া যাহারা অনার্য্য ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন, তাহারই যবন রাজার নিকট যথেষ্ট সম্মান ও সহানুভূতি পাইলেন, অন্যেরা দুর্ব্বৃত্তদের ঘোর অত্যাচারে সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। তবুও যবন প্রসাদ ভোজীর সংখ্যা অতি বিরল। একদিকে রাজ্যলুণ্ঠন-অন্যদিকে দেব-মন্দির ও বিগ্রহমূর্ত্তি পদাঘাতে বিচূর্ণীত করিয়া ধূল্যবশেষ করিতে লাগিল। কিন্তু সর্ব্বং সহা বসুন্ধরা সে পাপের ভার বহিতে পারিলেন না। পাপ যবনের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে জলবিম্ববৎ যবনধর্ম্ম ও সাগর জলে মিশিয়া গেল, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের দৃঢ় ভিত্তি তেমনি অচল ও অক্ষুণ্ণ রহিল, যাবচ্চন্দ্র দিবাকর তেমনি থাকিবে।

ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন, ইংরাজী ১০২৪ খ্রীঃ অব্দে সুলতান মামুদ হিন্দুদিগের জাগ্রত দেবতা সোমনাথ আক্রমণ করেন। এই মামুদের দ্বাদশ অথবা শেষবার ভারতবর্ষ আক্রমণ। দুইটী গুরুতর কারণে সোমনাথের প্রতি দেবদ্বেষী মামুদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। প্রথমতঃ হিন্দুর সমুজ্জ্বল ধর্ম্মরত্নের মস্তকে পদাঘাত—দ্বিতীয়তঃ অমিত বিষয়তৃষ্ণা নিবারণ।

গুজরাট রাজ বৃদ্ধ ভীম সিংহ শুনিলেন, মামুদ সোমনাথ আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। এ বৃদ্ধ বয়সে সমরক্ষেত্রে অসি ধারণ অসম্ভব, কারণ সাহস থাকিলেও আর সে বীর্য্য নাই। আবার দেহমধ্যে বিন্দুমাত্র শোনিত

প্রবাহিত হওয়া পর্য্যন্ত ম্লেচ্ছের হস্তে হিন্দুর পবিত্র ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়া জীবিত থাকাপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। একদিকে ক্ষত্রিয়াভিমান বীরবাক্যে বলিতেছে "সম্মুখ সমরে প্রবেশ করিয়া যবনকুল নির্ম্মূল কর, হিন্দুর পবিত্র দেব ধর্ম্মরক্ষা কর, যাহাতে স্বদেশ ও স্বাধীনতার পদে কুশাঙ্কুরও না ফোটে, তজ্জন্য আত্মসমর্পণ কর"। অন্যদিকে সে বৃদ্ধবয়সেও মায়াবিনী বিলাসবাসনা কাণে কাণে মহামন্ত্র বলিয়া দিতেছে "নির্ব্বোধ যে কমল দল সদৃশ কোমল হস্তে রাজদণ্ড দেখিলে ঐ কমলাবতীর কুসুমপ্রাণে কষ্ট পায়, সে হস্তে অসি ধারণ কি সম্ভবে"? বাহ্যিক প্রকৃতিতে লোকচরিত্রের প্রকৃত পরীক্ষা হয় না। কতকগুলী আত্মাভিমানী অন্তঃসার শূন্য অসার প্রকৃতির পুরুষ আছেন, যাহারা মুখে সত্যধর্ম্ম, স্বদেশ ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সসাগরা ধরণীর বিরুদ্ধেও একাকী অসিধারণ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাদৃশ ভাবি বিপদপাতের অনুস্থচনা মাত্র সর্ব্বাগ্রে তাহারাই গৃহলক্ষ্মীর অঞ্চলদেশে আত্মসংগোপন করেন। এ বৃদ্ধ বয়সে মহারাজা ভীম সিংহেরও সেই রোগ। মুখে তিনি ত্রিভুবন দিগ্বিজয়ী বীরসিংহ—কার্য্যতঃ পতঙ্গবৎ পত্রের অন্তরালে লুক্কাইত।

অন্তঃপুরের একটী সুসজ্জিত ও সুপ্রশস্ত শয্যাগৃহে মধ্যাহ্ন নিদ্রোত্থিত মহারাজ ভীমসিংহ বিবেকবাণী প্রমুখ বিবিধ তর্ক বিতর্কের পর স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন, " এ বৃদ্ধ বয়সে যবন যুদ্ধে অসি ধারণ করিয়া পাপহস্তে প্রাণ হারাইতে পারিব না। এতকাল ভগবানের চরণ পূজা করিয়াছি, দেবকার্য্যে এ দেহ পাত করিয়াছি, এখন আর পারিব না; যদি সোমনাথ প্রত্যক্ষের হন, যদি হিন্দু ধর্ম্মের মাহাত্ম্য থাকে, কি সাধ্য দুর্ম্মতি ম্লেচ্ছগণ তদীয় পবিত্র মন্দিরের ছায়াও স্পর্শ করিতে পারে? কমলাবতী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী—এ বৃদ্ধ বয়সে জীবন্ত স্বর্গ,সে রত্ন ত্যজিয়া দেব ধর্ম্মে প্রয়োজন নাই।" মায়াবিনী রাক্ষসী তোরই সুমন্ত্রণা সার্থক হইল, ক্ষত্রিয়ের আধ্যাত্মিক ধর্ম্মভিত্তি পাপ সংস্পর্শে টলায়মান হইল—আর স্থির থাকিতে পারিল না।

সে সময়ে মস্তকের পশ্চাৎ হইতে দেয়ালের গায় এক থানি উজ্জ্বল ছায়া পড়িল। বাহিরের সূর্য্যকিরণে বিমল দর্পণ ধরিলে যেমন অদূরে জ্বলন্ত জ্যোতি পড়ে, তেমনি একখানা আলোকময়ী ছায়া পড়িল। রাজা

ভাবিলেন, বুঝি সে শয়ন কক্ষে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলিল। পশ্চাতে ফিরিয়া যাহা দেখিলেন, তাহা যেন ঘুমের ঘোরে স্বপ্নময় বলিয়া বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল। বীর হৃদয়ের বিরল কৃত পাপ প্রতিজ্ঞা আরো দৃঢ়ীভূত হইল। দেখিলেন—সে সন্ধ্যার দীপালোক নহে, লাবণ্যভরা রূপের প্রদীপ জ্বলিতেছে। বসন্ত রূপিণী—সুবর্ণ প্রতিমা—কমলাবতী পশ্চাদ্দেশে দাঁড়াইয়া অনিমিষ লোচনে তদীয় মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছেন। সে রূপ রাশি যে পাইয়াছে সে জীবন ত্যজিতে পারে, কিন্তু সেরূপ মুগ্ধ নশ্বর জীবন তাহাকে ত্যাগ করিতে পারেনা।

কমলাবতী ভিমসিংহের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। প্রথমা স্ত্রী তারাবতীর গর্ভে যখন আর সন্তান হওয়ার কোনই সম্ভাবনা রহিল না, তখন মহারাজা, রাজমহিষী তারাবতীর একান্ত আন্তরিক অনুরোধে—বিশেষতঃ পিতৃপুরুষদের জলপিণ্ড লোপ হইল দেখিয়া কুলগুরু ভৈরবাচার্য্যের উপদেশে অনুপমা সুন্দরী পূর্ণকলাবতী—কমলাবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। তারাবতী স্বয়ংই এ বিবাহে ঘটক, সুতরাং সপত্নী জ্ঞানে কমলা দেবীর প্রতি তাঁহার কোন বিদ্বেষ নাই। বরং কনিষ্ঠা ভগ্নীর ন্যায়ই স্নেহের চক্ষে সোহাগ করিতেন। কমলাবতী ও তাঁহাকে জ্যেষ্ঠা ভগ্নী জ্ঞানে ভাল বাসিতেন ও ভক্তি করিতেন। কিন্তু সময়ের স্রোত ফিরিল—আকাশে কুসুম ফুটিল—ঘোর শ্মশানভূমে দেব প্রসাদী প্রফুল্ল প্রসূন বৃষ্টি হইল। সে বিবাহের কিছুকাল পরেই তারাবতী গর্ভবতী হইলেন। কমলার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিল,—তারাদেবীর ভালবাসার সঙ্গে চুপি চুপি বিষম গরল ধারা মিলিত হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, সাধ করিয়া খাল কাটিয়া সুখ সরোবরে কুমীরের বাসা করিয়াছি,—সুবিধা হইলেই সে বাসা ভাঙ্গিতে হইবে। কমলাদেবী ভাবিলেন,—এতদিনে দেবের অনুগ্রহ হইল—মাধবী লতাটী কুসুমিকা হইল—সপত্নীর শুভগর্ভে সুসন্তান হইলে দরিদ্রকে তৎপরিমাণে স্বর্ণ বিতরণ করিবেন। বুদ্ধিমতী কমলাদেবী সে আনন্দে গলিয়া গেলেন। তারাদেবী সুচতুরা ও প্রিয় বাদিনী; তাঁহার বাহ্যিক বিকারে হৃদয়ের গুপ্ত মন্ত্রণা প্রকাশ পাইল না। কমলাদেবী ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিলেন না যে তারাবতীর সুকোমল স্নেহ কাননে বিষ বৃক্ষের বীজ রোপিত হইল।

তারাদেবী স্বপ্নেও জানিতে পারিলেন না যে সে বিষাঙ্কুর সেচনা ভাবে শুকাইয়া যাবে—তাঁহার সুখ জীবনের সঙ্গে সঙ্গে জ্বলন্ত চিতানলে পুড়িয়া ভস্মীভূত হইবে!! যথা সময়ে তারাবতীর গর্ভে সুখতারা সমা প্রভাবতীর জন্ম হইল। কিন্তু বিধাতার লীলায় বৎসরান্তের পূর্ব্বেই সাংঘাতিক রোগ-যাতনায় তারাদেবীর পরমায়ু শেষ হইল। সতী পতিপদ মস্তকে ধারণ করিয়া হাসিতে হাসিতে সশরীরে ইহ সংসার হইতে চিরবিদায় হইলেন। কল্পিত বিষ বীজের অঙ্কুরোদ্গমে তারাদেবীর অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্তির ব্যাঘাত হইল কিনা,—সহৃদয়া পাঠিকাগণই তাহা স্থির ও ধীর ভাবে সিদ্ধান্ত করুন। সে সদ্য প্রসূত কুসুম কলটী কমলাদেবীর মহাযত্নে ও কোমল স্নেহে চন্দ্রকলার ন্যায় দিন দিনই পিতা মাতার নয়নানন্দ দায়িনী হইয়া বাড়িতে লাগিল। কমলাবতী মুহূর্ত্তের জন্যও প্রভাকে সপত্নী তনয়া বলিয়া সন্তান স্নেহের বিরলতা দেখান নাই, সে যত্ন বাহুল্যে প্রভাও বুঝিতে পারেন নাই, তিনি জনম দুঃখিনী মাতৃহীনা।

এখন কমলাবতী সেই দ্বিমুখ পতি প্রেম প্রবাহ একাকিনী একই হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন। পতিপ্রাণা দক্ষ নন্দিনী পতিগৌরব বর্দ্ধন ছলে নব যৌবনে কমনীয় কনক কান্তি পরিত্যাগ করিয়া মহা সাধনার জন্যই পুনরায় নবজীবনে নবীন রূপমাধুরীতে মেনকার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেন। তারাদেবীও যেন পূর্ব্বেই সাধন বলে কমলাবতী রূপে জন্মাইয়া কেবল পতি ভক্তির মূলমন্ত্র শিক্ষা ও তদীয় চরণে একটী অকাল প্রসূত প্রেম পারিজাত প্রদান জন্যই এতদিন ভবলীলা সাঙ্গ করিতে অবসর পান নাই। আজ কাল প্রভাবে সে সাধ মিটিয়াছে!!

কমলাবতী ভীম সিংহের মুখ হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিয়া শয্যা পার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক কহিলেন, "হৃদয়েশ্বর, আজ আপনাকে এত বিষণ্ণ ও উন্মনা দেখিতেছি কেন? ললাটদেশ ভাবনায় কুঞ্চিত—বদনমণ্ডলে যেন কালীমা ছায়া—।"

ভীম—কৈ—না!—অন্যদিন এতক্ষণে আসিয়া তুমি আমার ঘুম ভাঙ্গা-ইতে, আজ করিলে না কেন, তাই ভাবিতে ছিলাম।

কমলাবতী বুঝিলেন,—স্বামী রহস্যের অনুরোধে অতি সাবধানে আত্ম-

গোপন করিতেছেন কিন্তু তাঁহার নিরানন্দ-নয়ন যেন নীরবে হৃদয়ের গুঢ় কথা বলিয়া দিতেছে। তিনি আবার কহিলেন, "প্রাণনাথ, অন্যান্য সময় যখনই আমি ও মুখ পানে চাহিয়া দেখি, তখনই যেন এক অপূর্ব্ব দেব প্রতিভায় আমার নয়ন পরিতৃপ্ত হয়—তখনকার কথিত সামান্য কথাও আমার নিকুট দেব ভাষা বলিয়া প্রতীতি জন্মে,—কিন্তু এখন যেন সে স্বর্গীয় ভাবটুকু নাই; বোধ হইতেছে আপনি যেন ইচ্ছা পূর্ব্বক সত্য গোপন করিতেছেন। নতুবা একথা আমার মনে ধরিতেছেনা কেন?

ভীম—প্রিয়তমে, সে কেবল তোমার অকৃত্রিম পতি ভক্তি ও ভাল বাসারই পরিণাম। ভক্তি যখন ভালবাসার সঙ্গে মিলিত হয়, তখন মিথ্যাকে কখনই সত্যের আবরণে আবৃত রাখা যায় না—সত্য স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। প্রকৃত পক্ষেই আমি আত্ম গোপন করিয়াছি। ত্রিকালাতীত ভগবান সোমনাথের উপর মুসলমানের চক্ষু পড়িয়াছে, অচিরেই বোধ হয় সে পাপ প্রবাহ প্রবলবেগে মন্দিরাঘাত করিবে, সেজন্যই চিত্ত উদ্বিগ্ন—তাহারই কর্ত্তব্যাবধারণ করিতে ছিলাম।

কমলা—ঘোরতর দেবদ্বেষী পাপীষ্ঠ যবন অতুল ধন লালসায় হিন্দুর পবিত্র দেব ধর্ম্ম অতল জলে বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছে, ভগবান ইহার বিচার করিবেন! এতকাল মহা সাধনায় যে সুখের গৃহ বাঁধিয়া ছিলাম, হায়, এতদিনে বুঝি তাহা পাপানলে পুড়িয়া যায়! দেবতাই ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন;—ভাল, যবন নাশের উপায় কি স্থির করিয়াছেন।

এই বলিয়া কমলাবতী একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

ভীম—আমার এ বৃদ্ধ বয়সে অসিকরে যুদ্ধ করা সম্ভবেনা—কিন্তু পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হয়! প্রভা আজ অজিৎ হইলে আমাকে আর সে ভাবনা ভাবিতে হইত না। প্রাণ থাকিতে ও যবনের হস্তে কুল ধর্ম্ম বিক্রয় করিতে পারিবনা। যদি সত্যের বল ও ধর্ম্মের মাহাত্ম থাকে—যদি হিন্দু ধর্ম্ম প্রত্যক্ষের হয়, মুহূর্ত্ত মধ্যেই পাপরাশি আরব সাগরের প্রবল প্রবাহে ভাসিয়া যাইবে।

পাছে যুবতী ভার্য্যা কাপুরুষ মনে করেন, সেই ভয়ে মহারাজা ভীম সিংহ মনের কৃত প্রতিজ্ঞা সাহস করিয়া মুখে ফুটাইতে পারিলেন না।

কমলাবতীর পতিময় সরল হৃদয়ে এবার সে আত্মগোপন ও নিঃসন্দিগ্ধভাবে সত্য বলিয়া প্রতীতি জন্মিল। পাপবৃক্ষে কল্পিত সত্যের নব মুকুলোদ্গমে সে দৃশ্য কি মনোহর! তিনি সন্তুষ্টা হইয়া কহিলেন, "উত্তম সঙ্কল্প।"

তচ্ছ্রবণে ভীম সিংহ বিস্মিত হইলেন, তাঁহার বিশ্বাস ছিল, কমলাবতী নবীনা রূপের প্রতিমা—বৃদ্ধ বয়সে তরুণী ভার্য্যা, যাহাতে সে কোমল প্রাণে কুশাঙ্কুর ও না ফোটে, তদনুরূপ প্রয়াস পাওয়াই কর্ত্তব্য। এখন তিনি সে একটী কথায় বুঝিলেন, কমলাবতী সুধু প্রেম প্রতিমা নহেন, কেবল অসার সুখ বিকারে উন্মত্ত হইয়া মানব জীবনের গুরুতর কর্ত্তব্য ভ্রষ্টা নহেন, রাজ্য চিন্তায়, হিন্দুর পবিত্র দেব ধর্ম্মে—স্বদেশ ও জাতীয় ও স্বাধীনতায় ও বাল হৃদয়ের অনুরাগ অতলস্পর্শী। কমলাবতী ভাবিয়াছিলেন, স্বামীই স্ত্রীর স্বর্গ—একমাত্র উপাস্যদেবতা, চিরকাল কার ভাগ্যে সে দেব প্রসাদ অক্ষয় রহিয়াছে? সে স্বর্গীয় সম্বন্ধ কেবল ইহকালের জন্য নহে, পরকালেও তাহা অচ্ছিন্ন থাকে। দেবতা দেবের ন্যায় কার্য্য করিয়া স্বর্গবাসী হইবেন, এর বাড়া নারীজীবনে আর কি সুখ স্বর্গ সম্ভবে? কিন্তু বলিতে লজ্জা হয়, বৃদ্ধ রাজা তবুও বুঝি সত্যের অনুরোধেই প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইতে পারিলেন না।

ভীমসিংহ পুনরায় কমলাবতীর সেই অকলঙ্ক মুখশশীর প্রতি তীব্র কটাক্ষ বর্ষণ করিয়া কহিলেন, সে ত চিরকুলোচিত প্রথা; শত্রু দমনই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম; কিন্তু কে জানে সে যুদ্ধের পরিণাম কি? ইচ্ছা হয় ইতি মধ্যেই প্রভাকে পাত্রস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হই। বুন্দিরাজ মহা বিক্রান্ত সুপুরুষ; অতুল বিষয় সম্পত্তিতে ক্ষত্ররাজাগ্রগণ্য। প্রভাও আমাদের জীবনসর্ব্বস্ব—বলদেবরাওতে প্রভা দান করিলে ত্রিদিব বাঞ্ছিত বিষ্ণুপদে রক্তকমলের ন্যায় বুন্দিরাজ-লক্ষ্মী সমধিকা শোভাশালিনী হইবেন, সন্দেহ নাই। কমলে, এ সম্বন্ধে তোমার মত কি?

কমলা—প্রভার বিবাহ সম্বন্ধে গুরুতর দায়ীত্ব আমার সঙ্কীর্ণ ও ক্ষীণ ক্ষুদ্র হৃদয়কে সততঃ সশঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। কন্যার ভাবি সুখ দুঃখ চিন্তা করিয়া জননী যত কাতরা হন, তত আর কেহই হইতে পারে না। কিন্তু পোড়া বিধাতা সে নিদারুণ চিন্তানল আমার অন্তরতম প্রদেশে প্রজ্জলিত

করিয়া পুণ্যবতী তারাদেবীকে তৎপূর্ব্বেই এ-সংসার হইতে উঠাইয়া লইয়া সে কর্ত্তব্যভার আরও গুরুতর করিয়াছেন। প্রভা সুশিক্ষিতা ও প্রাপ্ত বয়স্কা, প্রভা স্বীয় কর্ত্তব্য ও ভাবি সুখ দুঃখের পরিণাম চিন্তা করিতে সম্পূর্ণ সক্ষমা। ক্ষত্রিয় কুল-কুন্যারা এ অবস্থাতে সাধারণতঃ স্বয়ম্বরা হইয়া থাকেন। প্রভা স্বয়ম্বরা না হউক, নিতান্তপক্ষে তাহার মতের বিরুদ্ধে কোন প্রকারেই তাহাকে প্রাত্রস্থা করিতে পারিব না। আমাদের কৃতকার্য্যে গ্রহবৈগুণ্যে ঘুণাক্ষরেও প্রভার অকল্যাণ ঘটিলে সে কলঙ্ক আর ঘুচিবার নহে। বুন্দিরাজ আমাদের চিরসুহৃদ, ধন বিক্রমে ও মান সম্ভ্রমে ক্ষত্রিয় সমাজে গণনীয়; সে হেন পাত্রে কন্যাদান করিলে আমাদের পৌরুষ বই নিন্দা নাই কিন্তু প্রভার এ সম্বন্ধে মত হইবে কিনা, সন্দেহ।

তচ্ছ্রবণে রাজা রোষ কষায়িত লোচনে কর্কশ বচনে কহিলেন, এ বৃদ্ধ বয়সে ও কি আবার কন্যার মুখাপেক্ষী হইয়া এ সম্বন্ধে মত দিতে হইবে? নির্ব্বোধ মেয়ে মানুষ চিরকালই সাধু পথে কণ্টক—আপনারা কিছু বোঝে না—পরে বুঝাইলেও বুঝিবে না। তোমরাই যত সর্ব্বনাশের গোড়া, তোমাদের ও মুখ হেরিলে আমরা জীবনের মহাকর্ত্তব্য ও ভুলিয়া যাই।

কমলা। পুরুষই রমণীর স্বর্গ। যে কাপুরুষ তুচ্ছ রমণীর জন্য দেব-কার্য্যে বিমুখ হন, তিনি বুঝিতে পারেন না যে পরোক্ষে হতভাগিনী দুঃখনীললনাদের সর্ব্বনাশ করিয়া স্বর্গের পথ রুদ্ধ করিয়া বসেন। রমণী চিরকালই পুরুষ ভাগ্যোপজীবিনী, তথাপিও সময়ে সময়ে তাহাদের শিক্ষিত ও সুরুচী গঠিত কোমল হৃদয়-বিকশিতা স্বাধীনা প্রবৃত্তির অবরোধ করা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। বেগবান হৃদয় বিনিসৃত প্রবল প্রবাহ রুদ্ধ করিয়া রাখা যায় না, সে জন্য প্রয়াস পাওয়াও বিড়ম্বনা মাত্র। বিশেষতঃ উদ্বা-হাদি বিষয়ে কন্যাপাত্রের অমতে কার্য্য করা আর এ জন্মের মত তাহাদের নবোদগত সুখ-কলিকে বৃন্তচ্যুতপূর্ব্বক পদদলিত করিয়া ফেলা একই কথা। নালকাটিয়া পর্ব্বত প্রবাহ সাগরে মিশাইলে তাহা কত দিন জীবিত থাকিবে? আপনা হইতে যে স্রোত সাগরগামী হইবে, সে মিলন অনন্ত-কালের জন্য। সে দিন প্রভাও সরোজাতে এ বিবাহ বিষয়ে যে কথোপ-কথন হইতেছিল, আমি আড়ালে থাকিয়া সমস্ত শুনিয়াছি, বোধ হয় এ

বিবাহে প্রভার সুখ হইবে না। যেখানে প্রভার সুখের আশা নাই, কোন্ সাহসে অমরা সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব ?

মহারাজা সাঁপুড়ের দণ্ডপৃষ্ট হতগর্ব্ব অভিমানী কালসর্পের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন। একেই তরুণী ভার্য্যার মুখে তাদৃশী তেজস্বিনী দেবভাষা শুনিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে বিষদগ্ধ হইতেছিলেন, তাহাতে আবার প্রস্তাবিত সম্বন্ধে প্রভার মত নাই শুনিয়া সেই প্রজ্জলিত বিষানলে যেন কেহ হবিঃ-কুম্ভ ঢালিয়া দিল। তিনি বিকৃত কণ্ঠে কহিলেন, বুঝিয়াছি কালমুখী মালতীই ওর সর্ব্বনাশ করিবে। আর সেই ভণ্ড তপস্বী ভৈরবানন্দ সাধ করিয়া স্বীয় কন্যার কপাল পোড়াইয়াছে, আবার আমাদের ও সুখের কোল ভাঙ্গিতে বসিয়াছে। ওর শাস্ত্র জ্ঞানে আমার আর ভক্তি নাই— জ্যোতিষে বিশ্বাস নাই! ওর শুভ কামনার পদে পদেই স্বার্থজড়িত রহিয়াছে!! যবনপ্রসাদভোজী কুলধর্ম্ম বিক্রেতা ক্ষত্রিয় কলঙ্ক—অহো পাপাধমের নাম উচ্চারণ করিয়া জিহ্বাগ্র কলুষিত করিব না—ভূপেন্দ্রকে কন্যাদান আমার কণ্ঠে মস্তক থাকিতে হইবে না। প্রভাকে বলিও মালতীর নিকট শিক্ষা ও দেবদীক্ষায় আর আবশ্যক নাই—আজ পর্য্যন্তই শেষ! আর যেন সে সরলা বালিকা কালসর্প হৃদয়ে পুষিয়া বিষানলে দগ্ধ না হয়।

পতিমুখে তাদৃশ অবৈধ ও অসঙ্গত উক্তি শুনিয়া কমলাবতী শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি বুঝিলেন, রাজ্য চিন্তায় ও দেবধর্ম্মের মঙ্গল কামনায় রাজার বুদ্ধিভ্রংশ জন্মিয়াছে, নতুবা চিরকাল যিনি কায়োমন বাক্যে গুরুপূজা করিলেন, আজি তাঁহার মুখে সে দেবনিন্দা কেন? সাধ্বী সতী পতির গুরু নিন্দারূপ মহাপাপ মোচন জন্য সর্ব্ব পাপ হর, বিঘ্ন-বিনাশন, সর্ব্বজ্ঞ শিবশঙ্করের পবিত্র চরণে কাতরে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তিনি আরও ভাবিলেন, রাজার কোপানল প্রশমিত না হইলে অন্য কোন কথাই তাঁহার কর্ণে উঠিবে না। সুতরাং তিনি অনন্যোপায় হইয়া একটীবার রমণীর সেই ব্রহ্মাস্ত্র হাতে লইলেন। বসন্তরূপিনী প্রেম-প্রতিমা সাজিয়া নলীন নয়নে সুস্নিগ্ধ অথচ কোমল কটাক্ষ করিলেন; বৃদ্ধের চিত্তবিকার অমনি ভস্মীভূত হইল। মহারাজা মনে মনে কহিলেন, " অই ফুলরাণি, এতক্ষণ

তোমার এ মোহিনীরূপ কোথায় ছিল ? হৃদয়েশ্বরি, তোমার যে উগ্রচণ্ডী-রূপে আমি ভয় পাই, পায়ে পড়ে মিনতি করি, আমাকে সেরূপ আর দেখাইও না”। প্রলয়ের পর প্রকৃতি গম্ভীররূপ ধারণ করিল ; মেঘভাঙ্গা সূর্য্য কিরণ—সে বৈশাখের নহে—মিঠামিঠা লাগিল। কমলাবতী সেদিন আর প্রভার প্রসঙ্গ করিতে সাহস পাইলেন না।

---

## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মালতীর ক্ষুদ্র রকমের একখানি টোল ছিল; তাহাতে আটটী পোড়া ছিলেন। তাহাদের মধ্যে সাতটী ছাত্রী নিয়মিত উদয়াস্ত পাঠাভ্যাস ও শস্ত্রোলোচনা করিতেন, অন্যটী কখন বা চতুষ্পাঠীতে সমপাঠীদের সহিত যোগ দান করিতেন, কখনও বা মালতী সন্ধ্যার পর রাজপুরে যাইয়া পাঠ দিয়া আসিতেন। এস্থলে বলা বাহুল্য শেষোক্তা ছাত্রী স্বয়ং রাজকুমারী। মালতী ছাত্রীদিগকে কেবল শাস্ত্র শিক্ষা দিয়াই সন্তুষ্টা হন নাই, সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত, শিল্প একটুকু একটুকু শারীরিক শিক্ষাও দিয়াছিলেন। এস্থলে কেউ প্রশ্ন করিতে পারেন, যে মালতী বালবিধবা, কুলকামিনী, চিরকালই শাস্ত্রাধ্যাপনাতেই ব্যস্ত, সে আবার শারীর শিক্ষা দিবে কেমনে ? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি মালতী প্রভাবতীর আশৈশব সুহৃদ—অভিন্ন হৃদয়—প্রাণের প্রাণ। উভয়েই বর্ষীয়সী-রূপসী শ্রেয়সী। কিন্তু আজিও প্রভা অবিবাহিতা—সংসারের সুন্দর কুসুমটী প্রজাপতির নির্ব্বন্ধকাননে অফুট ; আর মালতী—কর্ম্ম দোষে বালবিধবা। মালতী অনেক সময় প্রভার সঙ্গে সৈন্য-রঙ্গ প্রদর্শনী মহোৎসবে বীর পুরুষদের অসি যুদ্ধ ও মল্ল ক্রীড়া দেখিয়াছেন। সুদীর্ঘ গল চাপ্পাধারী পাঞ্জাবী পালোয়ান দলের কুস্তী ও লাঠিয়ালগণের লাঠি লড়াই দেখিয়াছেন। মালতীর একটী বিশেষ গুণ—তিনি একবার যাহা শুনিলেন, তাহাই চিরদিনের মত স্মৃতিপটে অঙ্কিত রহিল। একবার যাহা করিতে দেখিলেন অথবা কেউ করিয়া দেখাইল, সে কর্ম্মে আর দ্বিতীয়বার সাহায্যের প্রয়োজন হইত না।

অপরের কৃতকার্য্যের সমুন্দর সম্যক অণুকরণ একটী তদীয়া প্রাকৃতিক বৈচিত্র! যে অনুপম ও অসাধারণ স্মৃতি ও ধৃতি, দৃষ্টি ও অধ্যবসায় প্রভাবে মালতী সে কাঁচা বয়সেই শাস্ত্রে বিদুষী, সঙ্গীত ও শিল্পে পারদর্শিনী, সে অদ্বিতীয়া দৈব শক্তিই তদীয়া শারীরিক শিক্ষার মূল। সন্ধ্যা সময়ে প্রভার শয়ন কক্ষের অদূরবর্ত্তী রম্য কুসুম বাটিকায় সান্ধ্য সমীরণে পবিত্র পূরবী পঞ্চমে কণ্ঠ মিশাইয়া যখন দুই জনে নব ফুটন্ত তারকা খচিত অনন্ত গগনে সঙ্গীত ছড়াইতেন, প্রফুল্ল যুঁথি মালতীর মালা গাঁথিয়া যেমন একবার ছিঁড়িতেন—আবার গাঁথিতেন—আবার ছিঁড়িয়া পদমূলবাহী আরব সাগরের নর্ত্তনশীল তরঙ্গ দলে ভাসাইয়া রঙ্গ দেখিতেন, তখন কখন বা ছুটাছুটি করিয়া বল পরীক্ষা কখন বা বিশুদ্ধ প্রমোদ ভরে সৈনিক-বৃন্দের মল্ল ক্রীড়ারও অনুকরণ করিতেন। এই প্রকারে মল্ল ক্রীড়া মালতীর বিলক্ষণ অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি টোলে থাকিয়া শাস্ত্র ও যোগ সাধানার সঙ্গে শারীর-সাধনা ও শিক্ষা দিতে লাগিলেন। একদা মালতী দুই খানা শাণিত কৃপাণ করে সেই কুসুম বাটিকায় উপস্থিত হইলেন; প্রভা তখন পর্য্যন্ত ও পুরের বাহির হন নাই। ইত্যবসরে মালতী এক খানা অসি ভাঁজিতে ছিলেন, সহসা প্রভা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে তিনি চমকাইয়া উঠিলেন, এবং কহিলেন, "সখি, একি—কি করিতেছ? অসি ক্রীড়ায় ও কি তোমার বড় আমোদ! কেন সৈনিকবৃত্তি শিখিবে নাকি?

মালতী। ছি সখি, তুমি কি অসি দেখিয়া ভয় পাইলে? ক্ষত্রিয় রমণীরা বীর প্রসবিনী হওয়ার অভিলাষে অমাবস্যার নিশীথকালে বীর পঞ্চমী ব্রতে অসিপূজা করিয়া থাকেন; কত ক্ষত্র সিমন্তিনী রাজ্য রক্ষা, ধর্ম্ম রক্ষা, ততোধিক প্রিয় অমূল্য সতীত্ব রক্ষার জন্য স্বকরে অসি ধারণ করিয়া সমর স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন, সে কথা কি ভুলিয়া গেলে? সে কথায় প্রভার সাহস হইল না। তিনি অসি ধরিতে পারিলেন না। কিন্তু প্রভার ও অসি শিক্ষা সময়ে অসম্পূর্ণ রহিল না।

মালতীর টোলে অধিকাংশই নিরন্নাদুঃখিনীর সন্তান। মালতী তাহা-দিগকে ভরণপোষণও করিতেন। সুতরাং তাহাদের ভৈত্তিক জীবন সর্ব্বতো-

ভাবে মালতীর নিকট বিক্রীত ছিল। মালতীর কথা তাহাদের বেদবাক্য, মালতী অনুজ্ঞা করিলে তাহারা সেই মুহূর্ত্তেই জ্বলন্ত অনলে ঝাঁপ দিতেও কুণ্ঠিত হইত না। দেবদ্বেষী দুরন্ত মুসলমান আসিতেছে শুনিয়া মালতী স্থির করিলেন, রামের সেতু বন্ধন সময়ে সামান্যা বনবিড়ালী ও সাহায্য করিয়াছিল, হিন্দুর পবিত্রদেব সোমনাথ রক্ষার জন্য তিনি স্বয়ং অসি হস্তে যুদ্ধ করিবেন—এবং টোলেও যথাসাধ্য অসি শিক্ষা দিবেন, ভগবান সহায় হইলে এই নারী সৈন্য দ্বারাই সোমনাথের সম্মান রক্ষা পাইবে। এইরূপে হিন্দুর মহা অস্ত্র বিরলে শাণিত হইতে লাগিল।

একদা মালতী শাস্ত্র শিক্ষা সময় ধর্ম্মপ্রসঙ্গছলে ছাত্রীদিগকে কহিয়াছিলেন, "বুঝি আর হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে না—দেবধর্ম্ম রক্ষা পায় না। পাপিষ্ঠ মুসলমান দিন দিনই জয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া সমস্ত দেবমন্দির সমভূমি করিতেছে, তন্মধ্যে প্রতিষ্ঠিতা দেবমূর্ত্তি পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া সজোরে পবিত্র আর্য্যজাতীকে অনার্য্য করিতে প্রয়াস পাইতেছে। দুরাত্মারা সোমনাথ জয়ের জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে, না জানি আমাদের অদৃষ্টে কি আছে"! শিষ্যগণ অমনি সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "দেবি, কি করিলে আমাদের ধর্ম্ম রক্ষা পায়"?

ছাত্রীগণ মালতীকে দেবী সম্বোধন করিত।

দেবী—আজ যদি গুজরাটের বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, একপ্রাণে অসি হস্তে সমরক্ষেত্রে আত্ম সমর্পণ করেন, তবে হয়ত এযাত্রা দেবধর্ম্ম রক্ষা পাইতে পারে। যবনবিলাসী, রমণীর হস্তে অসি দেখিলে হয়ত আত্মবিস্মৃতি জন্মিবে, কাজেই পরাজিত হইবে। আর না হয়, বীরের ন্যায় হাসিতে হাসিতে ধর্ম্মের পদতলে আত্ম বিসর্জ্জন হইবে। দেশেব জন্য—দেব ধর্ম্মের জন্য, জাতীয় স্বাধীনতা—ততোধিক শচীবাঞ্ছিত অমূল্য সতীত্ব নিধির জন্য যে সতীরাণী শত্রুর অসিকেও আলিঙ্গন করিতে কুণ্ঠিভ নহেন, ইহকালে তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ ও পরকালে স্বর্গ প্রাপ্তি হয়।

তাদৃশ সারগর্ভ বাক্যাবলী শুনিয়া স্ত্রী স্বভাব সুলভ স্বর্গ প্রয়াসিনী ছাত্রীগণ শাস্ত্রের গ্রন্থ দূরে বিক্ষেপ করিয়া সেই মুহূর্ত্তেই স[illegible] প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"যে পর্য্যন্ত ভাবতেব প্রান্ত সীমা হইতে যবন মূল উচ্ছিন্ন না

হইবে, সে পর্য্যন্ত আর শাস্ত্রাধ্যয়ন করিব না। আমরা ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিব, দেবি, আমাদিগকে অসি শিক্ষা দিন, আমারা যুদ্ধ করিব—কেবল সংসারমার্জ্জনী হস্তে করিব বলিয়া রমণীর সৃষ্টি হয় নাই—একরে কৃপাণও শোভিবে”।

মালতীর মনস্কাম সিদ্ধ হইল। তিনি বুঝিলেন যে ছাত্রীগণের সে প্রতিজ্ঞার মূল সাগরে বালির বাঁধনয়—অথবা সরোবরে ভাসমান মরাল পদদলিত কমলদল সম ক্ষণভঙ্গুর নহে। সে প্রতিজ্ঞার ভিত্তি অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে দৃঢ় সংপ্রোথিত—অস্থিমজ্জায় বিজড়িত। সে প্রতিজ্ঞা কথার কথা নহে—হৃদয়ের ভাষা; কেবল দেবীর মনস্তুষ্টির জন্য নহে—কার্য্যে পরিণত করিতেও কৃত-সঙ্কল্প। তিনি আরো যাহা প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহাতে বালিকাগণের সে প্রতিজ্ঞা নিশার স্বপ্ন বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। সে সময়ে তাহাদের মুখ হইতে যেন এক অপূর্ব্ব দেব-জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়া কক্ষতল আলোকিত করিল। একটী স্বর্গীয় সুগন্ধি যেন পাঠ মন্দিরে কে ছড়াইয়া দিল, সেই সঙ্গে কে যেন মালতীর কাণে কাণে চুপি চুপি বলিয়া দিল—“বালিকাদের এ পণ প্রমোদ প্রলাপ নহে; এ দেবের মহিমা—উহাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইবে”। মালতী বুঝিলেন, সংসারে ধর্ম্মের ছায়ায়ই জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। সে দিন হইতেই তাঁহার টোলে শাস্ত্র শিক্ষা বন্ধ হইয়া অভিনব শাস্ত্রাধ্যাপনা হইতে চলিল। মালতী যোগিনী ধর্ম্ম-শাস্ত্র শিক্ষার জন্য, সংসারের পাপ তাপ হইতে দূরে থাকিবার জন্য; সে যোগ শিক্ষা নিষ্কাম পরোপকারব্রতোদযাপনে দীক্ষিত হওয়ার জন্য—; সংসারে জীবন যাত্রা ধর্ম্ম সাধন জন্য, কিন্তু যেখানে সে পবিত্র ধর্ম্মের প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা, স্বদেশ স্বজাতীয় প্রেমের মূলে কুঠারা-ঘাতের আশঙ্কা, সেখানে তিনি মহাযোগিনী নহেন; কালভৈরবী বেশে রণচণ্ডী। তাই আজ তিনি মহানন্দে দুর্ব্বল অস্ত্রগুলীকে তলে তলে শাণিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

---

# নবম পরিচ্ছেদ।

---

ভৈরবানন্দের গৃহে প্রবেশাবধিই ভূপেন্দ্রের মনে সন্দেহ জন্মিয়া ছিল, বুঝি সে সুন্দর গৃহে গৃহিণী নাই ; সে সন্দেহ গৃহিণীর কর্ত্তব্যের ত্রুটীতে উপস্থিত হয় নাই অথবা তাদৃশ বিশাল পুরীর গৃহ সজ্জার অভাবেও নহে। কারণ তিনি দেখিলেন, সে সুন্দর গৃহে লক্ষ্মীর ছায়া নাই, প্রফুল্ল-সরোজদলে যেন সরোজবাসিনী নাই। দাস দাসীর কোলাহল নাই, শিশুর অভি- মানের সুমিষ্ট ক্রন্দন ধ্বনি নাই, মনুষ্য বাসের বিশেষ কোন লক্ষণই পরিদৃষ্ট হয়না। ভূপেন্দ্র অজ্ঞাত কুলশীল প্রাপ্ত বয়স্ক যুবক—অতিথি মালতী কুসুমরূপিণী বাসন্তি প্রতিমা—যৌবনের ভরা নদী ; অথচ মালতী ভিন্ন অতিথি সৎকারের জন্য আর কেহই নাই। তাই ভূপেন্দ্রের মনে সন্দেহ হইল বুঝি এ গৃহের গৃহিণী নাই। তাদৃশ সন্দেহের আরো একটী কারণ ছিল। আচার্য্যের ব্রহ্মচারীবেশ, তবুও সে বৃদ্ধ বয়সে ও সংসারের মায়া আছে। গৃহে একমাত্র তনয়া মালতী, বয়সে নবীনা, বেশে যোগিনী। পরিধানে গেরুয়া, নিরাভরণা ও সীমন্তে সিন্দুর বিন্দু নাই। ভূপেন্দ্র সহজেই বুঝিলেন, দারুণ শমন শাসনে মহর্ষির মহাপুরী শ্মশান হইয়াছে। সুখের সংসারে বিষধারা ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

ভূপেন্দ্র আজিও সে গৃহে অতিথি। মালতী মহাযত্নে বিবিধোপচারে অতিথি সৎকার করিতে লাগিলেন। শাস্ত্রালাপে, ধর্ম্মব্যাখ্যা ও কর্ম্ম দীক্ষায় মহাসুখে দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। কালক্রমে দে[ব] মাহাত্মে সে গৃহ তাঁহার আপন হইল। সংসারে 'আপন' 'পর' হওয়া বিচিত্র নহে, কিন্তু 'পর' 'আপন' হওয়া বড়ই বিরল ও দেবতার একান্ত অনুগ্রহ।

একদা মধ্যাহ্ণ তপনের প্রখর কিরণে সমস্ত জগৎ যখন পুড়িতে ছিল, বিহঙ্গমগণ কুলায় বসিয়া সুখ শান্তির ব্যবস্থা করিতে ছিল, কৃষকগণ স্বেদসিক্ত কলেবরে গোচারণের মাঠ হইতে বৃক্ষছায়ায় আসিয়া

সপ্ত-পঞ্চমে তান লয় শূন্য গ্রাম্য গীত তুলিয়া স্বর্গীয় সুখ-স্বপ্নে ক্ষণকালের জন্য সকল কষ্ট ভুলিতে ছিল, সেই সময় কুমার ভূপেন্দ্র আচার্য্যের মুখে ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে ছিলেন ; ভৈরবানন্দ তাঁহাকে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রণীত মহাগ্রন্থ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ পড়িয়া শুনাইতে ছিলেন আর মধ্যে মধ্যে দুই একটী দুরূহ শ্লোকের ব্যাখ্যাও বলিয়া দিতেছিলেন। এক স্থলে আচার্য্য পড়িলেন—শ্রীমধুসূদন উবাচ—"গৃহাণ কবচং শক্র সর্ব্বদুঃখবিনাশনং। পরমৈশ্বর্য্যজনকং সর্ব্বশত্রুবিমর্দ্দনং॥ ব্রহ্মণে চ পুরা দত্তং সংসারে চ জলপ্লুতে। যদ্ধৃত্বা জগতাং শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুতো বিধিঃ॥ বভূবুর্মুনয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুতা যতঃ। যদ্ধৃত্বা কবচং লোকঃ সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ"॥

বৎস, একমাত্র ভগবতীর স্তবিপাঠই সেই সর্ব্ব-বিজয়ী সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রদ মহাকবচ। দীন সেবায় কি মা জগদম্বা ভক্তের প্রতি প্রসন্না হইয়া করুণ কটাক্ষ করিবেন না? আশীর্ব্বাদ করি, মায়ের প্রসাদে তুমিও চিরবিজয়ী হইবে। ভূপেন্দ্র, গুরুজনের শুভ কামনাই সন্তানের সর্ব্ব মঙ্গল।

সে সময়ে মালতী বিষয়ান্তরে ব্যাপৃতা ছিলেন, তিনি সহসা আসিয়া কি এক প্রসঙ্গ তুলিলেন, সকলেই সেই কথায় যোগ দিলেন। আচার্য্যের ধর্ম্মোপদেশ বন্ধ হইল। তিনজনে সে বিষয়ে প্রচুর তর্ক বিতর্ক চলিতে লাগিল। আমরা দূরে থাকিয়া তৃতীয় পুরুষের ন্যায় দুই একটী মাত্র কথা শুনিলাম। দুর্ব্বল হৃদয় বাঙ্গালী প্রাণে সে সমুদ্র-তরঙ্গে ঝাঁপ দিতে সাহস হইল না। কিন্তু যখন সে প্রলয়ের বেগ থামিয়া গেল, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ ছুটিয়া যখন বেলাভূমে বিলীন হইল, তখন বুঝিলাম বিতর্কিত প্রশ্নটী অতি গুরুতর। আমরা সে প্রশ্নটীর উল্লেখ মাত্র করিতেছি, সহৃদয় পাঠক ও ধীরামতি পাঠিকাগণ সে মতের পক্ষপাতী হইলে নিজেরাই তাহার মিমাংসা করিবেন, অন্যথা ভীরুলেখকের সঙ্গেই পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিবেন। এই উনবিংশ শতাব্দির শেষভাগে সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায়, রুচী রোগ বিকারে ও ধর্ম্ম তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের শাস্ত্র ব্যাখ্যা সময়ে আমরা তাদৃশ গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইব না। প্রশ্নটী এইঃ—আত্ম শিক্ষাদ্বারা হৃদয়ের স্বাধীন ভাব যতই পরিস্ফুট হয়, মানসিক সাধু প্রবৃত্তি সকল যতই স্বাধীন তেজে উন্নত পথে অগ্রসর হয়, তিনি পুরুষই হউন আর স্ত্রীই হউন, বলিষ্ঠ

যুবকই হউন আর অবলা যুবতীই হউন, সমাজ সে স্বাধীন ভাব ও সাধু প্রবৃত্তি গুলীকে যতই অকপট ভাবে আলিঙ্গন করিতে শিখিবেন, দেশের ততই মঙ্গল,—সমাজের ততই কল্যাণ'। আমরা যদি বলি, পবিত্র চিরপূজ্য হিন্দুসমাজ! সুশিক্ষিতা বঙ্গমহিলাগণের মানসিক সাধু প্রবৃত্তিকে সীমাবদ্ধ ও ব্যক্তিগত সহজ রক্ষণোপযোগী স্বাধীনতা হরণ করিওনা। তবেই সর্ব্বনাশ! সমাজের নেতা ও কর্তৃপক্ষগণ চিৎকার পূর্ব্বক ঘুমন্ত সমাজকে জাগাইয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিবেন, আমরা স্ত্রী স্বাধীনতা দিতে বসিয়াছি, পৌত্তলিক ধর্ম্ম ভীরু গুরুদেব বলিবেন, আমরা ব্রাহ্ম হইয়াছি। এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী বিজ্ঞ সম্প্রদায় রহস্যছলে ব্যঙ্গোক্তি করিবেন, ইহারা উনবিংশ শতাব্দির নব্য বাঙ্গালীবাবু, সাহেবি চাল চালিতেছেন। তাই পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ও বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই।

"ধান ভানিতে শিবের গান" এর অবতারণা মানবের স্বভাব সিদ্ধ। কাহারও দোষগুণ কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে, তর্কিত বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই বা থাকুক, উক্ত ব্যক্তির মাতৃকুলের মাতুলবংশীয়দের চৌদ্দপুরুষের পিণ্ড দান না করিলে আর নিস্তার নাই! এখানেও সে পদ্ধতির ব্যতিক্রম ঘটিল না। কথিত প্রশ্নের ভস্মাবশেষ হইলে, সীতার স্বয়ম্বর, যমরাজের নিকট পতিপ্রাণা সাবিত্রীর পতি-প্রাণ ভিক্ষা,—তাপস বালা শকুন্তলার মুনিশাপে আত্মবিস্মৃতি, অবশেষ রুক্মিণী হরণ পর্য্যন্ত হইল। এই ত গেল পুরাণ প্রসঙ্গ, তবুও তর্কের বেগ-থামিল না। তৎপরে মালতী সমাজের প্রত্যক্ষীভূত কথকগুলি চিত্রাঙ্কিত করিয়া অবশেষে একটী ভবিষ্যকাণ্ডের যবনিকা উত্তোলন করিলেন। তিনি কহিলেন, "আমাদের মহারাজও নাকি রাজকুমারী প্রভার অনভিমতেই বুন্দিরাজের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ সুস্থির করিতেছেন। আমি যতদূর জানিতে পারিয়াছি, যদি মহারাজ একান্তই বিরত না থাকেন, তবে এ বিবাহে প্রভার অণুমাত্রও মঙ্গলের আশা নাই"!

প্রভার নাম শুনিয়া ভূপেন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন। পূর্ব্বদৃষ্ট কোন অদ্ভুৎ স্বপ্নকাহিনী যেন তাঁহার লুপ্ত স্মৃতিতে জাগিয়া উঠিল। সে অসামান্য রূপের প্রভায় এখনও যেন তাঁহার নয়ন ঝলসিয়া যাইতে লাগিল। কুমার

মনে মনে কহিলেন, "বুন্দিরাজই পুণ্যবান যদি এ হেন রত্ন হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন।

ভৈরবানন্দ কহিলেন, "প্রভা বালিকা, আজও আপনার ভালমন্দ বুঝিতে পারে নাই। এ বয়সে সাধারণতঃ প্রায় সকলেরই একটী দুশ্চিকিৎস্য রোগ জন্মে—সেটী রূপের মোহ। যদি প্রভারও সে রোগ ধরিয়া থাকে, তবে সর্ব্বাগ্রে তাহারই চিকিৎসা হওয়া বিধেয়। বাহ্যিক রূপরাশি হইতে আপাত ঔজ্জ্বল্য ফেলিয়া অন্তস্তল নিহিত মহামূল্য মাধুরী গ্রহণই প্রকৃত গুণের পরীক্ষা।

মালতী। প্রভার সুমার্জ্জিত ও সুশিক্ষিত হৃদয়ে রূপের মোহ জন্মে নাই—সে সদ্‌গুণেরই পক্ষপাতী।

ভৈরবা। সে প্রজাপতিরই শুভ নির্ব্বন্ধ। ভবানী করুন, প্রভার মনোভিষ্ট সিদ্ধ হউক্। সংসারভাণ্ডে সত্য, তপঃ ও শৌচাচারই সাধু হৃদয়ের একমাত্র অবলম্বন।

ভূপেন্দ্রের মুখমণ্ডলে এতক্ষণ এক অপূর্ব্বভাব বিকাশ পাইতেছিল। ত্রিদিব বাঞ্ছিত সে উজ্জ্বল কান্তিতে এক আধবার কি একটুকু ছায়া পড়িতেছিল—যেন কিছু ভাবিতেছিলেন; তখনি আবার যেমন কোনও দুষ্ক্রিয়াসক্ত গুরুজন কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হওয়ার আশঙ্কায় পঙ্কিল হৃদয়কে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া আপনাকে নীরিহ প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকে, সেইরূপ উন্মনস্কভাবে তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিতেছিলেন। কিন্তু মালতীর চতুর দৃষ্টিতে সে দৃশ্য ধরা পড়িল। বেগবান হৃদয়ের বিমুক্ত স্রোত অজ্ঞাতে নিভৃত গিরি কন্দর হইতে স্খলিত হইল। একবার যেন অতর্কিত ও অজ্ঞাতভাবে তাঁহার রসনাগ্র হইতে অনুচ্চরবে উচ্চারিত হইল,—"প্রভা"। অমনি মালতী সে কথার মূল ধরিলেন—কুমারের শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন তিনি তাঁহার অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া মূলসূত্রের মূল ব্যাখা বাহির করিয়া লইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কুমার, প্রভা কি ?"

কুমার কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন, কিন্তু প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব তাঁহাকে কিয়ৎপরিমাণে লজ্জার হস্ত হইতে রক্ষা করিল। ভূপেন্দ্র ঈষদ হাসিয়া

কহিলেন, "না, ভাবিতেছিলাম, গুরুদেবের মুখে শুনিয়াছি, প্রভা বিদ্যা বুদ্ধিতে মূর্ত্তিমতি সরস্বতী—গুণে লক্ষ্মী, তবে আর তাঁহার রূপের মোহ জন্মিবার সম্ভাবনা কি? আর বুন্দিরাজ ও ঐশ্বর্য্যে ও কুলগর্ব্বে রাজস্থানে মাননীয়। মহারাজ বলদেবরাও ও সত্যনিষ্ঠ, ধার্ম্মিক, বীর ও সুপুরুষ—তবে এহেন পাত্রে রাজকুমারীর অমত কেন?

মালতীও হাসিয়া কহিলেন—"কুমার, সে মনের দোষ—নয়নের কথায় মন ভুলিল না। কুমার, অপানার বিয়ে হয়েছে?"

হিন্দুর প্রকৃতি—গুরুজন সম্মুখে বিবাহের কথা কহিতে বড় লজ্জা হয় ও বাঁধ বাঁধ ঠেকে। পুরুষ যতই স্বাধীনভাবের সুশিক্ষিত ও উন্নতমনা হউন্ না কেন, তবুও ধর্ম্ম প্রকৃতির স্বভাব সুলভ সে শঙ্কোচ দূরীভূত হয় না। ভূপেন্দ্র সেই বিকারে জড়সড়ভাবে অর্দ্ধস্ফুট বচনে কহিলেন,-'না'-। মালতী উৎফুল্ললোচনে পিতৃপানে চাহিয়া কহিলেন, "পিতঃ, মথুরার সঙ্গে কি গুজরাটের আদান প্রদান চলিতে পারে না"? ভৈরবাবাচার্য্য এত দিন এ কথাটী শুনিবার সুযোগই অপেক্ষা করিতেছিলেন। আজ তাঁহার মনে যেন স্বপ্ন দৃষ্টা আশালতা মুকুলিতা হইয়া জাগিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন,—"সকলই ভগবানের হাত—কিন্তু, শাস্ত্রগত কি কুলগত কোন নিষেধ নাই"।

মালতী। প্রভার সঙ্গে কুমারের বিবাহ হইলে বিষ্ণুপদে যেন লক্ষ্মীর শোভা হয়। রাজকুমারী আমার প্রিয়তমা বাল্যসখী, কুমার ও সোদর প্রতিম সুখ সুহৃদ। যেমনি রাম তেমনি সীতা।

ভৈরবা। ব্রহ্মপুত্রের সহিত ভাগিরথীর চির সংযোগ পবিত্র হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত তীর্থক্ষেত্র, সে শোভা দেখিতে কার না সাধ? শাস্ত্রেও আছে—"যদ্ যেন যুজ্যতে লোকে বুধস্তত্তেন যোজয়েৎ"।

ভূপেন্দ্র এবার বিশেষ জব্দ হইলেন। তিনি লজ্জায় মস্তকাবনত করিয়া মালতীকে তাদৃশীভাবে প্রতিশোধ দিবার মানসে কহিলেন, গুরুদেব, মালতীর বিয়ের কি করিলেন?

সে কথায় ভৈরবানন্দের ভাবান্তর উপস্থিত হইল, মধ্যাহ্নের পরিষ্কার আকাশে যেন একখানা কালোমেঘের ছায়া পড়িল। তাঁহার চক্ষু জল-

ভারাক্রান্ত হইয়া আসিল। চক্ষের কোণে অজ্ঞাতে কএক ফোটা জল ও ঝুলিয়া পড়িল। কেহই তাহা দেখিতে পাইল না। মালতী হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, "কুমার, আমি যোগিনী,—আমি বালবিধবা—ব্রহ্মচর্য্যাই আমার মহাব্রত"।

নিঃশব্দে অসম্ভাবী বজ্রপাতে ভূপেন্দ্রের হৃদয় যেন দ্বিধা বিভক্ত হইল। আর তাঁহার মুখে বাক্য ফুটিল না। মনে মনে শতবার প্রকৃতি পুরুষকে দোষিতে লাগিলেন। সুগন্ধি কুসুমে কীট যাঁহার সৃষ্টি, অবলার বাল্য বৈধব্য তাঁহারই নিয়মাধীন। আরও ভাবিলেন, মালতী যথার্থই যোগিনী। এ বয়সে যাঁহার সংসারে অনুরাগ নাই, ভোগ বিলাসে বাসনা নাই, অথচ যিনি শাস্ত্রে বিদুষী, সঙ্গীতে পারদর্শিনী, ভাষার ওজস্বীতায় মহাবাগ্মী, সুশীলা বালিকার ন্যায় কোমলতা ও সরলতাই যাঁহার প্রকৃতি, রূপসী যোড়শী হইয়াও যিনি কমনীয়া কুসুম কলিকা, শাপভ্রষ্টা দেবীবেশে মানবী, পোড়া বিধাতা তাহার অদৃষ্টে এহেন কঠোর বিধি কেন ব্যবস্থা করিলেন ?

মালতী আবারও কহিলেন, 'কুমার, প্রভার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিব, তুমি আমাদেরই'।

"তুমি" সম্ভাষণ—স্নেহের ধর্ম্ম। স্নেহ প্রবণ হৃদয়া মালতী এই দুই দিনেই কুমারকে অপর বলিয়া ভাবিতে কুণ্ঠিতা হইলেন। আপনি শব্দটী যেন ভালবাসার স্রোতে প্রস্তর রাশি ঢালিয়া দেয়, আপনাকেও পর করিয়া তোলে। তাই মালতী কহিলেন,"কুমার, ভূপেন্দ্র. তুমি আমাদেরই।"

ভূপেন্দ্রের মুখের উপর যেন একবার বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। তিনি কহিলেন, "মালতী আজও কি তোমার বাল স্বভাব দূর হইল না"? ভূপেন্দ্র মুখে বলিলেন-এক,-কিন্তু অন্তরে খোদিত—আর। অন্তর কহিতেছে. মালতী তুমি আমার হৃদয়ের লেখা দেখিলে কিরূপে

আর ভূপেন্দ্র—তুমিও ভ্রান্ত! মালতী দেবত্ব মাখান বালিকা জন্মাইয়াছে. আজীবন সে দেবত্ব তাঁহার সে বাল-মাধুরীরই পরিচয় দিবে। সত্য ও শান্তির আবার বাল্যবার্দ্ধক্য কি ?

মালতী সে ছল বুঝিলেন। দ্বাবিংশবর্ষীয়া নবীনা যোগিনী তরুণারুণাভ

প্রকৃতির ছায়া দেখিয়াই সংসারের লীলা বুঝিতে পারিলেন। তিনি কুমারের মুখে সেই অজ্ঞাতোচ্চারিত 'প্রভা' শব্দ শুনিয়াই নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, রূপের মোহে কুমারেরও আত্মবিস্মৃতি জন্মিয়াছে। এতক্ষণ অনুসন্ধান করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে বুঝিলেন, এ বিস্মৃতি জলের রেখা নহে, বাঁধিলেই বাঁধা যাইতে পারে—ডুবিবার নয়। সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ সংসারাভিজ্ঞ বয়োবৃদ্ধ কুমারের সকল কথাই সরল মনে বুঝিয়াছেন, কিন্তু মালতীর তীক্ষ্ণদৃষ্টি একবার উঁকি মারিয়া তাঁহার অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিয়া লইয়াছে। হে সংসারাভিজ্ঞ, আজি তোমারও জ্ঞানচক্ষু বালিকার নিকট ক্ষীণ প্রভ হইল!

---

# দশম পরিচ্ছেদ।

একদিন আকাশে রক্ত সন্ধ্যা আসিল। সাগরবক্ষ রক্তময় হইল। সকলেই সে অশুভ সূচক চিহ্ন মনে করিয়া ভাবি বিপদের কল্পনা করিতে লাগিলেন। ঘরে ঘরে মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি উঠিল। সোমনাথ মন্দিরে আরতী হইতে ছিল, সহসা তাহা থামিয়া গেল। ব্রাহ্মণগণ কেহ স্তোত্র, কেহ সাম, কেহ বা ঋক্ বেদ পাঠ আরম্ভ করিলেন। চতুর্দ্দিকে বিবিধ প্রকারের মঙ্গল-ময় অনুষ্ঠানাদি চলিতে লাগিল। প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা কুস্বপ্ন দেখিয়া যেন শিহরিয়া উঠিল। বর্ষীয়সীরা, যাঁহাদের পুত্রকন্যা অথবা তৎসম স্নেহের ধন বিদেশে, এবারকার মত পূর্ণায়তনে সোমনাথের ভোগ মানস করিলেন। দেবভক্ত ধর্ম্মভীরু সম্প্রদায় অন্যবিধ প্রমাদ গনিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, এবার যবন যুদ্ধে সোমনাথের অধঃপতন ধ্রুব নিশ্চয়!

সে হেন সময়ে অন্তঃপুর কুসুমবাটিকার একটী স্ফটিক স্তম্ভোপরি বসিয়া কোমল কণ্ঠে দুইটী কামিনী ভগবতীর স্তোত্র গান করিতে ছিলেন। সান্ধ্যসমীরণে মিশিয়া সে মধুর-কণ্ঠ অনন্ত শূন্য ভেদ করিয়া অনন্ত আকাশে অনন্ত মহিমা ঘুষিতে ছিল। সে সঙ্গীত লহরী পঞ্চমে উঠিতে উঠিতে

সহসা থামিয়া গেল। রমণীদ্বয় সহসা সম্মুখে সন্ধ্যাবিহারিণী বনদেবীর সুবর্ণ প্রতিমা দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। গান আর ফুটিলনা। আগন্তুক তেমনি বীণা বিনিন্দিত মধুর নিক্কণে কহিলেন, "ভগবতীর স্তোত্র গাইতে ছিলে, থামিলে কেন" ? বলা বাহুল্য যে আগন্তুকা মালতী ও রমণীদ্বয় রাজ-কুমারী প্রভা ও তদীয়া সহচরী সরোজা।

সরোজা—দেবি, আমাদের ভয় হইয়াছিল, বুঝি তাদৃশ কঠোর রবে বনাধিষ্ঠাত্রী মহাদেবীর শান্তি ভঙ্গ হইয়াছে, তাই তিনি তিরস্কার করিতে আসিয়াছেন।

মালতী—কোন অবস্থায়ই দেবব্রত অসম্পূর্ণ রাখা উচিত নহে। দুর্ব্বল মানব হৃদয়ের একাগ্রতা ও বিঘ্ন বিপত্তিতে সহিষ্ণুতার বিরলতাই আমাদের সর্ব্বপ্রকার সর্ব্বনাশের মূল। বিশেষতঃ ভক্তের কণ্ঠে ভগবানের প্রার্থনা, যতই কর্কশ হউক না কেন, ভক্তি-ভাবন তাহাতেই পরিতুষ্ট। যে হৃদয়ে ভক্তি আছে, আর সে ভক্তিতে যদি সত্য ও শান্তির ছায়া জড়িত থাকে, তবে ভক্তের সে কণ্ঠ জগতে অভূত শ্রুত অমৃতের খনি—পবিত্রতাময় প্রেম প্রবাহ ! !

প্রভা—মালতি, তোমার শিক্ষাই সার্থক! আমাদের শিক্ষা দীক্ষা গৌরবের ভাণ—সাধুতার আবরণ মাত্র! প্রেমিক হৃদয়ে তাদৃশ প্রেমের উৎস আর ভক্তির প্রবাহ যুগপৎ ছুটিয়া দেবোদ্দেশী না হইলে এ সংসারে প্রকৃত যোগ শিক্ষা ও মুহা সাধনা হয় না।

মালতী—প্রভা, মানবহৃদয় সাগরবক্ষে বন্ধন মুক্তা পরিত্যক্তা তরণী ; যে দিকে চালাও সে দিকেই চলিবে ; আর হাল ছাড়িয়া দাও, প্রতিকূল বেগভরে ভাসিতে ভাসিতে দিগন্ত গামিনী হইবে। মনকে দেবব্রতে বিনিয়োগ করিলে সহজেই ভক্তিতে নত, জগৎ প্রেমে উন্মত্ত, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে যোগ-জীবনে আসক্ত ও সংসারে সর্ব্বত্যাগী হইয়া নিষ্কাম ধর্ম্ম-পথেই অগ্রসর হইবে। আর আত্মশাসনে সমর্থ না হও, সাগর প্রবাহ হইতেও ভীষণতর আবর্ত্ত মাঝে ডুবু ডুবু হইয়া ভাসিতে থাকিবে, অথবা একেবারে গভীর পাপ গহ্বরে ডুবিয়া যাইবে। পাপের ভরা একবার নিমগ্ন হইলে শত পুণ্যরজ্জু বাধিয়া ও তাহা ভাসাইতে পারিবে না।

রমণী-দ্বয় সেই কণ্ঠ শুনিতে শুনিতে অনিমিক লোচনে আগন্তুকার মুখে প্রতি চাহিয়া রহিলেন। যাহা দেখিতে ছিলেন, তাহা যেন নশ্বর মানব মূর্ত্তিতে সম্ভবেনা। এক অপূর্ব্ব সুরপ্রতিভা যেন তদীয় বদন মণ্ডলে শোভিতে ছিল এবং সেই সমুজ্জ্বল আলোক রাশিতে যেন ততোধিক জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত ছিল—"মানবরূপিণী শান্তিদেবী"। তাঁহাদের আর বাক্যস্ফুরণ হইল না। মালতী কহিলেন, এস তবে গাই,—"দেহিমে পদ মুদারং"। তখন সদ্য প্রফুল্ল প্রসূন শোভিত সেই কুসুম বাটিকা প্রতিধ্বনিত ও অনন্ত সাগরের বিশাল নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সেই তিনটী কামিনী কণ্ঠে মধুর সঙ্গীত উঠিল :—

"দেহি মে পদমুদারং।
সর্ব্ব-শক্তি মহা দাত্রি, জগন্ময়ি জগদ্ধাত্রি,
ত্বংহি মোক্ষ প্রাপন মন্ত্রং॥
ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ভক্তি, নিষ্ঠা, জগতি ত্বংহি প্রতিষ্ঠা,
ত্বমপি ভব-বারিধি-রত্নং॥"

সে প্রেম মাখা সুর সঙ্গীতে ভক্তের হৃদয়ে ভক্তির উৎস ছুটিয়া গেল। মালতীর চক্ষে জল আসিল। অন্যের অগোচরে মরমের অশ্রু নীরবে নয়নেই লয় পাইল।

গীতাবসানে মূকীভূত বীণার ন্যায় সে তিনটী দেব প্রতিমাও নীরব হইলেন। সে বিনোদ বিতান ক্ষণকালের জন্য নিস্তব্ধে ডুবিয়া গেল। কিছুকাল পরে সরোজা ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া মালতীকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "ঠাকুরাণী হয়ত এতক্ষণ আমাদিগকে খুঁজিতেছেন, আপনারা শাস্ত্রালাপ করুন্, আমি ততক্ষণ যাইয়া সম্বাদ দি"। মালতী আশীর্ব্বাদ করিলেন, সরোজা চলিয়া গেল। এখন গুরুশিষ্যে বিবিধ প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তর চলিতে লাগিল। একবার প্রভাবতী প্রশ্নকর্ত্রী মালতী, উত্তর দাত্রী; কখন বা মালতী প্রশ্নকর্ত্রী, প্রভা উত্তরদাত্রী। প্রথমে রাজকুমারী প্রশ্ন করিলেন—"দেবি, আজ গুজরাটাকাশে রক্ত সন্ধ্যা আসিল কেন"?

মালতী। সখি, সে দেবের ইচ্ছা। রক্তসন্ধ্যায় তত ভয়ের কোন

কারণ ছিল না, কারণ উহা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে; কিন্তু রক্তবৃষ্টি সম্বন্ধে শাস্ত্রে বড় ভীষণ ফলের উল্লেখ আছে। বর্ণিত আছে যে, যে প্রদেশে রক্ত-বৃষ্টি হয়, হয় ত সে স্থানের শোণিত শুষ্ক হইবে, অথবা শোণিতপ্রবাহে সে প্রদেশ ভাসিয়া যাইবে; অর্থাৎ সে ভূমি হয়ত ঘোর অন্নকৃচ্ছে অথবা মহা-মারীতে মহাশ্মশানরূপে পরিণত হইবে, আর না হয় রাজ্যবিপ্লব কিম্বা সমরানল প্রজ্জলিত হইয়া নরশোণিতে সে দেশ সুরঞ্জিত হইবে।

মালতী ইচ্ছাপূর্ব্বক রাজ্যবিপ্লবের পর 'অরাজক' শব্দটীর আলোপ করি-লেন। কারণ সে কথায় রাজকুমারী প্রভার হৃদয় ফাটিয়া যাইবে। কুসুম-কোমল স্নেহপ্রবীণ হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিবে। প্রভা কিন্তু তাহা বুঝিলেন না।

প্রভা—আমারও তাই ভয়, না জানি ভাবি যবনযুদ্ধে গুজরাটের অদৃষ্টে কি আছে? মাতৃমুখে শুনিলাম, পিতৃদেব সমরায়োজনের জন্য মন্ত্রীকে আদেশ করিয়াছেন, এ বৃদ্ধবয়সেও স্বয়ংই মুক্ত কৃপাণকরে সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প।

মালতী—সে ক্ষত্রিয়কুলোচিত বীরধর্ম্ম। ক্ষত্রিয় দেবধর্ম্ম, স্বদেশ ও স্বাধীনতার জন্য আত্মসমর্পণ করিবে, তথাপিও পরপ্রসাদ ভিক্ষা করিয়া আত্মরক্ষা করিতে অথবা স্বার্থসাধনে তৎপর হইবে না। ভাল, যুদ্ধের আয়োজন কিরূপ হইতেছে?

প্রভা—শুনিয়াছি সোমনাথের সাহায্যে রাজস্থানেব অনেক বীরগর্ব্বই অস্ত্রধারণে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

মালতী—মা সর্ব্বমঙ্গলা তাঁহাদের মনোরথ সিদ্ধি করুন্। সখি, আরও নাকি কি উৎসবের আয়োজন হইতেছে?

মালতীর এককণ্ঠ কিছু রহস্যব্যঞ্জক, কিন্তু প্রকৃতি গম্ভীর।

প্রভা—দেবি, সেকি রহস্য?

মালতী—কেন ভাই তুমি বিয়ে করিবে, আমরা দেখিয়া সুখী হইব। এ ফুটন্ত সুন্দর সুগন্ধি কুসুমটী দেবসেবায় লাগিবে, এর বাড়া সুখ ও সৌ-ভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে?

প্রভা দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে কহিলেন, ভগিনি, সে নিশার স্বপ্ন; যদি

দেবতা প্রসন্ন হয়েন, এ ফুল ফুটিয়া তাঁহারই চরণতলে ঝরিয়া পড়িবে, নতুবা সে ফুল এখনও ফোটে নাই—আর ফুটিবেও না।

মালতী পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন, এ সম্বন্ধে প্রভার অণুমাত্রও সম্মতি নাই, তত্রাচ কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—"প্রভা, তবে কি বুন্দিরাজ তোমার যোগ্য পাত্র নহেন ?

প্রভা—তা কেন হবে ? তিনি হয় ত আমার পক্ষে স্বর্গাদপি গরীয়ান্, কিন্তু আমি তাঁহার পদনখেরও তুল্য নই ! স্বর্গের নন্দনকুসুমে কি নরকের পাপ-কীটের সমাবেশ সম্ভবে ?

মালতী—সাবধান, দেখিও সময়ধর্ম্মে অন্ধ হইয়া বাল-চাপল্য বশতঃ অয়স্কান্ত ভ্রমে উপলখণ্ডে মন প্রাণ সঁপিও না।

প্রভা—সখি, সে নিয়তি-নির্ব্বন্ধ ! পোড়া ভাগ্যে যদি তাই থাকে, তবে অয়স্কান্তে দুরাশা করিলেই বা পাইব কেন ? এ কথা আর কেহই জানে না, আজ তুমি জানিলে, আর সে দিন সরোজাকে বলিয়াছি। মনের পাপ গোপন করা স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা। সময় বিশেষে অবস্থার প্রকৃতি ভেদে মনোভাব গোপন আবশ্যক হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সব বিষয়ে সে সূত্রাবলম্বন করিয়া চলিলে ধর্ম্ম রক্ষা পায় না—মনের নিকটও অবিশ্বাসী হইতে হয়। আবশ্যক হইলে মহারাজের নিকটও মুক্তকণ্ঠে বলিব, এ বিবাহ অপেক্ষা চিরকৌমার্য্যাবলম্বনই বরং শ্রেয়ঃ।

মালতী—কাহারো স্বাধীনা প্রবৃত্তিকে কোন অবস্থায়ই প্রতিরুদ্ধ কিম্বা সীমাবদ্ধ করা যুক্তিসঙ্গত নহে; কিন্তু কেহ কেহ আবার বিষমভ্রমে পতিত হইয়া পয়োমুখ বিষকুম্ভকেও সুধাভাণ্ড জ্ঞানে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়া থাকেন। অজ্ঞাত কুলশীলের সঙ্গে বিবাহ হওয়াও যেমন অকল্যাণকর, আবার অমিত তেজঃপুঞ্জকান্তি অপরিচিত পুরুষকে দেখিয়া প্রথম দৃষ্টিতেই তাহাতে আত্মসমর্পণ করা ও প্রাপ্ত বয়স্কা যুবতীগণের পক্ষে কম অনিষ্টজনক নহে। যৌবন অতি বিষম কাল। এ সময়ে স্বভাবতঃই একটা রূপের মোহ জন্মিয়া থাকে। যাহারা সে মোহে মজিয়াছেন, তাহারাই সাধ করিয়া স্বহস্তে ভবিষ্যসুখশান্তির কোল ভাঙ্গিয়াছেন। তাই বলি, স্বাধীনা প্রবৃত্তি স্বাধীনভাবে সাধুপথ আশ্রয় করিলেই সর্ব্বমঙ্গল।

প্রভা—যাহার হৃদয় এত দুর্ব্বল যে নয়নের উপরও আধিপত্য নাই, তাহাকে রূপের মোহে মিছার রূপ লইয়া সন্তুষ্ট হইতে দেওয়াই কর্ত্তব্য। কিন্তু পুনঃ পুনঃ ভ্রম প্রদর্শন করিয়া সে মোহ ভাঙ্গিবার প্রয়াস পাওয়া একান্ত আবশ্যক। আর যাঁহাকে দেখিলে মন অজ্ঞাতভাবে হৃদয়রাজ্যে সিংহাসন পাতিয়া দেয়, তাঁহার রূপ থাকুক, আর নাই বা থাকুক, নয়ন যাঁহাকে প্রেমের প্রতিমা জ্ঞানে তাঁহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে পর্য্যন্ত দেখিয়া লয় এবং সরলভাবে আপন হৃদয়ও যাঁহাকে খুলিয়া দেখায়, শরীর আপনা হইতেই যাঁহার চরণপ্রান্তে নতিয়া পড়ে, তুমি কি বলিবে, সেটী প্রণয়ীর রূপের মোহ? আমি বলিব, এই বিধাতার নিরূপিত মনের মানুষ—প্রজাপতির বিহিত নির্ব্বন্ধপুরুষ। তাহা না হইলে আপন প্রাণ, আপন ধন, আপন ইচ্ছায় পরের পদে বিকাইয়া আপনার পর হইবে কেন? নতুবা এতদূরে বসিয়া নিশাকৃশা কমলিনী উষার অরুণ হাসি দেখিয়া হৃদয় খুলিয়া দিতেছে কেন?

মালতী—বুঝিলাম তুমি জহরী, রত্নভাণ্ডার ছেঁচিয়া খাঁটী মাণিকটী চিনিয়াছ, কিন্তু এ সময়ে সে মহাসংস্কারে উন্মত্ত হইলে আর রক্ষা নাই! দেবধর্ম্ম অতলে ডুবিবে। মুসলমান জলবুদ্‌বুদ্ নহে-অনন্ত সাগরবক্ষে অসংখ্য তরঙ্গমালা। বিশেষতঃ বুন্দিরাজ যদি বিপক্ষতাচরণ করেন, তবে গুজরাটের আশা অতি বিরল। আত্মবিচ্ছেদে কুরুপাণ্ডবের কি দুর্দ্দশাই না ঘটিল!!

প্রভা—সে প্রস্তাব একপ্রকার চাপা পড়িয়াছে, বোধ হয় যুদ্ধের পূর্ব্বে আর উঠিবে না। কেন সখি, বীরশ্রেষ্ঠ মথুররাজ কুমার যখন যবনদ্বেষী হইয়া রঙ্গস্থলে সর্ব্বপ্রধান সৈনিকাধিনায়কের পদে বরিত হইয়াছেন, দিক্‌-পাল বৈরী হইলেও বোধ হয় মুসলমানের ধ্বংস নিশ্চয়! পতঙ্গের নব পক্ষোদ্গমই আশুপুড়িয়া মরিবার পূর্ব্বলক্ষণ।

মালতী—ভগবান্ করুন, সুকুমারীর সুকোমল হৃদয়ের এ শিববাসনা যেন পূর্ণ হয়! সখি! আবার সে রাজপুত্রকে দেখিবে কি?

প্রভা কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন,"কেন তিনি আমার কে? সে দিন সহসা টোলে যাইয়া উপস্থিত হওয়া তাঁহার ন্যায় যুবাপুরুষের উচিত হয় নাই"।

মালতী—তিনি আমার কে? আমরা সর্ব্বদা তাঁহাকে দেখিতেছি কেন?

প্রভা—সে ভাই তোমাদের হৃদয়ের ভালবাসা; যোগিনী বেশে সবই শোভা পায়!

মালতী—তবে তাঁহাকে আমি বলিব—সে দিন সহসা তাঁহার টোলে যাওয়া সুপণ্ডিতের কাজ হয় নাই। আরো বলিব—যোগিনীর ভালবাসায় না জানি শেষ বা যোগাশ্রমই আশ্রয় করিতে হয়।

প্রভা—ছি ছি,—আমি কি তাই বলিয়াছি? তুমি কি ভাই রাগ করিলে?

মালতী বুঝিলেন, ভূপেন্দ্রের কথায় প্রভার মন অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। ভালবাসার বস্তুর পুনঃ পুনঃ উল্লেখ অথবা ঘন ঘন প্রশংসাবাদে প্রেমিকের মনে যথেষ্ট সুখানুভব হয় এবং কর্ণ কেবল সেই কথাই শুনিতে চাহে। সেটী জীব সংসারের বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম। কিন্তু যেখানে আত্মগোপনেচ্ছা প্রবলা অথচ সে কথার প্রসঙ্গ ছাড়িতে ও কষ্ট, সেখানে মনের এক বিচিত্র গতি—অঙ্গ প্রত্যঙ্গের এক অদ্ভুত বিকাশ! মনে মুখে এক বিকট দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। প্রভারও সেই বিপত্তি। মালতী দেখিলেন, রহস্য অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছে, এখন ফিরাইয়া লওয়াই কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়া কহিলেন, " সখি, তুমি মুখে বলিতেছ "তিনি তোমার কে" কিন্তু তোমার নয়ন তোমার অজ্ঞাতে ইতস্তত কেবল সে রূপের ছায়াই খুঁজিতেছে, আর দেখা না পাইয়া যেন এক একবার চমকিয়া উঠিতেছে। তোমার নয়ন চুপে চুপে আমাকে বলিতেছে—'একবার দেখা পাইলেই বাঁচি'।

প্রভা তেমনি কপট ক্রোধ ভরে কহিলেন,—"এ তোমার মন গড়া কথা"।

মালতী—তবে সে দিন দেব মন্দিরে তোমার কর্ণফুল খসিয়া পড়িল, তুমি জানিতে পারিলে না কেন? সে দিন রঙ্গভূমে কুমারের হস্তে অসি দেখিয়া শিহরিয়াছিলে কেন?

প্রভা—বুঝিয়াছি—তুমি অন্তর্য্যামী; মানবীবেশে দেবী—ভূপেন্দ্র এ হৃদয়ের উপাস্য দেবতা।

মালতী ভাবিলেন, মহাপ্রলয়ে তরীভাসিয়াছে, এখন রক্ষা পাইলে হয়।

# একাদশ পরিচ্ছেদ।

আজ সৈনিক রঙ্গ প্রদর্শনী মহাদরবার। মহারাজা ভীম সিংহ সভাসীন। দলে দলে সৈনিক দল যথাস্থানে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক রাজাজ্ঞার অপেক্ষা করিতেছে। সৈন্যাধ্যক্ষ শক্তি সিংহ. অশ্বারোহণে ইতস্ততঃ বেড়াইয়া বীরবাক্যে সকলকে উৎসাহিত করিতেছেন। অসংখ্য দর্শক মণ্ডলীতে রঙ্গস্থলী পরিপূর্ণ হইল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। সে বাদ্যে বীরের আসন টলিল। সুসজ্জিত অশ্বগণ সমরাঙ্গনে প্রবেশজন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল। অসি কোষে অসি আপনা আপনি ঝনাৎরবে নাচিয়া উঠিল। তথাপিও রঙ্গারম্ভের অনুমতি হইল না। মহরাজা উন্মনস্ক ভাবে কাহারো যেন আগমন প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। সহসা গুরুদেব মহর্ষি ভৈরবাচার্য্য অমূল্য রত্নরাজি বিমণ্ডিত এক যুবা পুরুষকে সঙ্গে করিয়া সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। মহারাজা গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া সাদরে যুবককে আপন পার্শ্বে বসাইলেন। বয়োবৃদ্ধ গুরুদেবও একবাক্যে সভাস্থ তাবতকেই আশীর্ব্বাদ কয়িয়া নির্দ্দিষ্ট আসন পরিগ্রহ করিলেন। অমনি রাজ-নিদেশে সর্ব্বাগ্রে পদাতিক দলের অসিযুদ্ধ ও মল্লক্রীড়া আরম্ভ হইল। ক্রমেক্রমে অশ্বারোহীদের অসিযুদ্ধ ও সুশিক্ষিত রণবাজীগণের কৌশলময়ী গতিবিধি প্রদর্শিত হইল। অবশেষে সমস্ত সৈনিকদল দুই দলে বিভক্ত হইয়া আপস যুদ্ধ করিতে লাগিল। একপক্ষে সেনাপতি স্বয়ং শক্তি সিংহ—অন্যপক্ষে সুবাদার অজয়সিংহ অধিনায়ক নিযুক্ত হইলেন। প্রস্তরময় দুর্গপ্রাকারের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ ভূমের দুই প্রান্তে দুই দল শারি দিয়া দাঁড়াইল। দিঙমণ্ডল-প্রকম্পিত রণবাদ্যের তালে তালে ক্রমশঃ অগ্রবর্ত্তী হইয়া দুই দল যখন এত সন্নিকটবর্ত্তী হইল যে উন্মুক্ত অসিই উভয় পক্ষের গতি প্রতিরোধ করিতে লাগিল, তখন একদল অন্যদলকে এমন সুচতুরতা ও ক্ষিপ্রতার সহিত বেষ্টন করিয়া ফেলিল যে দ্বিতীয় দল আর তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিল না।

সেনাপতি শক্তি সিংহই এই শেষোক্ত দলের অধিনায়ক। সেনাপতি মহাশয় অত্যন্ত ফাঁপরে পড়িলেন। আজি প্রকাশ্য যুদ্ধ হইলে এ সময়ে পরিবেষ্টিত দলের আত্মরক্ষা করা ভার হইত। শক্তি সিংহ পিঞ্জরারুদ্ধ হইয়াও অসীম সাহসে অদ্ভুত রণকৌশল দেখাইতে লাগিলেন। পরিদর্শক-মণ্ডলী তদীয় বীরত্বের ভূয়সি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মহারাজা আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুমার, সৈনিকগণের রণশিক্ষা সম্বন্ধে আপনি কিরূপ অনুমান করিতেছেন ?

কুমার—সৈনিকগণের শিক্ষাকৌশল মন্দ নহে, কিন্তু অধিনায়কের শিক্ষাকৌশল ততদূর প্রশংসনীয় নয়—বরং কোন অংশে সমীচিনতার অভাবই পরিদৃষ্ট হইয়াছে।

তচ্ছ্রবণে সভাস্থ সকলেই তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। দর্শক-মণ্ডলী ও তদীয় বাহ্যাকৃতি দৃষ্টেই বুঝিতে পারিলেন,—সে বিশাল সুগম্ভীর কান্তি অমানুষিক বলবীর্য্যের আঁধারই বটে। কেবল জনৈক প্রগল্ভ যুবক কিছু বিরক্তি ব্যঞ্জক গর্ব্বিত স্বরে কহিলেন, "মহাশয় কোন্ বিষয়ে রণকুশলীর কৌশলাভাব দেখিলেন ?

কুমার সে গর্ব্বিতভাবে টলিবার লোক নহেন। তিনিও তেমনি বীর ভাবে উত্তর করিলেন, "যিনি আদ্যোপান্ত রণরঙ্গ দর্শন করিয়া ও সে অভাব বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহাকে কথায় বুঝাইতে প্রয়াস পাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। মনে করুন, নাবীক নৌকা ভাঁটী ছাড়িয়াছে, সম্মুখে আবর্ত্তময় ভীষণ সমুদ্র, তরী এখনও সাগরমুখ হইতে কিয়দ্দূরে। আকাশে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কালমেঘ দেখা দিল—সঙ্গে সঙ্গে বিজলীও চমকিল, কিন্তু নাবীক নিশ্চিন্ত মনে হাল ধরিয়া বসিয়াই আছে। সে হয়ত আকাশে মেঘ দেখিল না, অথবা দেখিয়াও বুঝিল না যে তখনই তুফান উঠিবে। নৌকা বায়ুবেগে ক্রমে সাগরকুল অতিক্রম করিয়া বিশাল উন্নত বক্ষে ভাসিল। দেখিতে দেখিতে আকাশে তুফান উঠিল, সাগরবারী অত্যুন্নত অসংখ্য তরঙ্গদলে আবিলীত, তরণী যায় যায় হইয়া উঠিল। এখন কর্ণ-ধার শত বিক্রম প্রকাশ করিলেই বা কতক্ষণ জীবনের আশা ? কর্ণধার প্রবীণ ও বহুদর্শী হইলে আকাশের দিকে চাহিয়া মেঘের প্রকৃতি দেখিয়াই

বুঝিতে পারিত, ঝড় উঠিবে—নৌকা কেনেরায় ধরাই কর্ত্তব্য, অন্যথা শেষ রক্ষা পাওয়া ভার! ব্যবসায়ী মাত্রেরই ভাবি বিঘ্ন বিপত্তির মূল স্থিরিকরণে ও তৎসমুদয়ের গতি প্রকৃতি নিরূপণে তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও সংসারাভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। শক্তি সিংহের লক্ষ্য করা উচিত ছিল, যে বিপক্ষেরা প্রতি পদ বিক্ষেপেই সরলভাবে অগ্রবর্ত্তী না হইয়া বরং বক্রভাবেই অগ্রসর হইতেছে। তাদৃশ পদ্ধত্যাবলম্বনের অর্থ—বিপক্ষগণকে ব্যূহাকারে পরিবেষ্টন। সে সময়ে শক্তি সিংহ অর্দ্ধেক সৈন্যসহ যদি সহসা উহাদের সম্মুখীন হইয়া অবশিষ্টকে তীরবেগে ঈষদপশ্চাদ্ধাবিত হইতে আদেশ করিতেন, তবে দুরন্ত ব্যাধ বৎ স্ববিস্তৃত বাগুরায় আপনারাই নিবদ্ধ হইত। বিপক্ষদল পশ্চাৎদ্ধাবিতদিগকে পলায়নকারী কাপুরুষ মনে করিয়া যেমন বিশৃঙ্খলভাবে উহাদেরই অনুসরণ করিত, সেই সুযোগে তাহারাও সম্মুখীন হইয়া আক্রমণ করিতেই বিপক্ষগণ উভয় দিক হইতে যুগপৎ আক্রান্ত হইয়া স্বভাবতঃই বিস্মিত ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িত। আরো দেখুন, বিপক্ষ দলের জনৈক অশ্বারোহি যখন রঙ্গছলে শর নিক্ষেপ করিয়াছিল—সে প্রগল্ভ যুবক কহিলেন, বুঝিয়াছি সে ধরম সিংহ—তন্নিবারণার্থ সৈন্যাধ্যক্ষ মহাশয় আশানুযায়ী ক্ষিপ্রহস্ততা দেখাইতে পারেন নাই। কারণ সে শর দৃঢ়-মুষ্টি-ধর কার্ম্মুকের বিক্ষিপ্ত হইলে সেনাপতির ধীর মন্থর নিবারণোপায়াবলম্বনের পূর্ব্বেই তদীয় রণবাজী সুকোমল কর্ণমূলে বিদ্ধ হইয়া ভূমশায়ী হইত, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ তাহা হয় নাই। 'গুজরাটাধিরাজের প্রধান সেনাপতীর ঈদৃশ রণনৈপুণ্য তদীয় পদগৌরব রক্ষার পক্ষে যথেষ্ঠ নহে।

আগন্তুকের কথায় সকলেই বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, তদীয় সূক্ষ্মানুসন্ধান ও বহুদর্শীতা তাঁহার বীর প্রকৃতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সাগরগর্ভে মণি মুক্তার ন্যায় সে অনুপম রূপলাবণ্য ও সুগম্ভীর মুখকান্তি বিধি যেন অলৌকিক গুণরাশির রঙ্গভূমি করিয়া সৃজন করিয়াছেন। সভাসদেরা কুমারের পরিচয়ের জন্য আন্তরিক কৌতূহল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আচার্য্য তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "আগন্তুকের পরিচয় করিলেই জানিতে পারিবেন, বিধাতার পক্ষপাতী সৃষ্টিতে রত্নাকর ভিন্ন কর্দ্দম রাশিতে মুক্তার উৎপত্তি সম্ভবে না। আগন্তুক

আমার নবীন শিষ্য—মথুরাধিরাজতনয় কুমার ভূপেন্দ্র। সম্প্রতি দেব দর্শনার্থে এ প্রদেশে আসিয়াছেন, কিন্তু দেবরাজ্যে যবন প্রবেশ করিতেছে শুনিয়া ভক্তের হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছে, আর স্বদেশে ফিরিতে পারিলেন না। কুমারের মৃত্যুপম রোগ শয্যায় মথুরা যবন করকবলিত হইল নতুবা মুসলমানের এত অভ্যুত্থান হইত কিনা ঘোর সন্দেহ"। সে কথা শুনিয়া চতুর্দ্দিক হইতে সমস্বরে উচ্চারিত হইল—"মহর্ষি, আমাদের ইচ্ছা, কুমার রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইয়া একবার প্রভূত বলবীর্য্যের পরিচয় প্রদান করেন।

মহরা—আমারও একান্ত বাসনা যে কুমার অসামান্য অসিক্রীড়া প্রদর্শনে দর্শকমণ্ডলীকে বিমোহিত করেন।

মহর্ষি মহা সহর্ষে কহিলেন, "বৎস, মহারাজার অভিলাষ পূর্ণ কর"।

কুমার—গুরুবাক্য সকল অবস্থায়ই শিরোধার্য্য। আজীবন যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের কুলধর্ম্ম—আর রণভূমিই তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র। অসিক্রীড়াই ক্ষত্রিয় শিশুর বাল্যলীলা।

এই বলিয়া কুমার বিনীতভাবে ও নতশিরে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক গুরু-দেবের পদধূলী গ্রহণ করিয়া রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইলেন। নিদেশক্রমে তদীয় সুশিক্ষিত অশ্ব সম্মুখে আনিত হইলে কুমার তদুপরি আরোহণ করিলেন। প্রথমে তিন জন, পরে পাঁচ জন—করিয়া ক্রমে সমস্ত দল একত্র হইয়া কুমারের সঙ্গে অসিযুদ্ধ আরম্ভ করিল। তাঁহার অত্যদ্ভুত অসি চালনা, ক্ষিপ্রহস্ততা ও রণকৌশল দেখিয়া সকলেই সাতিশয় পরিতুষ্ট হইলেন। রাজনিদেশে গুরুদেব সহর্ষবদনে সভামণ্ডপ হইতে প্রাঙ্গণভূমে অবতীর্ণ হইয়া সমুচ্চৈস্বরে কহিলেন, "মহারাজের ইচ্ছা—কুমার ভূপেন্দ্র ভবিষ্য যবন যুদ্ধে গুজরাটের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন, বোধ হয় ইহাতে আপনাদের অমত হইবে না"। সে কথা শুনিয়া চতুর্দ্দিক হইতে সম্মতিসূচক ঘন ঘন করতালির রোল পড়িয়া গেল। পুরকামিনীগণ কোমলকণ্ঠে জয় মঙ্গলধ্বনি করিয়া উঠিলেন—ঘরে ঘরে শাঁক বাজিতে আরম্ভ হইল। রাজমহিষী সুবর্ণ থালে পূরিয়া জয়মালা পাঠাইলেন। কুলকুমারীরা স্তুপে স্তুপে বনফুলের মালা উপহার পাঠাইলেন। রঙ্গস্থলী কুসুমরাশে ঢাকিয়া

গেল। সভাসদেরা মনে করিলেন, সোমনাথের সৌভাগ্যবশতঃই মথুর-রাজপুত্র গুজরাটে পদার্পণ করিয়াছিলেন। সেকি সত্য? না—সে আকাশকুসুম, নিশার স্বপ্ন—কালের অনন্তকুহক।

---

# দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সোমনাথের সেবকশিষ্য চারি শতেরও অধিক। তাহারা মন্দির মধ্যেই অবস্থান করেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। ভবানন্দস্বামী ইহাঁদের অধ্যক্ষ; সকলেই তাঁহার আজ্ঞাধীন। কেহ কেহ আবার তাঁহারই মন্ত্রশিষ্য। শাস্ত্রাভ্যাস আর ব্রহ্মজ্ঞান লাভই ব্রাহ্মণ জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান উনবিংশ শতাব্দিতে বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য যাজনিক ব্রাহ্মণগণের ন্যায় তাঁহারা কেবল আতপ চাউল ও রামরম্ভাব সদ্ব্যবহার করিতেন না। তাঁহাদের দেবপদে ভক্তি, শাস্ত্রে আসক্তি ও ধর্ম্মে অনুরক্তি ছিল। ব্রাহ্মণেরা রাজ্যের কল্যান চিন্তায় দেবর্ষি, সদুপদেশে মহামন্ত্রী, সুখে সম্পদে, বিপদে ও দারিদ্রপীড়নে নিঃস্বার্থ সমদর্শী বন্ধু ছিলেন। ফলতঃ সে সময়ে তাঁহাদের নির্ম্মল ও মসৃণ চিত্ত মুকুরে নিয়ত দেববিভা প্রতিবিম্বিত হইত—কিন্তু সে দিন গিয়াছে; স্বার্থের প্রবাহে—পরাধীন পোড়া বাঙ্গালীর গুরুতর পাপভারে ব্রাহ্মণেরা সে মহা প্রসাদ হারাইয়াছেন। তাঁহারাও শাস্ত্রানুশীলন বিড়ম্বনা মনে করেন—সেবক-শিষ্যগণও আর গুরু পুরোহিতকে নিরক্ষর জ্ঞানে ভক্তি ও পূজা করিতে চাহেন না। এক দিন এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ই হিন্দুর চক্ষে ব্রহ্মময় মহাদেব বলিয়া পরম পূজনীয় ছিলেন!!

সোমনাথের ভাবি বিপদাশঙ্কা যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই গুজরাটবাসী—ততোধিক সেবকশিষ্যগণ দেবধর্ম্ম ভয়ে কাতর হইয়া পড়িলেন। এতকাল যাঁহার চরণ পূজাকেই জীবন ব্রতের সার করিয়াছেন, যাঁহার পরম প্রসাদে মহাসুখে সংসারের নিত্য নিত্য বিচিত্রময়ী লীলা

লহরে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন, কণ্ঠে প্রাণ থাকিতে কেহই সে ধর্ম্ম-প্রতিমার অবমাননা সহিতে পারিবেন না। তখন সকলেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন, লাঠি ধরিবেন—যুদ্ধ করিবেন—হয়ত আগে মুসলমান মারিয়া পশ্চাতে আপনারা মরিবেন,—তবুও ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবেন না। কার্য্যতঃ তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল—তাঁহারা ধর্ম্মের মূলে বিকাইলেন।

ভবানন্দস্বামী সকল শাস্ত্রেই শিক্ষাগুরু। এ পাঠাধ্যাপনা ও তাঁহারই হস্তে পড়িল। ভবানন্দস্বামী ভাবিলেন, যুদ্ধবিদ্যা টোলের শাস্ত্র নহে—ইহার বিধি ব্যবস্থা গণে নাই—বেদে নাই—মনুসংহিতায় নাই, পুরাণ প্রসঙ্গে বা শ্রীমদ্ভাগবতে নাই; অমরকোষে ও সে শাস্ত্রের বিশদ ব্যাখ্যা নাই। এ শাস্ত্র বীরের দৃঢ় মুষ্টিতে, তীর ধনুর অগ্রভাগে—শাণিত কৃপাণের হৃদয় ক্ষেত্রে, বল্লমের সুতীক্ষ্ণ ফলকে। স্বামীজি আরো বুঝিলেন, এ শাস্ত্র অধীত হয় না, অভ্যস্ত হয়। দেখিয়া শুনিয়া দূরদর্শীতা জন্মে না—কিন্তু পুনঃপুনঃ কার্য্যকরণে অভিজ্ঞতা ও কৃতীত্ব জন্মে। উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের পূর্ণ বিকাশ পায়। দুরূহ কর্ত্তব্য উপস্থিত হইলে যশস্বী, কৃতী ও সংসারাভিজ্ঞ বয়োবৃদ্ধ মহাপুরুষগণের আশ্রয় ও পরামর্শ গ্রহণ জ্ঞানের ধর্ম্ম—তাহা না করাই ঘোর মূর্খতা। তাই ভবানন্দস্বামী সে কথা ভৈরবাচার্য্যকে সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্মরূপে বিজ্ঞাপন করিলেন। আচার্য্যও তাদৃশ একটী শাণিত অস্ত্রের অনুসন্ধানে ছিলেন, বিধাতা আপনা হইতেই তাহা যোগাইতেছেন দেখিয়া তিনিও সহর্ষে কহিলেন, "সাধু সঙ্কল্প আপনিই সিদ্ধ হয়, ভগবান অবশ্যই ইহার উপায় করিবেন"। এই বলিয়া তিনি ভবানন্দকে একখানা প্রলম্বিত অসি কোষ দেখাইলেন। ভবানন্দ বীর না হইলেও ইঙ্গিত মাত্রেই বীর-সঙ্কেত বুঝিতে পারিলেন। তিনি বুঝিলেন, মুসলমানের মুণ্ডচ্ছেদনার্থই এই অসির সৃষ্টি, আর আচার্য্যই প্রস্তাবিত টোলের গুরুত্ব গ্রহণ করিবেন। সেই অবধি অন্তঃসলীলা ফল্গুবতীর খর প্রবাহের ন্যায় সোমনাথের সেবক-শিষ্যগণের বেদময় হৃদয়ে অভিনব শিক্ষার স্রোত বহিল। সেই দিন হইতে শাস্ত্রের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণ করে কৃপাণ শোভিল, হোমাদি দেব ব্রতের অনুষ্ঠান ছাড়িয়া জ্বলন্ত সমরানলে যবন শোণিতে অসির তর্পণ করিতে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। ভগবানের ব্রহ্ম অস্ত্র তলে তলে

শাণিত হইতে লাগিল। অন্যেরা বুঝিলেন, ব্রাহ্মণেরা কেবল মণ্ডা মিঠাই সুশোভিত দোলমঞ্চ প্রমাণ নৈবিদ্য পিণ্ডতেই সংসারকে স্বর্গ বলিয়া কল্পনা করিতেছেন।

নিশীথ রাত্রিতে ধরণী নিস্তব্ধ হইলে, নৈশ সমীরণের সুখস্পর্শে জগৎ-জীবন শান্তিময় কোলে ঢলিয়া পড়িলে, মহাসাগরের গম্ভীর গর্জ্জন ক্রমে ক্রমে প্রশমিত হইয়া আকাশের ঘোর নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া গেলে আচার্য্য মন্দিরের বহিরুদ্যানে শিষ্যগণকে যুদ্ধ শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। যে দিন আকাশে কৃষ্ণাদ্বাদশীর নিশি আসিত, অথবা শুক্লা সপ্তমীর চন্দ্রমাশালিনী মধুরা যামিনীতে গগনমণ্ডল ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘ রাশিতে সমাচ্ছন্ন হইত, যে দিন আঁধারা নিশার কোলে প্রসারিত হস্তান্তরের বস্ত ও সম্যকরূপে পরিদৃষ্ট হইত না, কেবল সে দিনই অস্ত্র শিক্ষা বন্ধ থাকিত। শিষ্যগণ জ্যোৎস্নায় অস্ত্র শিক্ষা করিতেন, আঁধারে সে শিক্ষার পরীক্ষা হইত। যাঁহারা কৃত কার্য্য হইতেন অর্থাৎ শিক্ষাকৌশলে অন্যের অসি যাঁহাদের অঙ্গ স্পর্শ করিত না, তাঁহাদিগকে অকৃতকার্য্য অর্থাৎ ক্ষত বিক্ষতদিগের কাজ করিতে হইত। কাজ শব্দের অর্থ আর্ত্তের শুশ্রূষা। আচার্য্য সম্মুখে থাকিয়া সে পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন। তাঁহার আদেশ ছিল, ধর্ম্মের জন্য আত্ম সমর্পণ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে উদারতা শিখিতে হইবে। সকলেই "ভাই ভাই" জ্ঞানে পরের সুখে হাসিতে—ও দুঃখে কাঁদিতে হইবে। 'আমি' ভুলিয়া 'আমরা'—'আমার' ভুলিয়া 'ভগবানের' শিখিতে হইবে। তাহা না পারিলে ধর্ম্মের জন্য প্রাণপণ বামন হইয়া চাঁদ পাড়িতে প্রয়াস পাওয়ার ন্যায় অসম্ভব। যে শিক্ষার মূলে আধ্যাত্মিক মহাব্রত, যে দেবারাধনার পণ আত্ম সমর্পণ, সে দীক্ষাক্ষেত্রে—মহা সাধনার পবিত্র রঙ্গভূমে স্বার্থ সাধন ও আত্মপ্রপীড়ন,—লঘুচিত্ততা বা পরশ্রী কাতরতা কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে? সাম্য আসিয়া আপনিই উপস্থিত হয়। মৈত্রী আসিয়া হস্তধারণ-পূর্ব্বক বিমল শান্তি ছায়া প্রদান করে। আচার্য্যের তাদৃশ সারগর্ভ সাধুপ-দেশে শিষ্যগণ বুঝিলেন, সংসারে সকলেই "ভাই ভাই"। তাঁহারাও প্রতিজ্ঞা করিলেন আমরা "ভাই ভাই—সর্ব্বদা ভাইয়ের মত থাকিব"। এতদ্ব্যতীত আচার্য্যের আরো একটী বিশেষ আদেশ ছিল—ভ্রমাত্মক কি

পর পীড়ক কার্য্য ভিন্ন কোনও সময়ে তদীয় যে কোনও কৃতকার্য্যে কেহই কিছু জিজ্ঞাসু হইতে পারিবেন না। গুরুদেবের এ আদেশও অপ্রতিপালীত রহিলনা।

একদা সেই রমণীয় উদ্যানক্ষেত্রে শিষ্যগণের অস্ত্র শিক্ষার পরীক্ষা হইতেছিল, রজনী রজত মাখাও নয়—ঘোরতম তিমির বসনা ও নয়। চন্দ্রমার বিমল কিরণমণ্ডিত বন-বিতানে বড় বৃক্ষের ছায়া পড়িলে যেমন হয়, উজ্জ্বল প্রদীপশিখা প্রতি কিয়ৎকাল স্থির দৃষ্টি স্থাপন করিয়া সহসা ঘরের বাহির হইলে দৃষ্টি যেমন আঁধারমাখা হয়, প্রভাতে সূর্যোদয় হইলেও ঈষদুন্মুক্ত শয়নকক্ষে যেমন আঁধার থাকে, তেমনি মিঠা-মিঠা—আলোতে আঁধার মিশান ছিল। ভৈরবানন্দ ঠাকুর সম্মুখে দাড়াইয়া শিষ্যগণের শিক্ষিত শাস্ত্রের দোষ গুণ বিচার করিতেছিলেন, আবার কোথাও সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ বা অঙ্গ ভঙ্গ থাকিলে স্বয়ংই অসি হস্তে তাহা পূরণের ব্যবস্থা করিতেছিলেন, অকস্মাৎ তাঁহার অসি থামিয়া গেল, তিনি কিছু উন্মনস্ক হইলেন। এক অলৌকিক শব্দ তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল, তিনি আর সেস্থলে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। ভবানন্দ ডাকিলেন, "ঠাকুরজি" কিন্তু উত্তর পাইলেন না। আবারও ডাকিলেন, "ঠাকুরজি" এবার উত্তর হইল—"হু"। ভবানন্দ আবার প্রশ্ন করিলেন, "স্বামীজি কোথায় যাইতে-ছেন"? এবার ঠাকুর কথা কহিলেন। তিনি শুষ্ক কণ্ঠে অনুচ্চস্বরে কহিলেন "আসিতেছি"। ঠাকুরের কর্ণে আবারও পীড়িতের আর্ত্তনাদের ন্যায় কাতরোক্তি প্রবেশ করিল। তিনি ত্রস্তপদে সেই শব্দ উদ্দেশ করিয়া ছুটিলেন, কিন্তু সে উক্তির প্রকৃতিতে বুঝিলেন, সে মানবকণ্ঠ অধিক দূর হইতে আসিতেছেনা। সুতরাং তিনি তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইয়া গমনবেগ সংযত করিয়া সতৃষ্ণনয়নে ধীরে ধীরে পদ বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সহসা সেই উদ্যান মণ্ডপের যে অংশ সাগর কুলোপবর্ত্তী হইয়াছে—সেই বিনোদ বিজন প্রদেশে মেঘমালাকোলে সুশোভনা সৌদামিনী বালার নির্ম্মল হাসিটীর ন্যায় একটী উজ্জ্বল রেখা ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু সে ভৌতিক আলোকমায়া নহে। আর পূর্ব্বকৃত সে ধ্বনি যেন অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্টরূপে শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। ঠাকুর দুই চারি পদ মাত্র অগ্রসর

হইয়াই সাবধানে একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া সমস্ত শুনিলেন, এবং বুঝিতে পারিলেন, যে কুমার ভূপেন্দ্রের নিরাশ প্রেমের মর্ম্মভেদী পরিতাপ! যবন যুদ্ধে বিরত হইবার জন্য পাপচিন্তা। আর সে উজ্জ্বল রেখা তদীয় উলঙ্গ করাল কৃপাণের ছায়া বিকাশমাত্র। তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, প্রথম পরিচ্ছেদেই তাহা বর্ণিত হইয়াছে এস্থলে পুনরুল্লেখের প্রয়োজনাভাব।

ভৈরবানন্দ ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় শিষ্যদের শিক্ষা কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। কেহই তাঁহার তাদৃশ অন্তর্দ্ধানের কারণ জিজ্ঞাসু হইতে সাহস করিলেন না। ঠাকুরজিও কিছু বলিলেন না। সকলেই মনে করিলেন, ঠাকুর না জানি আবার কোন্ দৈবানুষ্ঠানের আয়োজন করিতেছেন। তিনি যাহা করেন, তাহা সকলই সুন্দর ও অমানুষিক।

গুরুদেবের কৃতকার্য্য অলৌকিক। তাঁহারই মহা সাধনায় সোমনাথের সেবকগণ মহাপ্রভুর জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত। তাঁহারই মহাপ্রসাদে আজি আমরা শুনিলাম—শিষ্যগণ জাতীয় প্রেমে "ভাই ভাই"—ধর্ম্মের জন্য "ভাই ভাই'; পূজনীয়া দেবপ্রতিমা—ততোধিক প্রিয় স্বদেশ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য "ভাই ভাই"! তখন "ভাই ভাই" নিশীথগগনে কণ্ঠ মিশাইয়া সাগরকূলের বিশাল নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গান গাইলেন;—

"ভাব সেই কলুষ নাশনে।
'ভাই ভাই' আজ, বাঁধরে হৃদয়, রক্ষিতে ধর্ম্ম যতনে।
ঐ পাপের প্রবাহে, দেবধর্ম্ম জ্যোতিঃ, ডুবে যায় কালশাসনে।
পাপাগ্নিতে ভরা, ভীষণ প্রলয়, সাজিছে ধর্ম্ম জীবনে;
গেল দেবধর্ম্ম, গেল জাতি প্রেম, আঁধার ছাইল গগনে।
ফিরিও না গৃহে,—ফেলিয়ে মায়েরে, স্বপ্নময় মহা শ্মশানে;
ধর ব্রহ্ম অস্ত্র, ব্রহ্মের সন্তান, "ভাই ভাই" শিবসাধনে।"

---

# ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

গুজরাটে কুমার ভূপেন্দ্রের কথা লইয়া মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। এমন স্থান নাই, যেখানে ভূপেন্দ্রের কথা নাই; এমন গৃহ নাই, যেখানে তাঁহার বীরগর্ব্বের—ততোধিক তদীয় অমিত তেজঃপুঞ্জমণ্ডিত রূপলাবণ্যের প্রশংসা নাই। সভামণ্ডপে, মন্ত্রীভবনে, পুরবাসিনীর টোলে আর সুরসিকা নবীনা যুবতী সমাজে সে একই সূত্র ধরিয়া সমালোচনা। রাজমহিষীর স্বর্ণ মন্দিরে সে গুণরাশিরই ব্যাখ্যা, তদীয় রূপ গুণ মুগ্ধা রাজকুমারীর মুখে সে কুমারেরই প্রশংসাবাদ-সে প্রেম মাহাত্ম্যে তদ্গতচিত্তা, নয়নযুগল যেন কেবল সে সুর প্রতিমার ছায়ানুসরণেই ব্যস্ত। কর্ণ কেবল সে প্রশংসাবাদের প্রতিধ্বনি শুনিতেই উৎকণ্ঠিত—হৃদয় তন্ময়। যাঁর কাছে যাঁর প্রাণ মন বাঁধা, তাঁর যশঃসৌরভে সে প্রেমিক প্রাণে যে কত আনন্দ, তাহা কেমনে বুঝাইব? তাঁহার প্রত্যেক কথায় সে হৃদয় যন্ত্রীর প্রত্যেকটী তন্ত্রী যে কি মোহন নিক্কণে বাজিতে থাকে, স্বার্থময় সংসার কি বুঝিবে, সে মধুর নিনাদের অর্থ কি? শত সহস্র কণ্ঠে যাঁহার মহিমা কীর্ত্তন, সে কথায় আজি একটী প্রাণে যে কত আনন্দ উছলিয়া উঠিল, তাহা কেউ দেখিল না। কিন্তু সকলেই জানিল ভূপেন্দ্র ভৈরবাচার্য্যের গৃহে অতিথি, মালতীর নির্ম্মল স্নেহে ও অকপট নিঃস্বার্থ ভালবাসায় অতিথি হইয়াও তিনি রাজভোগে পরমসুখী। প্রভা আরো জানিলেন, মালতী-প্রাণাধিকা সখীই প্রকৃত সুখী কারণ সে তাদৃশ দেব প্রতিমার পূজা করিতেছে। বিধাতা ধনমানে আচার্য্যকে হীন করেন নাই, কিন্তু সংসারের সুখ সাধনে তিনি বঞ্চিত—তাই কর্ম্মদোষে মালতী বিধবা। নিয়তি যদি দেববাঞ্ছিত অতিথিরত্ন মিলাইলেন, তবে যত্নের অভাবে তাহা হারাইবে কেন? মালতী কখনও সোদর দেখেন নাই, তিনি ভাবিলেন, ভাই বুঝি এমনি প্রিয়। ভূপেন্দ্র বুঝিলেন, ছোট ভগ্নী বুঝি এমনি সরল স্নেহময়ী অতুল প্রেমপ্রতিমা। আচার্য্য ভাবিলেন, যাঁহাকে পাইয়া স্বতঃই হৃদয়ের

স্তরে স্তরে স্নেহের স্রোত ছুটিতেছে, প্রাণাদপি প্রিয় বলিয়া ভাল বাসিতে ইচ্ছা করিতেছে, তাঁহাকে পুত্রবৎ প্রতিপালন ও ধর্ম্ম শিক্ষা দান ভগবানেরই অভিলষিত। স্বামীজীর ইচ্ছায়ই ভূপেন্দ্র আজ গুজরাটে সেনাধিনায়ক— যবন যুদ্ধে একটী শাণিত অস্ত্র।

মালতী আজ কাল টোল লইয়া বড় ব্যস্ত। টোলে এখন যে শাস্ত্র অধ্যাপনা হইতেছে, তাহা মালতীও গুরুর নিকট শিক্ষা করেন নাই— মাত্র দেখিয়া শিক্ষা। কিন্তু বুদ্ধিকৌশলে তিনি যাহা করেন, তাহাই সুন্দর হয়। সেই সৌন্দর্য্য প্রভাবে শিষ্যগণের শিক্ষাও সুন্দর হইতে লাগিল! ছাত্রীগণ যেমন একটুকু একটুকু করিয়া শাস্ত্রে অভ্যস্ত হইতে লাগিলেন, তাঁহাদের কোমল হৃদয় যেন ততই অভিনব উৎসাহ ও অধ্যবসায়ে ডুবিয়া গেল। দেশের জন্য আত্ম বিসর্জ্জন যেন নূতন প্রাণে অনুপ্রাণিত হইতে লাগিল। ধর্ম্মের জন্য—স্বাধীনতার জন্য অসিকরে সমরক্ষেত্রে আত্ম সমর্পণ কি অপূর্ব্ব জিনিষ! যিনি একবার সে স্বাদ পাইয়াছেন, তিনি কখনই সে মায়া ভুলিতে পারিবেন না। এ সংসারে পবিত্র দম্পতি প্রেমই স্বর্গ। গভীর গর্জ্জনশীল প্রলয়ের মেঘকোলে তাড়িৎ শোভা যেমন সুন্দর— নির্ম্মল বীর হৃদয়ে প্রেমের প্রতিভা ও তেমনি মনোহর। কিন্তু দুর্গ প্রাকারে সমর দুন্দুভি নিনাদিত হইলে—সুদূরাগত রণভেরীর অস্ফুট ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইলে সে প্রেমিক বীরপুরুষ অনায়সে স্বর্গময়ী প্রেমপ্রতিমা হৃদয়মণ্ডপ হইতে বিচ্ছেদসাগরে বিসর্জ্জন করিয়া অভিনব অনুপম সুখ-স্বর্গের পথে অগ্রসর হইবেন—আর বীরনারী? স্বামীর সে বীরত্বরূপ দেবকার্য্যই জীবনের মহাব্রত জ্ঞানে মনে মনে অক্ষয় স্বর্গের কল্পনা করেন, অথবা যিনি পারেন—করালা কালিকাবৎ কৃপাণকরে পতির সহগমন করিলেন। আকাশের ধ্রুবতারা যাঁহার জীবনের লক্ষ্য, সংসার-কাননে বাসন্তি প্রভাতে সদ্য বিকশিত মুকুতামণ্ডিত—শিশিরবিন্দু শোভি— সুগন্ধি গোলাপে কি তাঁহার হৃদয় আকৃষ্ট হইবে? নক্ষত্রমালিনী আকাশ গঙ্গায় যাঁহার হৃদয়ের শান্তি—পুকুরের পঙ্কিল জলে কি তাঁহার পরিতৃপ্তি হইবে? ছাত্রীগণ বুঝিলেন, এমন সুখ বুঝি এ সংসারে নাই!!

হিন্দুধর্ম্ম ভীরু—অনন্ত দেবোপাশক। পরম মঙ্গলময় মহাদেবের পূজা

না করিয়া কোনও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া হিন্দুর প্রকৃতি বিরুদ্ধ। যে কার্য্যে সর্ব্বাগ্রে সিদ্ধিদাতা শৈলেশ্বরের নামোচ্চারিত না হইল, সে কার্য্যারম্ভই নিস্ফল। তাই মালতী শুভদিনে শুভক্ষণে—শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে বীরপঞ্চমী ব্রতের শুভানুষ্ঠান করিলেন। বীরপঞ্চমী ব্রতে যথাশাস্ত্র বীর অসি পূজা করিয়া শিষ্যগণকে বীর মন্ত্রে দীক্ষিত করিবেন—বীর হৃদয়া নারীগণের কুসুম কোমল প্রাণে দেবের প্রসাদ ঢালিয়া দিবেন, যেন বিপদের সময় ধৈর্য্যচ্যুতি হইলেও মহাপণ ভঙ্গ না হয়। হিন্দু ললনা প্রাণ দিতে কুণ্ঠিতা নহেন, কিন্তু নাসারন্ধ্রে নিশ্বাসবিন্দু থাকা সত্বে দেব-সাক্ষাৎ কৃত প্রতিজ্ঞাভ্রষ্টা হইতে পারিবেন না। মালতী ভাবিলেন, এত সাধনায় যে শূন্যমূলা স্বর্ণলতাগুলিকে এক সূত্রে বন্ধন করিবেন, পাছে প্রলয়ের সামান্য প্রবাহে সে গ্রন্থী ছিঁড়িয়া যায়, তজ্জন্যই এ মহাপণ দেব-ব্রতে উৎসর্গীকৃত হওয়া আবশ্যক।

বীরের অসি না হইলে বীরপঞ্চমীর ব্রত সাঙ্গ হইবে না। বীর কে ?—কুমার ভূপেন্দ্র। মালতী কুমারের অসি ভিক্ষা চাহিলেন। ভূপেন্দ্র মধ্যাহ্লাহারের পর স্বুবর্ণ পালঙ্গোপরি বিশ্রাম করিতে করিতে এক খানা মহাভারতের পাতা উল্‌টাইতে ছিলেন—আর এক একবার কি ভাবিতেছিলেন, সহসা মালতীর কণ্ঠ শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন এবং কহিলেন, মালতি, একি ?—অসময়ে টোল ছাড়িয়া এখানে কেন ?

মালতী—আজি এক খানা অভিনব শাস্ত্রীয় গ্রন্থের আবশ্যক—কিন্তু খুঁজিয়া দেখিলাম, স্তুপাকার খুঙ্গী পুঁথিতে সে পাঠ নাই। সে পুঁথি তোমার আছে—তাই ভিক্ষা লইতে আসিয়াছি ;—

ভূপেন্দ্র—মালতি—সে কি রহস্য ? সুধাসিন্ধুতে সুধাবিন্দুর অভাব হইলে কি প্রজ্জলিত মহামরুতে তাহার উৎপত্তি সম্ভবে ? ক্ষীর সমুদ্র ব্যতীত কি হিমাদ্রী শিখরে, সুধাংশুর জন্ম হয় !

মালতী সহাস্যে কহিলেন, "এত দিনে বুঝি তাই হয়, হিন্দুর দেবধর্ম্ম বুঝি অতলে যায়—শাস্ত্রের বিধি স্বপ্নময় পাপ কল্পনা বলিয়া প্রতীতি জন্মে। নতুবা ধর্ম্মের জ্যোতিঃতে পাপের ছায়া কেন ? পবিত্র ত্রিদিব বাঞ্ছিত রত্নভূমে ম্লেচ্ছের রাজ্য বিস্তার কেন ?

ভূপেন্দ্র—এ কোন্ শাস্ত্রের কথা?

মালতী—যে শাস্ত্র লইয়া বীরের আনন্দ।

ভূপেন্দ্র—সে শাস্ত্রে তোমার কি হইবে?

মালতী—একবার পড়িয়া দেখিব।

ভূপেন্দ্র—এ শাস্ত্র অধীত হয় না—অভ্যস্ত হয়। এ শিক্ষা পাঠমূলক নহে,—ব্যবহারমূলক।

মালতী—আচ্ছা তাই হবে;—

ভূপেন্দ্র মালতীর মুখপানে চাহিলেন; তিনি যেন সেই মুহূর্ত্তে জাগ্রত স্বপ্নে কোনও বীরাঙ্গনার অনুপম মাধুরীমাখা অত্যুজ্জ্বল বীরকান্তি প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। রমণী যেন অসিকরে করাল কুণ্ডলিনী বেশে তাহার নিকট বীর ধর্ম্মের কতই কি কূট কাহিনী ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। যেন সেই বীরানারীই ক্রমে রূপান্তর ধারণ করিয়া পুরঃদৃষ্টা মালতী হইলেন! তখন ভূপেন্দ্র কহিলেন, "মালতি, তোমার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। জাদের যে হৃদয়ে বজ্র—আবার সে হৃদয়েই বিদ্যুদ্দাম! আর্য্যরমণী কোমলতায় যেমন নবনী বিনিন্দিতা—বীরত্বে তেমনি অটল, অভেদ্য পাষাণময়ী। যে হৃদয় পতির পদকমলে কুশাঙ্কুর ফুটিলেও শঙ্কিত ও ব্যথিত হয়, সে কুসুম প্রাণই আবার প্রজ্জলিত চিতানলে মৃত পতির সহগমন করিয়া স্বপ্ন য় জীবনে পবিত্র বিক্রমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া থাকেন।

মালতী—কুমার, সে শাস্ত্রের কথা আর প্রত্যেক্ষের নহে। রমণী সংসারের জঞ্জাল—যত মার্জ্জনী তাড়িত হইবে, ততই দেশের মঙ্গল—সমাজের কল্যাণ!!

ভূপেন্দ্র—সংসারের সকল রমণীই তোমার ন্যায় সরলা হইলে আর ভাবনা ছিল কি?

মালতী—তোমার ভালবাসার মনগড়া কথায় আমি কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাইতেছি। আমি ভিখারিণী, ভিক্ষার জন্য আসিয়াছি,—প্রশংসাবাদ শুনিতে আসি নাই—তোমার অসি ভিক্ষা দিবে কি?

ভূপেন্দ্র কথার প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন, মালতীর টোলে নূতন শাস্ত্রাধ্যাপনা চলিতেছে। মালতী বালিকাবেশে সংসারাভিজ্ঞা পূর্ণরমণী—

অবলাবেশে বীরানারী। সংসারে এমন শাস্ত্র নাই যাহা মালতীর বুদ্ধির অগম্য। এমন কার্য্য নাই, যাহা তদীয়া কৌশলের অতীত। সেই জন্যই মালতী ভৈরবাচার্য্যের নিকট অসি ব্যবহার শিখিতে জিদ করিয়াছিলেন। সেই জন্যই আচার্য্য ও বলিয়াছিলেন—'মালতি, তোমার কোন কার্য্যেই আমার নিষেধ নাই।' তাই কুমার বুঝিলেন, অসি কেন? তবুও আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—'মালতি অসি কেন'?

মালতী—রমণীর দুর্ব্বল করে বীর অসির অপমান করিব।

ভূপেন্দ্র হাসিয়া কহিলেন, "কামিনীর কোমল করে দুর্ব্বলের অসির বীরত্ব বাড়িবে"—এই বলিয়া সুবর্ণমণ্ডিত অসিকোষ সহ একখানা শাণিত কৃপাণ মালতীর হস্তে দিলেন। মালতী সে অসি সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক সশব্দে খুলিয়া দেখিলেন, উহার গায় রত্নাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে—'কুমার ভূপেন্দ্র'। আরো দেখিলেন, অসির বাট হীরক নির্ম্মিত—মধ্যে মধ্যে বহু মূল্য মণি বসান। মালতী কহিলেন, এ বহুমূল্য অসি আমি লইব না, দ্বিতীয় একখানা দাও, জহরী ভিন্ন এ জহরের আদর বুঝিবে কে?

ভূপেন্দ্র—জহরীর মর্ম্ম যিনি বুঝিয়াছেন, তাহার যৎসামান্য সহায় সম্পত্তির আদরও তিনিই বুঝিবেন। আর না বোঝেন, সমস্ত শাস্ত্র শিক্ষা বৃথায় যাইবে।

মালতী—আচ্ছা, যদি ভগবান দিন দেন, তবে এক সময় জহরীর রত্নভাণ্ডার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইবে। আর রত্নের আদর না বুঝি, তখন শিখিয়া লইব।

এই বলিয়া মালতী অসি করে প্রস্থানোন্মুখী হইয়া আবার কি ভাবিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন; সহাস্যবদনে ভূপেন্দ্রের উপর ধীরে ধীরে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "কুমার, আজ শুক্লা পঞ্চমী—রাজনন্দিনীর বীর-পঞ্চমী ব্রত উদ্‌যাপন, একবার দেখিবে কি"?

মালতী আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই কক্ষাভ্যন্তর হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন। সে কথায় ভূপেন্দ্রের ভাবান্তর দেখা দিল, তাঁহার চিন্তাস্রোতে যেন এক খানা বিদ্যুৎবরণী দিব্যতরণী ছুটিয়া চলিল। প্রধূম অগ্নিশিখায় যেন কেউ ঘৃতপূর্ণ কলশী শূন্য করিয়া দিল। ভূপেন্দ্র ভাবিতেছিলেন,

প্রভার জন্য তদীয় ভালবাসা সহস্র যোজন দূরে থাকিয়া নলিনীর প্রতি দিবাকরের ন্যায়, চখের দেখামাত্র সার! দুর্গম গিরিশঙ্কট বিনিঃসৃতা সুবিমলা পর্ব্বত প্রবাহিনীর সঙ্গে মরুময় অগম্ভীর সাগর সম্মিলনের ন্যায়—অধিক কি, মর্ত্ত্যে বসিয়া মন্দার মালা পরিতে সাধ! কিন্তু আশার কি মোহিনী শক্তি—নিরাশায় হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তবুও যেন সে প্রেম প্রতিমা ভুলিতে দিতেছে না! কে জানি কানে কানে মূলমন্ত্র বলিয়া দিতেছে, 'প্রভা তাঁহারই'। ভূপেন্দ্র প্রভাকে ভাল বাসে, প্রভাও ভূপেন্দ্রকে ভাল বাসে, তথাপি যেন সে দুটী হৃদয়নদী একপ্রাণে মিশিয়া এক হইতে পারিতেছে না। সম্মুখে অনন্ত বাঁধ, একটী বাঁধ উভয়বেগে ভাঙ্গিয়া গেলে অন্যটীর মুখে সে বেগ আপনিই থামিয়া যায়। একেই প্রভার চিন্তায় ভূপেন্দ্রের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তদুপরি মালতীর কথায় বাতাস বহিল, সাগর আর স্থির থাকিতে পারিল না। প্রভার বীর পঞ্চমী ব্রতোদ্‌যাপন—কুসুমে বজ্রের শোভা;—নিশির শিশির বিন্দুতে বর্ষার বিদ্যুৎকণা—নূতন মনোহর দৃশ্য!! মালতী কহিলেন—'একবার দেখিবে কি'? ভূপেন্দ্রের নয়নদ্বয় অমনি বলিয়া উঠিল—'সেরূপ মাধুরী না দেখিলাম ত জন্মই বৃথা'! তদীয় হৃদয় ভাবিল—'যাঁহাকে দেখিলে প্রাণ মন জুড়ায়, তাহাকে কেন না দেখিব? সত্য প্রমুখ বিবেকবাণী ভাবিল-'একবার চক্ষের দেখামাত্র'!! মালতী চলিয়া গেল—মনের কথা মনেই রহিল, মুখে আর ফুটিল না।

মালতী চলিয়া গেল, কিন্তু 'একবার দেখিবে কি' প্রশ্নটী ভূপেন্দ্রের হৃদয় হইতে চলিয়া গেল না। স্মৃতি যেন ভূপেন্দ্রের কানে কানে বলিতে লাগিল--'একবার দেখিবে কি'? অন্ধ চায় কি?—দুই চক্ষু দান, ভূপেন্দ্র চায় প্রভার দর্শনলাভ। সেই মুহূর্ত্তে হৃদয়রাজ্যে আপনা আপনিই বাজিয়া উঠিল-"একবার দেখা পাইলেই বাঁচি"। প্রভুর কার্য্যে ভৃত্যের নিদেশ সাপেক্ষ। মুহূর্ত্ত মধ্যেই মনের ইচ্ছা তারে তারে বিজ্ঞাপিত হইল—পদযুগল ইঙ্গিত মাত্রেই আদেশ পালন করিল।

যথাবিহিত বীর পঞ্চমীর ব্রত সমাপন করিয়া সকলেই সেই বীর অসি মস্তকে ধারণপূর্ব্বক ভক্তি ভরে চুম্বন করিলেন। দেব প্রসাদী ফুল কুন্তল

বেণীতে শোভিল। অবশেষে সকলেই করযোড়ে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "অসি, যে উদ্দেশ্যে তোমার জন্ম, আর যে উদ্দেশ্যে অদ্য তোমার পূজা করিলাম, ভগবান করুন, আমাদের যেন সে অভিলাষ সিদ্ধ হয়! তুমি এ, দুর্ব্বল হৃদয়ের বল হও—তোমার বলে নারীকুল যেন চির সমরবিজয়ী হয়'। রাজকুমারী প্রভা অসি বক্ষে কুমারের নামাঙ্কিত দেখিয়া মনে মনে প্রার্থনা করিলেন, "মা সর্ব্বমঙ্গলে, আজ যাঁহার ভুজশোভা পূজা করিয়া জীবনের মহাব্রতে ব্রতী হইলাম, দেবতা করুন, সে দেবের চরণ সেবা করিয়া যেন জন্ম জন্মান্তরে সুখিনী হই'। মালতী পূজিত তলবার হস্তে এক একবার শিক্ষাকৌশল দেখাইতে ছিলেন, সহসা কুমার সে টোল-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মালতী প্রারব্ধ ব্যাপারে তন্ময় ছিলেন, কুমারের প্রবেশ সময়ে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। একটী অনুচ্চ ললিতকণ্ঠে উচ্চারিত হইল—"কুমার ভূপেন্দ্র"। শুনিয়া কুমার বুঝিলেন—সে কণ্ঠ তাহার পূর্ব্ব পরিচিত। চাহিয়া দেখিলেন, নয়ন যে রত্নের ছায়ান্বেষণে পাগল,—এই সেই অনুপম রূপরাশি মালতীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া—শারদ প্রতিমায় শৈলসুতার পার্শ্বে যেন সাক্ষাৎ শ্রী। মালতীও সে শব্দে চাহিয়া দেখিলেন, 'বীরচূড়ামণি কুমার ভূপেন্দ্র'। মালতী লজ্জায় মুখ অবনত করিলেন এবং বিনীতভাবে কহিলেন, "আমি কৃত-প্রতিজ্ঞা ভুলিয়াছি। অসিই বীরের একমাত্র দোসর, দেহ কখনও ছায়া শূন্য হয় না। আর বসন্তাগমে সহকারের নব মঞ্জরীবৎ অসি ভিন্ন বীর দেহেরও শোভা হয় না। আমরা সাধ করিয়া সে শোভা ভাঙ্গিয়াছি, ইচ্ছা করিয়া আকাশের রাঙা কোল হইতে তাড়িৎ খানি ভূমে আনিয়াছি—"। সে কথায় বাঁধা দিয়া রাজকুমারী প্রভাবতী কহিলেন, "সখি, কুমারের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অবলা-করে-বীর-ভুজ-শোভার লাঞ্ছনা কেন?"

মালতী—কুমার, রাজকুমারী ক্ষমা চাহিতেছেন, ইচ্ছা হয় ক্ষমা করিবে—এই লও তোমার অসি, বলিয়া তিনি অসি ফিরিয়া দিলেন। মালতীর সে স্বর সহসা গম্ভীর বলিয়া প্রতীতি জন্মিতে পারে, কিন্তু বাহ্যিক দৃশ্যের প্রতি ধীর ও স্থির দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বিবেচনা করিলে স্পষ্টই অনুভূত হইবে যে মালতী হাসিতেছে না সত্য, কিন্তু তদীয় ঈষদ চটুল ও

কৌতূহলময়ী নয়নদ্বয় যেন অন্তরের রহস্য ভেদ করিয়া হৃদয়ের হাসিমাখা চিত্রপট খানা দেখাইয়া দিতেছে। তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক বাহ্যবিকারে অতি সাবধানে যেন কোনও সত্য গোপন করিতেছেন—সে অভ্যস্ত বিদ্যা,—চেষ্টা কার্য্যে পরিণত হইল। ভূপেন্দ্রকে দেখিয়া মালতীর তাদৃশ অসম্ভাবিত বিস্ময় প্রকাশই আত্ম গোপনের চেষ্টা—অথচ শিক্ষাকৌশলে সে চেষ্টা মাধুরীময়ী, নারী স্বভাব সুলভ সরলতার জ্বলন্ত ছবি।

ততগুলী কথায় ভূপেন্দ্র এতটুকু হইয়া গেলেন্। তাঁহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল—হৃদয়ে যেন মহা প্রলয় ছুটিয়া গেল। ক্ষণকাল পরে ধীরে ধীরে কহিলেন, "স্বর্গরাজ্যে পাপের ছায়া কেবল দেব কার্য্যের কণ্টকস্বরূপ। আপনাদিগকে লজ্জিত দেখিয়া আমি ততোধিক দুঃখিত হইলাম। অসি এ দুর্ব্বলের হস্তে না পড়িলেই সর্ব্বাংশে উহার সম্মান রক্ষা পাইত, আপনাদের হস্তে চিরবিজয়ী হইবে। কেবল রজঃপুত পুরুষের অঙ্ক শোভার জন্য অসির সৃষ্টি হয় নাই, উহা আর্য্য রমণীর ও কণ্ঠের কণ্ঠী—হৃদয়ের ভূষণ! বীরমাতা যাঁহারা, তাহাদের ঔরসই বীরত্বের খনি। বীরনারী না হইলে বীরপ্রসবিনী হওয়া অসম্ভব। আজ মালতী যে মহামেধ যজ্ঞে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, আজ আপনারা যে দেব ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, সে সমস্তই ভারতের ভবিষ্য আশা! আর্য্য ধর্ম্মের যদি মাহাত্ম্য রক্ষা হয়, এ দুর্দ্দিনেও যদি পূর্ব্বকৃত পুণ্যবলে দেবতা প্রসন্ন হয়েন, সে কেবল আর্য্য রমণীরই মহত্ত্ব। শৈলেশ্বর আপনাদের দেব ধর্ম্মময় কোমল হৃদয়ে বল ও সাহস প্রদান করুন, কনক-চম্পক-কলি সম হস্তাঙ্গুলী বজ্র বৎ দৃঢ় মুষ্টি হউক্, পাপীষ্ঠ যবন দেখুক্, সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের প্রসাদে, দেবের মায়ায় আর বীরমাতা ও বীরাঙ্গনাদের রণকৌশলে ত্রিভুবন পূজিত আর্য্য সমাজ চিরবিজিত। তাঁহারা আপন প্রাণের আদর জানেন না—কিন্তু পরের জন্য প্রাণ দিতে সর্ব্বথা প্রস্তুত। স্বার্থান্ধ হইয়া পরকে পীড়ন করিতে পারেন না, অথচ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ধরণীকে শোণিত প্রবাহে ভাসমান করিতেও কুণ্ঠিতা নহেন। তাঁহারা সুধু আত্ম রক্ষার জন্য ব্যস্ত নহেন, প্রত্যক্ষে কিম্বা পরোক্ষে পরের ন্যায্য স্বত্ব তস্কর কর্ত্তৃক অপহৃত অথবা দেবদ্বেষী দস্যু কর্ত্তৃক বিলুণ্ঠিত হইতে দেখিলে তাঁহাদের প্রাণ

কাঁদিয়া উঠে, যেরূপেই হউক, নষ্টোদ্ধারে আত্মসমর্পণ করিতেই হইবে। ঘোর স্বার্থপর নারকী যবন দেখুক্, আর্য্যমহিলারা আত্মকুলমর্য্যাদা রক্ষা করিতে যেমন উন্মুখী, সর্ব্বভূতে তাঁহাদের আত্মবৎ ভাব ও তেমনি প্রবল। ভরসা করি, প্রমীলা প্রমুখী নারী সৈন্যের ন্যায় মালতী প্রমুখী বীরবালা-গণও, দেবধর্ম্ম, স্বদেশ ও স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করিবেন।

মালতী কহিলেন "সে দেবের ইচ্ছা—কাঙালের পক্ষে নিশার স্বপ্ন"। শিষ্যাগণ কহিলেন, "আপনি দীর্ঘজীবী হউন্, ভগবান্ অবশ্যই ভক্তের আশা পূর্ণ করিবেন।

মালতী সাধ করিয়া দুইটী বেগবান হৃদয়প্রবাহকে একটী ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এক দিকে উভয়েরই বলবতী দীদৃক্ষা—অপর দিকে লোক লজ্জা; ইচ্ছা—যেন সে দুটী হৃদয়ের কবাট খুলিয়া পরস্পরের নিকট মরমের লুকাইত কথা—সেই পবিত্র প্রণয়মাখা মধুর কাহিনী খুলিয়া বলেন, কিন্তু দুষ্ট দেশাচার—ততোধিক শিষ্টতার সীমাতিক্রমাশঙ্কা—সজোরে সে স্রোত থামাইয়া দিতেছে। দুইটী নির্ম্মল তটিনী যেন মিশি মিশি করিয়াও মিশিতে পারিতেছে না। অহংময় সংসারে সে সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া কে সুখী? পরের সুখের তরঙ্গে কার আনন্দ? সে সুখ মালতীর—তিনি ভাবিলেন—এ দুইটী আকাশগঙ্গা—মন্দারকুসুম—একত্র মিশিলেই সুখ!!

---

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

রঙ্গভূমে রণকৌশল দেখিয়া মহারাজ বুঝিতে পারিলেন, ভূপেন্দ্র প্রকৃত বীর, দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ কুমার দারুণ পীড়িত না থাকিলে যবন করে মথুরার তাদৃশ ভাগ্য পরিবর্ত্তন কথনই সম্ভবিত না। তবুও তদীয় জাত বিদ্বেষ অটুট রহিল।

এখন আর প্রভার মনোভিপ্রায় জানিতে কাহারো বাকী নাই। বুন্দিরাজের সঙ্গে বিবাহে তাঁহার সম্পূর্ণ অমত। প্রভা ভূপেন্দ্রের বীর

চাতুর্য্যেও বিনীত স্বভাব মাধুর্য্যে একান্ত অনুরক্ত। ভূপেন্দ্র প্রভার শালীনতা ও সরলতায় মুগ্ধ। বুন্দিরাজ প্রভার অনুপম রূপের মোহে অন্ধ। কুমার ক্ষত্রিয় কুল-কলঙ্কবংশধর বলিয়া তদহস্তে কন্যা সম্প্রদান করিতে গুজরাটাধিপতির বিষম বিদ্বেষ; বুন্দীপতি কুলশীলে ও অতুল ঐশ্বর্য্যবিকারে ক্ষত্রিয়াগ্রগণ্য বলিয়া শাস্ত্রসম্মত কন্যা সম্প্রদানের উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু রাজমহিষী কমলাবতী সুচতুরা ও ধীরমতি; তাঁহার মতে একের হৃদয় বিকশিত বেগবান প্রবাহ নিরুদ্ধ করিতে প্রয়াস পাওয়াই অসঙ্গত এবং শাস্ত্রতঃ ও ধর্ম্মতঃ মহাপাপ!!

সে সময়ে যুগপৎ দুইটী ভীষণ তরঙ্গ আসিয়া উপর্য্যুপরি গুজরাটে আঘাত করিল। একদিকে সোমনাথের ভক্তগণের যুদ্ধযাত্রা, অন্য দিকে বুন্দির সঙ্গে সম্বন্ধ সংস্থাপনের জন্য পীড়াপীড়ি। বাহিরে বিবাহাড়ম্বরে বুন্দি দূতের অনুমতি প্রার্থনা, অন্তঃপুরে কমলাবতীর ঐকান্তিক অসম্মতি। কমলাবতীর সে লাবণ্যমাখা প্রেম কটাক্ষ পূর্ণ কাতরানুরোধ ঠেলিয়া ফেলা ভীমসিংহের সাধ্যায়ত্ত নহে। সংসার যতই স্থির প্রতীজ্ঞ ও কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অটল অচলের ন্যায় যতই সংযত চিত্ত হউক্ না কেন, অন্তঃপুরে যুবতীর তরুণ কুটীল কটাক্ষে সকলি ভস্মময়! কমলাবতী সহজে ছাড়িবার নহেন। ভূপেন্দ্রের বীরপণা ও গুণগরীমা স্মরণ করিয়া মহারাজ অন্ততঃ স্থির করিলেন, কুমারকে কন্যা সম্প্রদান না করিলেও প্রভার মতের বিরুদ্ধে তাহাকে পাত্রস্থা করিতে পারিবেন না। তাহা হইলে পরোক্ষে ধর্ম্মের নিকট অবিশ্বাসী হইতে হইবে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বুন্দি-রাজকে নিম্নলিখিত পত্র প্রেরিত হইল:—

"মহাশয়, যবন গুজরাটের গৃহদ্বারে উপস্থিত, দেবধর্ম্মলোপ ভয়ে হিন্দুর প্রাণে ভীষণ প্রলয় বহিতেছে। প্রভা আমার প্রথমা কন্যা, বিশেষতঃ মাতৃহীনা। মনে অশান্তি থাকিলে অন্যের উৎসবে যোগ দানই বিড়ম্বনা মাত্র; সে অশান্তিতে অপত্যোৎসব যে কি সুখের, সহজেই অনুভূত হইতে পারে। ঈদৃশী বহুবিধ আশঙ্কার পর সঙ্কল্প করিয়াছি,—যদি প্রজাপতি আশীর্ব্বাদ করেন এবং কুলদেবতা প্রসন্ন হয়েন, যুদ্ধবিগ্রহ নিরাপদে মিটিয়া গেলে মহা সমারোহে মহাপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিব। বোধ হয় ভবাদৃশ

সুবিজ্ঞ ও সাধুপুরুষ এতাদৃশী সুযুক্তির বিরুদ্ধে কখনই হস্তোত্তলন করিবেন না।"

গুজরাটাধিপতি বুন্দিরাজকে তাদৃশ পত্র লিখিলেন বটে, কিন্তু কমলাবতীর নিকট তখনও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিলেন যে "ম্লেচ্ছ প্রসাদভোজী মহাপামর-বংশধর কুমার বীর প্রধান বটে, তথাপি সে গৃহে কন্যাদান করিতে পারিব না"। কমলাবতী ভাবিলেন, মধ্যাহ্ণ ভাস্করের রুদ্রমূর্ত্তি সন্ধ্যাসমাগমেই ফুরাইয়া যায়। আরও ভাবিলেন, সাধিলেই সিদ্ধি; আকাশে চাঁদিমা উদয় হইলে গৃহ প্রাঙ্গনের আঁধাররাশি আপনিই বিদূরীত হয়—আর প্রদীপ শিখার আবশ্যক হয় না। সাগর বক্ষে বাণ ডাকিলে ভাসমান আবর্জ্জনারাশি সুদূরে ভাসিয়া যায়—আর ঠেলিয়া ফেলিতে হয় না। যখন একটী প্রতিজ্ঞা স্খলিত হইয়াছে, তখন এ গ্রন্থীও ছিঁড়িয়া যাইবে—উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে।

মায়াময় সংসারে মন্দটীই বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া সর্ব্বাগ্রে দিগন্তগামী হয়। "পাপীষ্ঠ ম্লেচ্ছ-প্রসাদভোজী মহা-পামর-বংশধর বীরপ্রধান বটে"—ইত্যাদি কথা কর্ণ হইতে কর্ণান্তরে উঠিল। পরিবর্ত্তন স্রোতে ক্রমে মূল মন্ত্রের বিকৃতি জন্মিয়া উহা রাজ্যময় পরিব্যাপ্ত হইল। সে মর্ম্মভেদী পরিভাষায় কুমারের আশালতা ছিঁড়িয়া গেল! শূন্য দেশে স্বর্ণপুরী না বাঁধিতে বাঁধিতেই নিরাশার দারুণ হুতাশে সে সুখগৃহ ভস্মীভূত হইল!! তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল; যবন কুল নির্ম্মূল বাসনার সঙ্গে সঙ্গে—বলবীর্য্য, উৎসাহ ও অধ্যবসায় অতলে ডুবিল। তাঁহার চক্ষে আকাশ ঘুরিতে লাগিল; পদতলে যেন নিখিল ধরণী সরিয়া যাইতেছিল! ত্রিদিববাঞ্ছিত পবিত্র প্রেমে নৈরাশ—নিরাশ-প্রেমে মনের বিকার—মনোবিকারে ব্রত ভঙ্গের পাপ চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল!! কে বলে মানবের হৃদয়ে লুক্কায়িত পাপ প্রবাহে দেবের দৃষ্টি অন্ধ? অন্তর্য্যামী সে পাপ জানিতে পারিয়া তদ্বিনাশনোপযোগী মহা অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। অমনি দৈববাণী হইল, মরুভূমে পুষ্প বৃষ্টি হইল, নৈরাশ্যে আবার নূতন আশা সঞ্চার হইল, ভগ্নোৎসাহ দ্বিগুণতর উদ্দীপিত হইল! তখনি আবার প্রতিজ্ঞা করিলেন, "যবন যুদ্ধে আত্মসমর্পণ—জীবন পণ"।

# পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

এসংসারের সঙ্গে স্বর্গের যে সুখসম্বন্ধ, আকাশতারকার সুফুট-হাসিতে সাগরবক্ষের যে সুন্দর শোভা, সরোবর শোভা ফুটন্ত মৃণালিনীর সঙ্গে মরাল মালার যে মোহন মিলন, চন্দ্রমাশালিনী মধুরা যামিনীর সুস্নিগ্ধ চাঁদনি-রাশির সঙ্গে বসুন্ধরার যে পবিত্র সমাবেশ, বসন্তের বিমল প্রভাতে সদ্য প্রস্ফুত কমলিনীদলে তরুণ-তপনের যে অনুপম মাধুরী-বিকাশ, মনুষ্য জীবনে ইপ্সিত দম্পতি মিলন ও তাদৃশ দেবদত্ত মহাপ্রসাদ। কিন্তু কালের কুটীল কটাক্ষে, ভাগ্য পরিবর্ত্তনের অনন্ত স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে নিরাশার প্রবলবেগে যদি সে আশালতা ছিঁড়িয়া যায়, জীবনকাব্যের অভিনয় আরম্ভমাত্রেই যদি কল্পিত দৃশ্যপট প্রতিকুলঝঞ্ঝাবাতে সহসা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তবে সে রঙ্গভূমে আর প্রেম-কুসুম ফোটেনা, নৈরাশ্যের প্রবল সন্তাপে শুকাইয়া যায়। সে গৃহে আর ধর্ম্মের ভিত্তি প্রোথিত হয় না, পাপ-প্রলোভনে মর্ম্মগ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়ে। সত্যের বল আর থাকে না, মিথ্যার দারুণ উৎপীড়নে হৃদয় দুর্ব্বল হইয়া উঠে, অবশেষে নরকের ব্যাধিবিকারে যম-যন্ত্রণায় ভগ্ন হয়। শান্তির ছায়াও থাকেনা, অশান্তি আসিয়া রাজ্য বিস্তার করে। তাদৃশ শঙ্কটাপন্ন দুর্ব্বল প্রাণে যদি সহসা দৈবশক্তি প্রবাহিতা হয়, গম্ভীর গবেষণা ও স্বদেশ হিতৈষণার তাড়িৎরাশি যদি কেউ মরমের স্তরে স্তরে ঢালিয়া দেয়, কথনও সে জীবনে অঙ্কুরিত স্বর্গীয়বীজের তিরোধান হয় না, বরং পরীক্ষার বিষম শঙ্কটক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়া নূতন জীবনে পদার্পণ করে, স্বর্গরাজ্যের সোপান আপনা আপনিই খুলিয়া যায়। হৃদয়ের সে প্রেম—সে ভালবাসা আরো দ্বিগুণতর ঘনীভূত হয়! আশার সিদ্ধিরূপিণী স্বরূপা শক্তি সত্যের উজ্জ্বল আলোক হস্তে তাঁহাকে গন্তব্যপথ দেথাইয়া দেয়। নিরাশার মস্তকে দৃঢ় পদাঘাতপূর্ব্বক জীবন সংগ্রামে বদ্ধপরিকর হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়। উদারতা আসিয়া জীবনের কর্ত্তব্যকে আরো গুরুতর করিয়া

তোলে, বিবেক আসিয়া সংসারকে—ততোধিক সাম্য, স্বপ্রেম ও স্বাধীনতায় 'আমার' স্থলে 'ভগবানের' বলিয়া শিক্ষা দেয়। উদারতা শব্দে যোগাশ্রমে আত্মত্যাগ—বিবেক শব্দে—আত্মত্যাগে ব্রহ্মজ্ঞান!!

ভূপেন্দ্র ভাবি সমর তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে পবিত্র কল্পিত প্রেম-জ্যোতির উচ্চতম শিখরে কতই যে সুখকেতন নির্ম্মাণ করিতে ছিলেন, আজ তাহা ভাঙ্গিয়াছে, সুখস্বপ্ন ফুরাইয়াছে, আশাসূত্র ছিঁড়িয়াছে কিন্তু তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গে নাই—কর্ত্তব্য বিস্মৃতি সাগরে ডোবে নাই! দৈবশক্তি তাঁহার প্রত্যেক শোণিত বিন্দুতে পরিচালিত হইয়াছে, দৈববাণী তাঁহার নৈরাশ-পীড়িত মহাকর্ত্তব্য দ্বিগুণতর বাড়াইয়াছে। তিনি স্বদেশ ও স্বাধীনতা—পাপ সংসারে স্বর্গ ও শান্তিরক্ষার জন্য মুক্তকণ্ঠে জীবন পণ করিয়াছেন। দৈববাণী বলিয়া দিয়াছে এ সংসারে নিঃস্বার্থ পবিত্র প্রেমই দেবের মহা-প্রসাদ, কিন্তু স্বর্গের সে পথ কখনই নিষ্কণ্টক নহে। স্বর্গীয় সে দৈব মহিমা তাঁহার কাণে কাণে বলিয়া দিতেছে, আগে ধর্ম্মের পথ পরিষ্কার কর, আশা অবশ্যই সফল হইবে। ভূপেন্দ্র তাই আজি দৈব বলে বলী, স্বদেশ ও স্বজাতী-প্রেমে উন্মত্ত। তাই আজি—করে অসি, নয়নে অশ্রু, মুখে নিষ্ফল প্রেমের প্রলাপ, হৃদয়সাগর সমর তরঙ্গে উদ্বেলিত। কি মনোর দৃশ্য!! মালতী বুঝিয়াছে, ভূপেন্দ্র প্রেমিক,—রাজমহিষী জানিয়াছেন, কুমার বীর প্রধান—আর রাজবালা ভাবিয়ায়াছেন ভূপেন্দ্র এ সংসারে মনুষ্যবেশে স্বর্গের দেবতা!! অন্যেরা বুঝিলেন, কুমার দেব-ধর্ম্ম রক্ষার জন্য স্বর্গীয় শাণিত যন্ত্র!!!

রাজমহিষী কমলাদেবী অন্তঃপুরের একটী সুসজ্জিত সুপ্রশস্ত কক্ষে বসিয়া অন্যমনে এক খানা গ্রন্থের দুই এক পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে শূন্য দৃষ্টিতে এক একবার বাহিরের দিকে চাহিতে ছিলেন। গোধূলী সময়ে বৎস বিরহিণী উৎকণ্ঠা গাভীর ন্যায় কাহারো আগমন অপেক্ষায় যেন ঈষদ উদ্বিগ্ন। এক পার্শ্বে সপত্নী তনয়া প্রভাবতী এক খানা চিত্রপট হস্তে চিত্র-করের চিত্র নৈপুণ্যের অসীম কৌশল প্রত্যক্ষ করিতে ছিলেন। তিনি দেখিলেন, আলেখ্য স্থিত বীর পুরুষ যেন তেমনই রঙ্গভূমে অতি ক্ষিপ্রকরে বিপক্ষের আক্রমণ হইতে অশ্বের পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিয়া তীব্রবেগে দিক্ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক আক্রমণকারীদের সম্মুখীন হইয়া অসি চালাইতে

লাগিলেন। সে চিত্রে আরো একটী অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইলেন, যুবাপুরুষ এক হস্তে ঘর্ম্ম বিন্দু মুছিতে মুছিতে ঈষদ্ বঙ্কীমগ্রীব হইয়া শূন্য দৃষ্টিতে যেন কাহারো হাসিমাখা আনন্দমূর্ত্তির অনুসন্ধান করিতেছেন। রণমদে হৃদয় উন্মত্ত,—অথচ সে দৃষ্টি যেন জীবন্ত সরল জ্যোতিঃ পূর্ণ। প্রেমের প্রবাহ—ভাল বাসার উৎস সে চাহনি দেখিলে কে বুঝিবে, এ চাহনি যার, সে অসি করে সমরে ব্যস্ত? সে অচঞ্চল চাহনি বলিতেছে বীরপুরুষ শত্রুহস্ত হইতে স্বতঃ রক্ষিত হইয়া বিপক্ষগণকেও যেন স্বীয় আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কোমল কটাক্ষে নয়ন সঙ্কেত করিতেছে। ক্ষণকাল পরে কমলাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভা, চিত্রটী কেমন হইয়াছে"?

প্রভা। এটী আলেখ্য বলিয়া ভ্রম জন্মে,—সহসা বিশ্বাস করিত পারা যায় না। যেন একটী জীবন্ত প্রেম-প্রতিমা! মা, ধন্য তোমার চিত্রকৌশল! কিন্তু আলেখ্যটী তেমন সুন্দর হইয়াও যেন ফাঁক ফাঁক বোধ হইতেছে। দর্শনমাত্রেই রঙ্গভূমের সেই লুপ্ত স্মৃতি জাগিয়া উঠে সত্য, কিন্তু সে স্থির দৃষ্টি যেন এখনও শূন্য মনে কি খুঁজিতেছে!

রাজম—কেন প্রভা, তবে কি সরসী মাঝে মরাল পাশে মৃণাল আসনে নবীনা নলিনী শোভিলে সুন্দর হইত?

এই বলিয়া তিনি সহাস্যবদনে প্রভার মুখপানে তাকাইলেন। কুমারীও লজ্জায় মুখাবনত করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "না মা, আমি কি তাই বলিতেছি? তবে আর চিত্র পটের স্বরূপ নির্দ্দেশ হইল কই? কল্পিত দৃশ্যপট আপাত মনোরঞ্জন হইলেও তত হৃদয়গ্রাহী হয় না। সন্ধ্যাকালে পশ্চিমাকাশ সাগর বক্ষে ঝাপাইয়া পড়িলে যে শোভা—চিত্রিত দৃশ্যপটে সে শোভা অতি বিরল। প্রকৃতি সুন্দরী—আর কল্পনা সৌন্দর্য্য!

রাজম—তবে তোমার অভিপ্সিত জিনিষটী কি?

প্রভা—বীরের হৃদয়ে বিনয় পাষাণে তাড়িতের ন্যায় বড় মনোহর! উজ্জ্বলে মধুর—সোনায় সোহাগা!!

রাজম—বুঝিয়াছি, সেটী আমি ইচ্ছা করিয়াই আঁকি নাই। কারণ কুমার যেরূপ সলজ্জ ও বিনীতভাবে সে স্নেহের উপহার গ্রহণ করিয়াছিলেন,

তাহা দেখাইবার সামগ্রী বটে, কিন্তু পাছে তিনি মনে করেন, যে কেবল স্বীয় প্রদত্ত সামান্য উপহারের গৌরব বৃদ্ধিই তাদৃশ চিত্রপটের উদ্দেশ্য সেই ভয়, বিশেষতঃ সে সকল ক্ষত্রীয় কুমার কুমারীদের প্রকৃতিগত সৌন্দর্য্য—স্বতঃই প্রকাশিত হয়! ভগবান্ করেন, যদি সে পবিত্রমাখা মধুর মূর্ত্তি আবার আঁকিতে অবসর পাই, তবে আর রণবেশে সাগর তরঙ্গে ভাসাইব না। স্নেহের প্রতিমা হৃদয়ে পুরিয়া দিব—আর জলে ডুবাইব না!!

সে কথায় প্রভাবতীর নাসিকাগ্রে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস বহিল, তাঁহার চক্ষু কর্ণ ভেদ করিয়া যেন সহসা এক তাড়িৎ স্রোত প্রবাহিত হইল। উন্মূলিতা আশালতা যেন লুপ্ত স্বপ্নের ন্যায় হৃদয় মধ্যে অল্প অল্প বিকাশ পাইতে লাগিল। প্রভার মনে কত কথা—কত চিন্তা আসিয়া উদয় হইল, কিন্তু যৌবন সুলভ ব্রীড়ার অস্ফুট হাসি বুকের কথা মুখে ফুটিতে দিল না!

রাজমহিষী পুনরায় কহিলেন, "প্রভা, কুমার অনুপম রূপরাশি ভরে আপনিই বিনম্র, যে ভাবে রাখ, সে ভাবেই সুন্দর দেখায়। আর সে কমনীয় কান্তিতে লাবণ্য বিন্যাস করাইয়া মাধুরী ফলাইতে হয় না"।

প্রভা—মা, সে বীর হৃদয়ে তাদৃশী বিনম্রতা ও উদারতা আছে বলিয়াই সেরূপ রাশি আমার চক্ষে আরো উজ্জ্বলতর বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

রাজমহিষী বুঝিলেন, এ গুণেরই পক্ষ পাতীত্ব—স্বধু রূপের মোহ নহে। এ হৃদগত পবিত্র প্রেমেরই কথা, অন্তঃশূন্যা ভালবাসার বিকারপ্রলাপ নহে। গুণগ্রাহীর চক্ষে গুণরাশি যত সুন্দর, রূপরাশি কোন ছার্! প্রভা মণি-মাণিক্যের আদর বুঝিয়াছে; আর ভূপেন্দ্র ও রত্নাকর, প্রকৃত রত্ন গ্রহণেই হস্ত প্রসার করিয়াছেন। তিনি কহিলেন; বৎসে, ঠিক্ বুঝিয়াছ, এ সংসারে গুণেরই আদর! রূপরাশিতে সে গুণাবলী উজ্জ্বলে মধুর!!

প্রভা—মাতঃ, কণ্টক জড়িত বলিয়াই বুঝি কমলের এত আদর?

কমলাবতী বুদ্ধিমতী ও সুচতুরা। প্রভার কথা প্রসঙ্গেই তদীয় সরল হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, ভূপেন্দ্রের প্রতি তাহার ভালবাসা অন্তস্তল নিহিতা, রক্তমাংসে জড়িত। এ ভালবাসায় যতই পদে পদে বাঁধা বিপত্তি ঘটিতেছে, যতই অশুভ আশঙ্কা বাড়িতেছে,

প্রেমের ভক্তি ও হৃদয়ের আসক্তি যেন ততই দৃঢ়রূপে জমাট বাঁধিতেছে। সুবর্ণ যেন জ্বলন্ত অনলে পরীক্ষিত হইয়া আরো উজ্জ্বলতর হইতেছে। সে ভালবাসা সরসীকূলজাত শৈবাল দলের ন্যায় মলয় পীড়নে ভাসিয়া যাইবার নহে—উহার মূল স্বর্গ-জাত মহাজীবনে নিবদ্ধ। মাতৃ ক্রোড়ে শিশুর আধ আধ কথার ন্যায় মেয়ের মুখে সে অস্ফুট প্রেমের কথা কেমন মিষ্ট!!

মা ও মেয়েতে তাদৃশ কথোপকথন চলিতেছিল, সহসা দ্বারদেশে দুইটী আনন্দ মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইল। অভিপ্সিত রত্নদ্বয় সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া কমলাবতী কহিলেন, "প্রভা, মালতী ও কুমার আসিয়াছেন, যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া কুমারের সম্মান রক্ষা কর"। প্রভা, সপ্তদিবা রাত্রি নিরম্বু উপবাসের মধ্যে চব্যচুষ্য লেহ্যপেয়ঃ পরিশোভিত ভোজন পাত্রের ন্যায় সেই চিত্রপট খানা সতৃষ্ণনয়নে দেখিতেছিলেন, সহসা গাত্রোত্থান করিয়া যথা স্থানে কুমারের অধিষ্ঠান অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজমহিষী ও কুলোচিত স্বাগত জানাইয়া এক খানা সুন্দর রত্নাসনে বসিতে অনুরোধ করিলেন। রাজকুমার আসন পরিগ্রহ করিলে প্রভা মালতীকে হস্তগ্রহণ-পূর্ব্বক জননীর দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইয়া আপনি তাঁহার এক পার্শ্বে অধোবদনে বসিয়া রহিলেন।

কিয়ৎকাল পরস্পরের কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর রাজমহিষী কহিলেন, "কুমার, সংসারে স্নেহ স্বভাবতঃই নীচগামী যাহাকে দর্শন মাত্রেই হৃদয়ে অজ্ঞাতভাবে স্নেহ ও ভালবাসার সঞ্চার হয়, আমার বিশ্বাস, সে স্নেহ ও ভালবাসা সুদুর কল্পিত বা স্বার্থে অতিরঞ্জিত নহে। উহা নিয়তি বাঞ্ছিত—ভগবানের বিধিপ্রসূত। তদ্ব্যাপারে সর্ব্বমঙ্গলা মহামায়ার অবশ্যই কোন কল্যাণকামনা লুক্কাইত রহিয়াছে। সময়ে ফুটিবে—কিন্তু আপাততঃ শরীরীর পাপচক্ষে তাহা আঁধার। কুলধর্ম্মে আমরা অন্তর না হইলেও কালধর্ম্মে বিশেষ তফাৎ। যাহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন, তাঁহারা পরস্পরে মনে প্রাণে এক না হইলেও রক্ত মাংসে—আচার ব্যবহারে প্রায় এক। তাই অজ্ঞাত কুলশীলের প্রতি তাদৃশ স্নেহ ও মমতা স্বাভাবিক। স্নেহাস্পদ বড় প্রিয় দর্শন—তাই আজ ভবদীয় দর্শনাকাঙ্ক্ষী। প্রভা আপনার গুণ গ্রামের বড় পক্ষপাতী। এতক্ষণ আপনার কথাই হইতেছিল।

প্রভা বলিতেছে কুমারের গুণরাশির সঙ্গে রূপরাশির সমাবেশ বলিয়াই সেই রূপলাবণ্য তত উজ্জ্বল!!

কুমার স্বীয় প্রশংসাবাদ শুনিয়া নিতান্ত লজ্জিত হইলেন। প্রভাও আর মুখ তুলিতে পারিলেন না। মালতী সরলমনে সর্ব্বদাই সরল ও সাধু রহস্যপ্রিয়। সে সময়ে তিনি সুবিধা পাইয়া সহাস্যবদনে কহিলেন, "রাণীজি, কুমারের মুখেও প্রভার রূপ গুণের ব্যাখ্যা আর ধরে না। সে দুটী জীবন যেন একই প্রকরণে গঠিত—একই কল্পনায় সৃজিত! একই জপমন্ত্রে দীক্ষিত, একই সংজ্ঞায় শিক্ষিত"। তচ্ছ্রবণে কুমার আরো অপ্রতিভ হইয়া অধোমুখে কহিলেন, 'মালতি, আজও কি তোমার বালিকা স্বভাব দূর হইল না? তোমার কি আর রহস্যের কালাকাল, পাত্র জ্ঞান নাই? ও সব কেবল তোমাদের কোমল স্নেহের স্বপ্নময়ী প্রতিভা! সংসারে গুণের পক্ষপাতী না কে? তোমার মুখেই ত ইহাদের প্রশংসা ধরে না'!!

প্রভাও মালতীকে অঙ্গুলী পীড়িত করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলিতে পারিলেন না। সে অঙ্গুলী পীড়নের অর্থ—"ছি ছি মালতি, তুমি বড় বেলিক ও বিশ্বাসঘাতক। সে নৈরাশব্রত সাধনার স্বপ্নময়ী কাহিনী আবার কেন? আর বিশ্বাস করিয়া তোমার নিকট হৃদয়ের যে রহস্যোদ্ভেদ করিয়াছি, তাই বা কোন্ প্রাণে প্রকাশ করিতেছ?

মালতী—কুমার, মালতী আজি তোমার চক্ষে বালিকা—সে কি তোমার স্নেহের ধর্ম্ম নয়? মা ভাই ভগ্নীর কোলে বসিয়া সত্য ও প্রিয় বাক্য বলিলেও যদি তোমাদের কষ্ট হয়, তবে বরং সে কথার উল্লেখ না করাই ভাল।

এতক্ষণ প্রভা কোন সুযোগ অপেক্ষা করিতেছিলেন। এবার তাঁহার মুখ ফুটিল, তিনি কহিলেন, "এস ভাই ওঁদের কথায় থাকিয়া আমাদের কাজ নাই" বলিয়া মালতীকে লইয়া বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিলেন। এবারও সেই আলেখ্যই তাঁহাদের আলোচ্য বিষয়।

রাজম—মালতি, কুমার যথার্থই অনুমান করিয়াছেন, আজও তুমি স্বভাব-বালিকা।

মালতী—প্রভা শুনিলে ? রাণীজি ও কুমারের পক্ষেই ঝুঁকিয়াছেন, তা হউক্, আমরা আর ওঁদের কথায় থাকিব না—তবেই হইল ! !

তখন সেই কক্ষ মধ্যে দুইটী দল বাঁধিল, পবন পীড়নে দুইটী লতা-মঞ্জুরী যেন দুই দিকে সরিয়া পড়িল। রাজমহিষী ও ভূপেন্দ্রের মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে ধর্ম্ম, জীবন—যোগ, সাধনা—শাসন ও সুনীতি সম্বন্ধে যে সকল কথাবার্ত্তা হইল, সে সব শুনিতে বোধ হয় পাঠিকাবর্গের অবসর নাই, চলুন্, প্রভা ও মালতীর আলোচ্য বিষয়ে একবার উঁকি মারিয়া দেখি, তাঁহাদের দু একটী কথা শুনিতে পাই কিনা ?

প্রভা—কেমন দেখিলে ?

মালতী—রণোন্মত্ত বীর হৃদয়ে ও যেন কোমল ধর্ম্মের জ্যোতিঃ ফুটিতেছে—প্রলয়োন্মত্ত সাগর বক্ষে যেন একটী সুবর্ণ কমল নিঃশঙ্কচিত্তে মহাসুখে ভাসিতেছে ! !

প্রভা—অঙ্গ ভঙ্গিতে যেমনই বীরত্ব বিকাশ—তেমনি আবার চিত্র-কৌশল !

মালতী-এত ক্ষুদ্রায়তনের না হইলে চিত্রপট বলিয়া বিভ্রম জন্মিত। চিত্রটী দেখিবামাত্র যেন রঙ্গভূমির লুপ্ত স্মৃতিটী হৃদয়ে জাগিয়া উঠে ! আহা, যেমনি বীর প্রকৃতি—তেমনি বিনয় ও সৌজন্য ! ! অসিক্রীড়ায় যেমনি ক্ষিপ্রহস্ত, রণকৌশলে আবার তেমনি কূট বুদ্ধি ! সত্রস্তভাবে অথচ—অশঙ্কোচিতচিত্তে অশ্বের পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা কেমন স্বাভাবিক ! ! এবেশে এ দৃশ্যটী অতি মনোরঞ্জন !

যাহার হৃদয়ে যে দেবপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত, তাহার চক্ষে সে দেব প্রতিকৃতির সার সৌন্দর্য্যের যত অভাব পরিদৃষ্ট হইবে, অন্যের চক্ষে তাহা হইবে না। ভক্তের চক্ষে ভগবানের ছায়া কত সুন্দর, কিন্তু অন্যের দৃষ্টিতে তাহা শূন্য ! ফলতঃ মালতীর চক্ষে সে আলেখ্যে কোনও অভাব পরিলক্ষিত হইল না। মালতী সরল দৃষ্টিতে বুঝিলেন, যেন একটী সুন্দর স্বর্গীয় প্রতিমা সাগর স্রোতে ভাসিয়া আসিয়াছে. কুড়াইয়া লইলেই হয়। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা, প্রভার পবিত্র হৃদয়মণ্ডপে সে প্রেম-প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু পোড়া গ্রহ-বৈগুণ্যে দরিদ্রের আশা কিছুতেই পূরিতেছে না।

নূতনই হউক্ আর পুরাতনই হউক্, ভালবাসার বস্তুর নিকট চক্ষু বড় অপরাধী। শত গুরুজন সম্মুখে থাকুক, তবুও দুষ্ট আঁখি তলে তলে এক একবার সে দিকে না তাকাইলে আর রক্ষা নাই! ভূপেন্দ্রের চক্ষুদ্বয়ও তাই এক একবার প্রভার পদ্মপলাষবৎ প্রফুল্ল মুখচন্দ্রমাবলোকন করিয়া সোহাগে নাচিতেছিল। ক্রমে সে দৃষ্টি কমলিনী ছাড়িয়া কমলের ছায়ায় পড়িল, সেখান হইতে অজ্ঞাতে তর্কের স্রোতে স্খলিত হইয়া চক্ষু কর্ণের দ্বন্দ্ব উপস্থিত করিল। পরোক্ষে ভূপেন্দ্র ভিন্ন দলে মিশিলেন। রাজমহিষীও বুঝিলেন—কুমারের চিত্ত ভিন্ন পদার্থে আকৃষ্ট হইয়াছে। তখন তিনি মালতীর হস্ত হইতে চিত্রপট খানা লইয়া কুমারের হস্তে দিলেন এবং কহিলেন, "বোধ হয় এ খানা দেখিবার জন্যই আপনার কৌতূহল জন্মিয়া থাকিবে; এই দেখুন, যাঁহাকে প্রাণাধিক ভালবাসি, ও পুত্র নির্ব্বিশেষে স্নেহ করি, তাঁহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক সমর তরঙ্গে ভাসাইয়া রঙ্গ দেখিতে কত সাধ"!

কুমার আলেখ্যের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়াই দৃষ্টি উঠাইয়া লইলেন এবং কহিলেন, মাতঃ, সে আপনাদেরই অনুগ্রহ। কুল ধর্ম্মানুসারে রণ ভূমই ক্ষত্রিয় জীবনের লীলাস্থল! জন্মমাত্রই অসি ক্ষত্রিয়ের সঙ্গ দোসর, আর সমাধিশয্যাই তাহার বিচ্ছেদ! স্বদেশ ও স্বাধীনতার জন্য যে প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত, তাহার জীবনের ভার বহন বিড়ম্বনা মাত্র!

রাজম—বাছনি, ঈদৃশী বীরভাষা ভবৎসদৃশ বীরের মুখেই শোভা পায়। পতনোন্মুখ গুজরাট প্রদেশে ভবদীয় ভুজ-বলই একমাত্র ভরসা। ওঃ—স্মরিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! যে ত্রিলোক-জাগ্রত সোমনাথ পবিত্রতা প্রয়াসী হিন্দু জীবনে ভক্তি মন্ত্র ও জ্ঞান তন্ত্রের একমাত্র লক্ষ্য, অর্চ্চনা ও যোগ সাধনার অদ্বিতীয় আশ্রয়, কর্ম্ম দোষে আজ সেই বেদাতীত ভগবান্ যবনোত্তোলিত ভীষণ বজ্রতলে বিকম্পিত!!

ভূপেন্দ্র—মাতঃ, সকলই ভগবানের ইচ্ছাধীন, দৈববিধি খণ্ডন দুর্ব্বল মানব সাধ্যের অতীত। হিন্দু ধর্ম্মের বিলোপ যদি একান্তই নিয়তিবাঞ্ছিত হইয়া থাকে, তবে তাহাতে মানুষের হাত নাই! প্রলয় প্রবাহে যখন মত্ত সমুদ্রের জলরাশি তাড়িতবেগে দিগন্তরে ছুটিতে থাকে, কি সাধ্য,

অনন্তকোটী বালুকাকণা প্রাণে প্রাণে মিশিয়া সে তরঙ্গস্রোতে অবরোধ করে? যত দিন জীবনে আশা—তত দিন দৈব প্রতিকারে চেষ্টা, যত দিন প্রাণ—তত দিন দেব ধর্ম্মে আত্মসমর্পণ। সেই আত্ম বিসর্জ্জনে যদি দেবের প্রসাদ বর্ষণ হয়—সমগ্র হিন্দু জাতীর সাধু উৎসাহে যদি ভগবানের হস্ত মিশিয়া যায়, তবেই ধর্ম্ম রক্ষার আশা!

রাজম—কুমার! ধর্ম্মভীরু—দেবময় হিন্দুর হিন্দুয়ানী দেবতাই রক্ষা করিবেন; মনুষ্যের কেবল তন্ময় হৃদয়ে মহা সাধনার আবশ্যক!

ভূপেন্দ্র—সাধিবার লোক কই? দু চারিটী ক্ষীণপ্রাণে সাধনা করিলে দেবপ্রসাদ লাভ অসম্ভব। একটী সামান্য অস্নেহ দীপভাতি জ্বলিলেই কি ঘোর অরণ্যানীসহ শত শত জীর্ণ দরিদ্র কুটীরগুলি আলোকিত হইবে?

রাজম—তবে কি সৈন্যগণ যবন যুদ্ধে অগ্রসর হইতে প্রস্তুত নহে? যুদ্ধের আয়োজন কি কেবল কথায় আর রঙ্গ প্রদর্শনীতেই ভস্মশেষ হইল!!

ভূপেন্দ্র—আয়োজন নাম মাত্র। একেই সৈন্যগণ দীর্ঘকাল যাবৎ নিশ্চেষ্ট থাকিয়া এক প্রকার অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়িয়াছে, আবার মহারাজও বোধ হয় আত্মরক্ষণে প্রস্তুত নহেন। পক্ষান্তরে মরীচাময় লৌহ দণ্ডগুলি শাণিত করিয়া ব্যবহারোপযোগী করাই দুঃসাধ্য, তাহাতে আবার পথের লোক সে ব্রতে ব্রতী। অভিষ্টসিদ্ধি নিশার স্বপ্ন!

রাজম—আমার হৃদয় ও সেই আশঙ্কায়ই উদ্বিগ্ন—এ যুদ্ধে বোধ হয় মহারাজের মত নাই! যুদ্ধের কথা তুলিয়া যতই আমি আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছি, ততই যেন তিনি অতি কষ্টে হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া আমাকে বিষয়ান্তরে লইয়া যাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। আজ আপনাকে সে কথা জানাইব বলিয়াই আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, চণ্ডীর প্রসাদে রাজকুমার সে বিষয়ে অনভিজ্ঞ নহেন। সাধু যাঁহার সঙ্কল্প—ভগবানই তাঁহার সহায়। ভবদীয় সমরকুশলে ও উৎসাহ-বাক্যে সৈন্যগণ কখনই দূরে দূরে থাকিতে পারিবে না। স্বামী স্ত্রীর এক মাত্র উপাস্য দেবতা—লোকতঃ ধর্ম্মতঃ সর্ব্ব বিষয়েই স্ত্রী ও স্বামীর ছায়া স্বরূপিনী—রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেও শাস্ত্রতঃ সম্পূর্ণ অধিকারিণী। ধর্ম্ম রক্ষাই নশ্বর জীবনে প্রধান কর্ত্তব্য, যদি দুর্ব্বলা রমণীর চেষ্টায় কোনও

ফলোপদয় হয়,তাহাতে অণুমাত্রও ত্রুটী হইবে না। সেতু বন্ধন সময়ে সামান্য বনবিড়ালীও মহাবীর শ্রীরামচন্দ্রকে সাহায্য করিয়াছিল!

ভূপেন্দ্র—যে রাজ-লক্ষীর হৃদয়মন্দিরে নিয়ত চণ্ডীর পদছায়া—যাঁহার ধর্ম্মাসক্তি ও দেবভক্তি ক্ষত্রিয় ললনার আদর্শ, সে রাজ্যের ধর্ম্মলোপ বোধ হয় দেবের অভিপ্রেত নহে। এ কথা কাহারো জানিতে বাকী নাই যে যুদ্ধের আয়োজন, রাজ্যের সর্ব্বময় শান্তি সাধন ও দেবধর্ম্ম রক্ষার ভিত্তি সংস্থাপন একমাত্র ভবদীয় যত্নাতিশয্য ও সাধু সঙ্কল্পেরই প্রতিবিম্ব।

রাজমহিষী সে কথায় উত্তর করিলেন না। মালতী ও প্রভা এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের কোন কথায়ই যোগ দেন নাই, মালতী এবার সুযোগ পাইয়া কহিলেন, "গুজরাটের মহারাণী কি অসি হস্তে যুদ্ধ করিতে কুণ্ঠিতা" ?

রাজম—স্বামী সঙ্গে ভীষণ আবর্ত্তময় সমর সাগরে ডুবিতেও ভীতা নহে, কিন্তু সে পদছায়া ছাড়িয়া স্বর্গে যাইতেও শঙ্কুচিতা! বড় সাধ ছিল, একবার সমর প্রাঙ্গণে বসিয়া যবনশোণিতে পতির পদরাগ করিব, কিন্তু বিধি বুঝি কর্ম্মদোষে সে আশায় বাদ সাধিলেন!!

মালতী—ধন্য রাণীজির পতিভক্তি!!

এবার প্রভারও মুখ ফুটিল। তিনি কহিলেন, "মাতঃ! যবন যুদ্ধে যদি পিতার মত না থাকে, তবে সে কার্য্যে কুমারের অনুজ্ঞা প্রতিপাল্য হইবে কেন? সৈন্যগণ তদীয় আদেশে যুদ্ধ করিবে কেন?

রাজম—সৈন্য, সামন্ত, প্রজাগণ সকলেই জানে, এ রাজ্যে প্রভার ন্যায় ভূপেন্দ্রেরও সমানাধিকার।

সে কথায় ভূপেন্দ্র ও প্রভা উভয়েই লজ্জিত হইলেন, তাঁহাদের নৈরাশ্য-ময় হৃদয়ে যেন একটুকু আশার লুপ্ত স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। এবং মনে মনে কহিলেন, এ যে দেবের মায়া—জাগ্রতে সফল স্বপ্ন, ভগবান্ কি করিবেন, তেমনটী হইবে?

মালতী সহর্ষে কহিলেন, 'রাণীজি, সে কথা স্মরণেও সুখ! সে প্রজা-পতির নির্ব্বন্ধ, তাহাতে আমাদের হাত নাই!'

রাজম—আশা ত ধর্ম্মের পথে, আগে দেবব্রত সাধন পরে স্বর্গীয় প্রসাদ গ্রহণ!!

এবার ভূপেন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন—তিনি ভাবিলেন—"এ যে দৈববাণী" —তবে কি রাজমহিষী মানবীবেশে মহাদেবী? এবং কহিলেন, "দেবি, ধর্ম্মের জন্যই জীবনে আশা, কিন্তু আশার দাস হইয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়াই পাপ! অসার নশ্বর জীবনে যেটুকু সারসত্য, তাহাকে আশার ছায়ায় কলঙ্কিত করাই মানব ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। আবার এ সংসারে আশাই জীবনের মূল"!!

মালতী—কুমার, সকল দানেরই একটা প্রতি দান আছে। আজ যদি তুমি দুঃখিনী মায়ের একমাত্র অঞ্চলের নিধি—স্নেহের অপগণ্ড শিশুকে শার্দ্দূল গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়া অভাগিনী মায়ের শূন্য অঙ্কে আনিয়া দাও, ভগবান্ কি সে কার্য্যের প্রতি দান করিবেন না? দুঃখিনী জননী কি তদবিনিময়ে চিরকাল তোমার করে আত্মসমর্পণ করিবে না?

রাজম—মালতি, সকল কর্ম্মেই ভগবানের হাত। তাঁহার প্রসাদেই সেবক শিষ্যগণ প্রভাত-প্রফুল্ল বাসন্তি-কুসুম প্রায় হাসিভরা মুখে জীবলীলা সাঙ্গ করিতেছেন। আবার কুক্রিয়াসক্ত নরাধম পাপীতাপী তাঁহারই কুটিল কটাক্ষে পড়িয়া সংসারসাগরে ভাসিয়া ভাসিয়া সময় চক্রে ঘুরিতেছে—কখন বা অকূলে পড়িয়া হাহাকার করিতেছে—কিন্তু তথাপিও আশার বিরাম নাই। সেই কণ্টকময় বিষশয্যায় ও কত আপাত মধুর পাপভরা সুখস্বপ্ন কল্পনা করিয়া ক্ষণেক তরে সেই দুঃখরাশি ভুলিতেছে!! ভগবানের নাম করিলে সেই ঘোর অশান্তিময় নরক যাতনার মধ্যেও একটুকু শান্তি পাওয়া যায়। ভগবান্ অন্তর্য্যামী,—মানবের বিশেষতঃ তন্ময় ভক্তের অন্তরে বাহিরে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া যাহাতে ভক্তের অধিক প্রীতি, যে বস্তুতে তাহার আসক্তি, তিনি ভক্তকে তাহাই প্রদান করেন। তাই বলিয়াছি—আশা তো ধর্ম্মের পথে। সে পথ ভক্তের চক্ষেও কুসুমাবৃত নহে!!

প্রভা—মাতঃ আর্য্য স্থানবাসী আবাল, বৃদ্ধ, বনিতার পূজায় কি ভগবান সোমনাথ পরিতৃপ্ত নহেন? এত সাধনার ফল কি শেষ এই দাঁড়াইল যে পাপীষ্ঠ মুসলমানের অর্থ লালসা হিন্দুর চির-পূজিত ত্রিলোক জাগ্রত শৈলেশ্বরের কনক কিরীট ব্যতীত আর কিছুতেই মিটিবার নয়?

রাজম—বৎসে, কে জানে, যে অন্তঃসলীলা ফল্গুবতীর গুপ্ত প্রবাহের ন্যায় ইহাতে ও দেবাধিদেবের কোনও মঙ্গলময় নব-বিধান অন্তর্নিহিত না আছে? তবে কি না, ভক্তের চক্ষে সর্ব্বাগ্রে অশুভ ফলই পরিদৃষ্ট হয়! আমার বিশ্বাস, দেব দ্বেষী ঘোর নারকী যবন পবিত্র মন্দিরের শতক্রোশ অন্তরে পদার্পণ মাত্রেই নব পক্ষোদ্গত পতঙ্গের ন্যায় অলীক গর্ব্বে জ্বলন্ত অনলে পুড়িয়া মরিবে!! বসুন্ধরা সে পাপের ভার কখনই মস্তকে বহিবেন না।

মালতী—তাই ভগবানের নাম 'কলুষ-নাশন!'

রাজম—তাই তিনি 'বিপদভঞ্জন—অনাথশরণ।' তাঁহারই অনুগ্রহে কুমার ধর্ম্মের পথে চিরজয়ী ও চিরঞ্জীবি হউন্। পরে প্রভাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, 'ওই চিত্রপট খানা কুমারকে উপহার দাও—এ সামান্য উপহারই অদ্যকার অনুগ্রহের উপযুক্ত! দরিদ্রের চক্ষেই মণি মুক্তার সমধিক আদর'!!

প্রভা একটুকু ইতস্ততঃ করিয়া ছবিখানা কুমারের হস্তে দিলেন। কুমারও বিনীতভাবে গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "আপনাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক্। আপনাদের প্রীতিমাখা স্নেহের উপহার এদাসের শিরোধার্য্য, কিন্তু—"

মালতী—বুঝিয়াছি, কুমার চিত্রপট গ্রহণে লজ্জিত হইতেছেন, সুখের প্রতিমা সাগরে ভাসাইয়া রঙ্গ দেখিতে যাঁহার সাধ, এ দৃশ্য তাঁহারই সুবর্ণ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হউক—বলিয়া কুমারের হস্ত হইতে সে আলেখ্য প্রভার হস্তে দিতে লইলেন; কিন্তু তত কথার পর প্রভা আর উহা লইতে পারিলেন না। মন কহিতেছে 'আ মইল নির্ব্বোধ মেয়ে—হাত বাড়াইয়া হৃদয়ে গ্রহণ কর'। কিন্তু লজ্জা রসনায় দশন কাটিয়া বলিতেছে—'ছি ছি! প্রভা সে কি? মাতৃ সম্মুখে স্বয়ম্বরা হবে না কি"? প্রভা উভয় শঙ্কটে পড়িয়া নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাজমহিষী বুঝিলেন, প্রভালজ্জায় এতটুকু হইয়া যাইতেছে। তখন তিনি সহাস্যে কহিলেন, প্রভা স্বচ্ছন্দে উহা গ্রহণ কর—নতুবা কুমারের অমর্য্যাদা করা হয়! মনে করিও ইহাও ভগবানেরই অভিপ্রেত!!

মাতৃনিদেশে কুমারী চিত্রপট পুনর্গ্রহণ করিয়া প্রচলিত কুল পদ্ধত্যনু-

সারে করযোড়ে নমস্কার করিলেন। মালতী আশীর্ব্বাদ করিলেন 'অচিরে পতিবতী হও।'

তৎপর সুবিমলা সন্ধ্যাদেবীর শুভাগমনে—মধুমাসে হৃদয়স্পর্শী মলয়ানীলের মোহন নিঃশ্বসনে, সুনীলাকাশে দু একটী ফুটন্ত তারকার মুখভরা মধুর হাসি দেখিতে দেখিতে মালতী ও ভূপেন্দ্র অন্তঃপুর হইতে বিদায় লইলেন। রাজমহিষী ভাবিলেন শান্তিপুর হইতে ধর্ম্ম আর শান্তি যেন চলিয়া গেল। প্রভা মনে করিল, তদীয়া হৃদয়.মন্দিরে সন্ধ্যার উজ্জ্বল দীপ শিখাটী না জ্বালিয়াই নিভিয়া গেল!!

---

# দ্বিতীয় খণ্ড।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

সুখে দুঃখে পাপে তাপে একটী বৎসর কাটিয়া গেল। প্রকৃতির অনন্ত স্রোতে সময়স্রোত মিশিয়া গেল। ধর্ম্মের সুখ জীবন অতলে ডুবিল—পাপীর ভাগ্যে নবজীবন হাসিয়া হাসিয়া উদয় হইল!! বঙ্গীয় ৪২০ অব্দ হিন্দুর দেব ধর্ম্মের সর্ব্বনাশোদ্দেশে নববেশে গুজরাট প্রদেশে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানের জয়োল্লাস, ভোগ বিলাসের তপ্ত তটিনী, পাপ দুরাশার দুন্দুভিনাদ গুজরাট কাঁপাইয়া সোমনাথের সুবর্ণ মন্দিরে সজোরে আঘাত করিল। সে আঘাতে হিন্দুর হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। দেশ ভরিয়া সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইল। কিছুতেই যবনের গতি প্রতিরোধ হইল না—হিন্দুর দেব ধর্ম্ম অতলে ডুবিল! পাপের জয়পতাকা শূন্যে শতদলে শোভিল। ম্লেচ্ছের পদাঘাতে হিন্দুর দেবমূর্ত্তি বিচূর্ণীত হইল।

নববর্ষ সমাগমে সুলতান মামুদ ক্রমাগত জয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া স্বর্ণগর্ভ সোমনাথের পবিত্রমূর্ত্তি বিনাশার্থ যাত্রা করিল। একে পৌত্তলিক দেব ধর্ম্ম বিদ্বেষী পাপীষ্ঠ মামুদ সোমনাথের অতুল ঐশ্বর্য্যের গৌরব শুনিয়া

ধনমদে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়া ছিল। কতকগুলী নরাকৃতি পশু আছে, যাহারা নিরীহ রমণীগণের প্রতি পাশব অত্যাচার ও পবিত্র দেব ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাতকেই জীবনে জ্বলন্ত কীর্ত্তি বলিয়া আত্মশ্লাঘা করিয়া থাকে। দুরাত্মা মুসলমানদেরও সে বিশ্বাস প্রবল ছিল। হিন্দুর হিন্দুয়ানী নষ্ট করিতে পারিলেই যেন স্বর্গে সুবর্ণ-মসজিদ নির্ম্মাণের ফল প্রাপ্ত হইত। একহস্তে কোরাণ—অন্যহস্তে তরবার, সম্মুখে স্বর্গীয়া অপ্সরা সদৃশী সুন্দরী-ললনার প্রেম পিপাসাই যাহাদের ধর্ম্মব্রতের মূল মন্ত্র,—তাহারা যে হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী হইবে আশ্চর্য্য কি ?

গুজরাট প্রদেশে হুলস্থূল উপস্থিত। যবন, সোমনাথের মন্দির হইতে বিংশতি ক্রোশ দক্ষিণে সাগরকূলে বিস্তৃত প্রান্তর মাঝে সেনানিবাস স্থাপন করিল। সে ভয়ে শিশু সাহস করিয়া কাঁদিতে পারে না, জননীর স্তনে দুগ্ধ নির্গম হয় না। হাটে হাট লাগে না, বাজারে খাদ্য মিলা ভার হইল। দোকানী পশারী লুণ্ঠন ভয়ে দোকান বন্ধ করিল। মন্দিরে মন্দিরে দেব পূজা আর চলে না—শঙ্খ ঘণ্টারবে দিঙ্‌মণ্ডল আলোড়িত হয় না। ফলতঃ গুজরাটের জনাকীর্ণ রাস্তা ঘাট যেন নিবিড় পরিত্যক্ত পল্লীতে পরিণত হইল, গৃহস্তের বাটীতে কোথাও যেন ক্রীয়মান জীবন্ত জীবনের চিহ্ন মাত্র পরিলক্ষিত হয় না। যবন বিলাসী-লম্পট, যবন ধনাপহারী দস্যু, যবন হিন্দু দেবধর্ম্মদ্বেষী ঘোর নারকী। স্ত্রীলোকের স্বাধীন ভাবে গমনাগমন বন্ধ হইল, বৃদ্ধারা পুকুরের ঘাটে যাইয়া শিবপূজা করিতে আর সাহস করেন না যুবতী যাহারা, তাহারা পিঞ্জরের বিহঙ্গিনীর ন্যায় গৃহকোণে লুকাইত হইলেন। বালিকারা ধূলী খেলা ফেলিয়া ঘরে আবদারের সুর তুলিল, প্রৌঢ়ারা সংসার লইয়া অস্থির হইলেন। তাহাদিগকে সকল দিক রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। যাহারা অভিমানী ও তেজস্বিনী তাহারা অসি ধরিলেন, ওজস্বিনী বীরভাষায় বীরভূমি জাগাইতে লাগিলেন। আর যাহারা তাহা পারিলেন না, তাহারা অকল্যাণ ভাবিয়া কাঁদিতে বসিলেন। শাস্ত্রে আছে রমণীর অশ্রুবিন্দু শূলপাণির মহা অস্ত্র হইতেও সুতীক্ষ্ণ, কিন্তু পামর কাফেরের কাছে সে শাস্ত্র খাটিল না ! !

এ সময়ে সোমনাথের মন্দিরে যুগান্তর উপস্থিত হইল। সেবক শিষ্যগণ

দ্বিগুণতর উৎসাহে দ্বিগুণতর উৎসবে মাতিয়া ভগবানের নিয়মিত পূজা করিতে লাগিলেন। উষা ও সন্ধ্যারতি সময়ে ঘোর বাদ্যরোলে যবন সেনা-নিবেশ ঘন ঘন বিকম্পিত হইতে লাগিল। ভগবন্, নির্ব্বাণোন্মুখ অস্নেহ দীপিকা থাকিয়া থাকিয়া সমুজ্জ্বল হওয়ার ন্যায় এই বুঝি তোমার শেষ সুখাভিনয়! এই বুঝি ভোগ ভক্তির শেষ আড়ম্বর! অকাল সঞ্জাত প্রাবৃট-গগনে ঘনগরজনসহ দামিনী হাসিতে হাসিতে সহসা যেমন জলদজালেই মিলিয়া যায়, এ বুঝি তেমনি ধর্ম্মের জ্যোতিঃ জ্বলিয়া উঠিল—দেব বিভা বিকাশ পাইল! আর জ্বলিবে কিনা কে জানে? এ বিপদে, হে দেবধর্ম্ম, আপনিই রক্ষিত হইও!—কে বলে ভগবানের কার্য্যে মানবের হাত আছে?

গুরুর আশু বিপদে শিষ্যের প্রাণ যেমন কাঁদিয়া উঠে, সোমনাথের উপস্থিত দৈব বিপ্লবে তেমনি ভক্তমণ্ডলীর ভক্তিসাগরে ভীষণ প্রলয় বহিল। বীর হৃদয়ে শিরায় শিরায় শোনিত প্রবাহ চঞ্চল হইয়া উঠিল। এক দিকে দেব ধর্ম্মের লাঞ্ছনা—অন্যদিকে প্রাণাদপি প্রিয় স্বদেশ স্বাধীনতা বিলোপের আশঙ্কা; একদিকে পবিত্র পুণ্যপ্রবাহে পাপের সংঘর্ষণ—অন্যদিকে উজ্জ্বল ক্ষত্রিয় কুলগর্ব্বের অধঃপতন; একদিকে পৃথিবী পুজ্য পিতৃ পুরুষগণের পবিত্রময়ী শান্তি জ্যোতিঃ—অন্যদিকে পাপীষ্ঠ যবনের বিকট মূর্ত্তি মনে করিয়া ভক্তগণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা সমস্বরে প্রতিজ্ঞা করিলেন "ধর্ম্মেরই রক্ষণ অথবা দেহের পতন"।

কাহারো কাহারো স্বভাব বিপদে আত্মবিস্মৃতি জন্মে, কর্ত্তব্য বিমুখ হইয়া পড়ে, সে কেবল সংসারানভিজ্ঞ লঘুচেতা ও মানসিক দুর্ব্বলতার পরিচয়। কিন্তু সংসারের তুমুল সংগ্রামেও যাঁহারা চিরজয়ী, প্রলয়ের প্রবল প্রবাহেও যাঁহাদের কেশাগ্রও শিহরে না, পাপ তাপ শোক দুঃখের দারুণ অশনি সম্পাতেও যাঁহাদের হৃদয় হিমাদ্রী সম অটল, এ বিপদে তাঁহাদের ধৈর্য্য চ্যুতি অসম্ভব। বহুদর্শী মহর্ষিরা যেমন অতীত বুঝিয়াছেন, ভবিষ্যৎটীও তেমনি দিব্যচক্ষে শূন্যে অঙ্কিত দেখিতে পান। প্রারব্ধ কার্য্যে বর্ত্তমানের ন্যায় ভবিষ্যৎ ও নির্ণয় করিয়া লন, পাছে যেন অকুলে ভাসিয়া হাল ছাড়িতে না হয়। ভৈরবাচার্য্য সর্ব্বাগ্রেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কার্য্যারম্ভে যত আড়ম্বর, কার্য্য কালে তত থাকে না; শেষ মুহূর্ত্তে আরও কম, কার্য্যশেষে

উষার হাসি দেখিতে দেখিতে আকাশে মিশিয়া যায়! অগ্রথিত কুসুম মালা সাগর জলে ভাসাইলে অমনি যেমন স্রোতবেগে দিগন্তর বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, ক্ষীণমূল কর্ম্ম প্রান্তরের কার্য্য প্রসারও তেমনি। মহারাজ ভীম সিংহ প্রত্যক্ষে লোক লজ্জা ভয়ে যবনযুদ্ধের পক্ষপাতী বটেন, কিন্তু পরোক্ষে অন্তঃপুরে সদ্যপ্রফুল্ল কমলদল সদৃশী কমলাবতীর সে কমনীয় প্রেম-ছবি দেখিয়া নশ্বর জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়া অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্ত হয়েন। কেবল আত্মাভিমান ভয়ে অথবা বীরা রমণীর মনস্তুষ্টির জন্যই প্রকাশ্যে বলিয়া থাকেন, দেবধর্ম্ম রক্ষার জন্য যবন যুদ্ধে আত্মসমর্পণ ; কিন্তু কার্য্যতঃ তদ্বীপরীত। মানুষের বড় একটা ভ্রান্তি, তাহারা মনের ভাব মুখে লুকাইয়া কথার ছটায় সংসারকে ভুলাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু হায়, কি দুর্দ্দশা! পোড়া প্রকৃতির প্রাণে তাহা সহিবে কেন? আকার ইঙ্গিতে ভাব ভঙ্গিতে চক্ষুর চঞ্চলতায়, পাপ বিকারের লুক্কাইত অন্তরলীলায় অজ্ঞাতে সে চিত্র বাহিরে অতি সহজেই প্রকাশ পাইয়া পড়ে। কিন্তু আত্মসংগোপনেচ্ছু নির্ব্বোধ মানব তাহা বুঝিবে না—বুঝাইতে বসিলেও উন্মত্ত প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিবে। কার্য্য কালে মহারাজের সহানুভূতি না পাইয়া পাছে সেবক শিষ্যগণ পৃষ্ঠ ভঙ্গ দেন, এইভয়ে মহর্ষি ভৈরবাচার্য্য শিষ্যগণকে এমনি সুকৌশলে শিক্ষিত ও বীর মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন, যেন একগাছি সূত্রবদ্ধ পতাকা রাশির ন্যায় টানিলে উড়িবে, আবার ছাড়িবামাত্রই অধঃ পতিত হইবে। কিন্তু মূল সূত্রটী এমনি সাবধানে রক্ষা করিতে লাগিলেন, যেন অনুচিত আকর্ষণ বেগে ছিঁড়িয়া না যায়। এক দিকে যেমন প্রচুরপরিমাণে যথা যোগ্য উপাদানে বিপুল নৈবিদ্য ও মহাড়ম্বরে পূজারতির বন্দোবস্ত করিলেন, তেমনি আবার ব্রহ্ম অস্ত্রে শত্রু বলি দানেরও বিধি ব্যবস্থা করিয়া রাখিলেন। তিনি শিষ্যগণকে বিশদরূপে বুঝাইয়া ছিলেন, "রাজা রাজ্য লইয়া ব্যস্ত, সে চিন্তায় দেব ধর্ম্মের কথা বড় স্থান পায় না। কিন্তু ভক্তের হৃদয়ে দেব প্রসাদই মহা রাজত্ব, সে রাজ্যে দেব সেবাই মহা অস্ত্র। আপাততঃ মুসলমান রাজ্য প্রত্যাশী নহে—হিন্দুর দেবধর্ম্ম বিদ্বেষী, সে গণনায় কেবল আমাদেরই উপস্থিত বিপদ্। সংসার দেখুক, নৈবিদ্যভোজী দেবদাস দরিদ্র ব্রাহ্মণের মহত্ব কেবল ন্যায় ও তর্ক শাস্ত্রেই সীমাবদ্ধ নহে,

অসিযুদ্ধেও তাহারা অগ্রগামী ও অভ্যস্ত”। ভৈরবানন্দের উপদেশ সকলেরই বেদবাক্য—কার্য্যকালে কেহই তাহা ভুলিলেন না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ধর্ম্মের অপধ্বংশ ভয়ে ভক্তের প্রাণ শতধা বিভক্ত ও প্রপীড়িত হয়। সোমনাথ ভারতবাসীর প্রাণে মোক্ষ দেবতা। মুসলমানের হস্তে তাঁহার লাঞ্ছনা সকলেরই অসহ্য। মহারাজা ভীমসিংহ বৃদ্ধ ও হীনবীর্য্য। কচ্ছ, ভূজ, কোটা, যোধপুর, পুনা প্রভৃতি রাজধানী হইতে দলে দলে সহস্র সৈন্যদল সমুপস্থিত হইতে লাগিল। বুন্দিরাজের সঙ্গে গুজরাটের ভাবি সুখ সম্বন্ধের আশা, মহারাজ বলদেবরাও স্বয়ংই বীরবেশে মণ্ডিত হইয়া আগমন করিলেন। মন্ত্রী ও অমাত্যবর্গ মহা সমাদরে সমাগতদের যথোপযুক্ত আবাস স্থান নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন—রাজবল্লবেরা নিয়মিত পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল। যবন যুদ্ধের নেতা কুমার ভূপেন্দ্র প্রত্যেক সেনানিবেশে যাইয়া সহৃদয়তা ও বান্ধবতা প্রদর্শন এবং সৈনিকগণের রণকৌশল পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ রাজা লোকলজ্জা ভয়ে এখনও কপটতার হাত এড়াইতে পারিলেন না। কিন্তু সকলেই তদীয় বাহ্য প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, মহারাজ এ যবন যুদ্ধে অগ্রসর নহেন। কেবল কুলাভিমানিনী ভীমা কামিনী রাজমহিষী কমলাবতীর উৎসাহ ও সাধু ইচ্ছায়ই এ পর্য্যন্ত রাজ্য মধ্যে সে কথা প্রকাশ পায় নাই। ধন্য বীরানারীর বীরত্ব!!

মহারাজার তাদৃশী নিরপেক্ষ ভাব গতি দৃষ্টে প্রথম প্রথম সকলেই পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়ার উপক্রম করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কমলাবতীর বুদ্ধি চাতুর্য্যে এবং কুমারের হৃদয়স্পর্শী জ্বলন্ত উৎসাহ বাক্যে জনপ্রাণীও পশ্চাদ-পদ হইতে পারিলেন না।

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সংসারে স্বার্থই সর্ব্বানর্থের মূল। মানব স্বার্থান্ধ হইয়া জীবনের গুরুতর কর্ত্তব্য ভুলিয়া পাশববিকারে উন্মত্ত হয়। হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ও আত্মবিরোধিতা স্বার্থের নিত্য সহচর। স্বার্থে যাহার হৃদয় আবিলীত, প্রতিজিঘাংসাবৃত্তি সে হৃদয়ে এত প্রবলা যে অভিষ্টসিদ্ধির জন্য একটী পবিত্র দেহের শোণিতপাতে ও পাপীষ্ঠের কোন প্রকার ভয় বা উৎকণ্ঠার উদ্রেক হয় না। স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্রহ্মহত্যায় ভয় পাইলেই বা চলিবে কেন?

বুন্দিরাজ বলদেবরাও বলীষ্ঠ ও সুকুমার যুবক। মহারাজ ভীমসিংহের ইচ্ছা—সে পাত্রে প্রভা দান করেন। তিনিও প্রভার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ-স্বার্থে অন্ধ। যবন যুদ্ধে দেবধর্ম্ম রক্ষা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, ছলে কৌশলে বিধাতার ললনা-রূপিণী সৃষ্টির আদর্শস্বরূপিণী কুসুম-নির্ম্মিতা প্রেমপ্রতিমা হস্তগত করাই মূল মন্ত্র। পর্ব্বত পার্শ্ব-প্রবাহিনী স্রোতস্বতী নিম্নগা মিনী হইলে যেমন প্রবলবেগে সম্মুখস্থ সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া সোহাগে সাগর সঙ্গিনী হয়, কুলধুরন্ধর বলদেবরাওর মনেও তেমনি আশাতটিনী প্রেমতরঙ্গে উন্মত্তা হইয়া বেগভরে শতবাধা ভাঙ্গিবার উপক্রম করিল। অন্যথা রত্নলাভ হয় না।

প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ীর হৃদয় ঘোর নরককুণ্ড হইতেও ভয়ানক। স্বার্থ এখানেই প্রতিহিংসার ছায়ানুসরণ করে। বলদেবরাও নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছেন, প্রভার মন তাহাতে নাই—ভূপেন্দ্রের অমিততেজঃপুঞ্জময় সুকুমার কান্তিতে—ততোধিক তদীয় গুণগ্রামে সে হৃদয় বিকাইয়াছে। ভূপেন্দ্র সোমনাথের জন্য আত্মসমর্পণ করিয়াছেন—এ যুদ্ধে তিনিই নেতা। ভৈরবানন্দ রাজ্যের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—প্রভার ভবিষ্য কল্যাণ তদীয় কর্ত্তব্যের উপরই নিহিত। ভূপেন্দ্র আবার তাঁহারই প্রিয় শিষ্য। যুগপৎ

যতগুলী সমস্যা, উপস্থিত হইল, সকল সিদ্ধান্তই বলদেবরাওর প্রতিকূলে। কাজেই তিনি স্থির করিলেন, ভূপেন্দ্রের মুণ্ডপাত ভিন্ন প্রভা লাভের আশা মাত্র নাই। স্বার্থ বলিয়া দিতেছে—"বীরের ন্যায় আশাপথে অগ্রসর হও—অসিকরে অভিষ্টসিদ্ধির পথ পরিষ্কার কর,—কাপুরুষ হইলে চলিবে না"।

ভৈরবানন্দ ভবানী উপাসক। সকলেই জানেন, নিশিতে তিনি মহামায়ার মন্দিরে ভগবান ভূতভাবনের পূজা করিয়া থাকেন। তদীয় সাধনাবলে শৈলেশ্বর চতুর্ব্বর্গরূপে দেখা দিয়া অভয় প্রদান করেন। যবন যুদ্ধে ভৈরবানন্দই সর্ব্বপ্রধান শাণিত ব্রহ্ম অস্ত্র।

একদা দ্বিতীয় প্রহর নিশিতে আচার্য্য মহাবিদ্যা পূজায় ধ্যানমগ্ন,—যথোপযুক্ত অর্চ্চনোপহার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। সম্মুখে শতমুখী রাজতপ্রদীপ গন্ধতেলে জ্বলিতেছে। আকাশে অল্প অল্প ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘদলে বিরল নক্ষত্র-মালা—মধ্যে মধ্যে বিদ্যুদ্বিকাশ। চতুর্দ্দিক ঘোর নিস্তব্ধ। সে সময়ে সে হেন স্থান প্রেতনিবাস বলিয়া লোকবিশ্বাসের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বাহিরের ঘোর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সহসা কি একটী শব্দ হইল—আচার্য্যের শ্রুতি সে দিকে আকর্ষিত হইল। তিনি যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার আপাদ মস্তক শিহরিয়া উঠিল। তিনি শুনিলেন, বাহিরে কে ভয়-বিকম্পিত অর্দ্ধ স্ফুট স্বরে গাইতেছেঃ—"ম্লেচ্ছ নিবহ নিধনে কলয়সিকর বালং। ধূমকেতুমিব কিমপি করালং"। উহার অর্থ—কেউ বিপদ-গ্রস্ত হইয়া তাঁহার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছেন। কিন্তু সে কণ্ঠ তাহার নিকট পরিচিত বলিয়া বোধ হইল না। সে জন্যই আচার্য্য শিহরিয়া উঠিলেন।

গুজরাটে যখন উপস্থিত। দলে দলে লোক চলা অসম্ভব। মন্দিরের সেবকগণ আচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, কেবল তাঁহাদের জন্যই নিয়ম করিয়াছিলেন, যত দিন যবন গৃহদ্বারে উপস্থিত থাকিয়া সময়ক্ষেত্রে প্রকাশ্যভাবে উপস্থিত না হইবে, তত দিন আর বিশেষ প্রয়োজনাভাবে কেহই তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবে না। অন্যদের পক্ষে তাহাও নয়। কিন্তু তিনি দিবা রাত্রিই মন্দির মধ্যে অবস্থান করিবেন। মন্দির দ্বারে সঙ্কেতসূচক

উদ্ধৃত কবিতার্দ্ধ গীত হইলেই তিনি বুঝিতে পারিবেন, কেউ তাঁহার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছেন।

আচার্য্য সে অপরিচিত কণ্ঠ শুনিয়া কেবল বিস্মিত হইলেন, তাহা নহে। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়াই স্থির নিশ্চয় করিলেন, সমূহ কোন সর্ব্বনাশ উপস্থিত। ঘরের কেঁচো সাপ হইয়াছে—বিড়াল ইঁদুর পুষিতে শিখিয়াছে। জাতীয় ধর্ম্ম সময় স্রোতে ডুবিয়াছে ভাবিয়া তিনিও সহসা ঘরের বাহির না হইয়া অভ্যন্তর হইতেই আগন্তুকের গতিবিধি প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। আগন্তুক আবারও সেই কণ্ঠে সেই কবিতার্দ্ধ গান করিয়া সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলেন। আচার্য্য এখনও মনোনিবেশপূর্ব্বক শুনিয়া সে কণ্ঠ দিনেকের জন্যও পরিচিত কিনা, বুঝিতে পারিলেন না। আচার্য্য সে সঙ্কেতের উত্তরে কহিলেন, "মৃদু নলিনীদল শীলিত শয়নে, হরি মবলোকয় সফলয় নয়নে"। এবং ঈষদুচ্চ শঙ্কা ঘণ্টাধ্বনি করিয়া স্বাগত জানাইলেন, কিন্তু সাক্ষাদর্থী সে সঙ্কেতের অর্থ বুঝিতে পারিল না। এবার আচার্য্য বুঝিলেন বিপন্ন বিদেশী, তখন পূর্ব্ব সংশয় তাঁহার মনে আরো ঘনীভূত হইল। যাহাই হউক্ না কেন, সাক্ষদর্থীকে সাক্ষাৎ দিতেই হইবে, এই স্থির করিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিলেন। আগন্তুক পুনরায় উচ্চ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন--"একি তবে আচার্য্য প্রতিষ্ঠিত মহামায়ার মন্দির নয়"? আচার্য্য আর নিশ্চিত থাকিতে পারিলেন না। অমনি তিনি উত্তর করিলেন, "হাঁ এইই মহামায়ার মন্দির বটে, আপনি কি চাহিতেছেন?"

আগ—আমি বিদেশী পথিক--সমূহ বিপন্ন,--আপনি কে?

আচা—আমি মহামায়ার দাস—ভৈরবানন্দ ঠাকুর।

যবনাগমাবধি আচার্য্য ভৈরবানন্দ ঠাকুর বলিয়াই সকলের নিকট পরিচিত। তাঁহার প্রতিজ্ঞা—যদি সোমনাথের সম্মান রক্ষা করিতে না পারেন, তবে আর আচার্য্য শব্দের অপব্যবহার করিয়া উহার অবমাননা করিবেন না।

আগ—আমি ব্রাহ্মণের দাস--ভগবানের চরণরজঃ অভিলাষী।

ভৈরবা--সোমনাথ সাধুকে কুশলী করুন। এই বলিয়া একটী দীপ হস্তে মন্দিরের বাহির হইলেন। আগন্তুক সম্মুখীন হইয়া ব্রাহ্মণের চরণাভিবাদন করিলেন।

ভৈরবানন্দ ঠাকুরও অশীর্ব্বাদ করিতে করিতে যুবকের আপাদ মস্তক দেখিয়া লইলেন। কিন্তু বাহ্যদৃশ্যে অন্তরের কথা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। আগন্তুক বিদেশী, বলিষ্ঠ যুবক ক্ষত্রিয়ের বেশ, কটিবন্ধে অসি। আজকাল অসি ভিন্ন রাত্রিকালে পথের বাহির হওয়াও অসম্ভব। ভৈরবানন্দ ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিল, আপনাকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত বোধ হইতেছে, কতদূর হইতে আসিতেছেন ?

আগ। আপাততঃ সাগরোপকূল হইতে আসিতেছি। সমূহ বিশেষ বিপন্ন, যুবরাজ ভূপেন্দ্রের সাক্ষাৎ প্রার্থী।

ভৈ-ঠা—আপনি একটুকু বিশ্রাম লাভ করুন, আমি কুমারকে ডাকিয়া দিতেছি। কিন্তু কর্ত্তব্যানুরোধে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য হইলাম—অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। কুমারের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া আমার নিকট আসিলেন, এই সকলের তাৎপর্য্য কি ? খুলিয়া বলিলে পরম আপ্যায়িত হইব।

আগ—মহাশয়, সে আর বিশেষ কোন রহস্য নহে। সন্ধ্যার প্রাক্কালেই বিপন্ন হইয়া সাগরোপকুলে উপস্থিত হইয়াছি। কিন্তু কোথায় যাইব কাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে কুমারের সহিত সাক্ষাৎ হইবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া একেবারে মন্দিরে উস্থিত হইয়া ভগবান সোমনাথের পাদপদ্ম দর্শনে কৃতার্থ হইলাম। বিপদের ভার যেন কিছু লাঘব হইল। তখন সন্ধ্যারতি হইতেছিল, ভক্তি ভাবে তাহাই প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। আরত্যবসানে জনৈক মহর্ষিকে—শুনিলাম তিনিই নাকি মন্দিরাধ্যক্ষ—জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিলেন, "আমি কুমারের ঠিকানা জানি বটে, কিন্তু আজ কাল অজ্ঞাত কুলশীলের নিকট রহস্যভেদ গুরুর নিষেধ"! কিন্তু আমি অতি দীন ভাবে পুনঃ পুনঃ উপস্থিত বিপদ রাশি বিজ্ঞাপন করিলে পর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ক্ষণকাল মৌন ভাবে কর্ত্তব্যাবধারণ করিয়া কহিলেন,— 'ভৈরবানন্দ ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেই কুমারের দেখা পাইবেন"। আর এই মন্দিরের উদ্দেশ বলিয়া পূর্ব্ব গীতার্দ্ধটী বলিয়া সাক্ষাৎ প্রার্থনার সঙ্কেত শিখাইয়া দিলেন। তদনুসারেই ভগবানের চরণ দর্শনাভিলাষী হইয়া আসিয়াছি।

ভৈরবানন্দ বুঝিলেন সে ভবানন্দ—কারণ সে ব্যতীত্ আর কাহারো সে কথা বলিতে সাহস হইত না! তিনি কহিলেন, ভবদীয় সরলতা ও সত্য নিষ্ঠায় সুখী হইলাম। ভগবান্ আপনার প্রতি প্রসন্ন হউন্। কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন; এই দণ্ডেই কুমারকে ভবদীয় সকাশে ডাকিয়া দিতেছি।

আগ—ভগবন্, ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন, আমার তত সাপেক্ষ সহিবে না। আপনি এই পত্র খানা তাঁহাকে দিয়া বলিবেন, পত্রবাহক এখনই তাঁহার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। আরো বলিবেন, আমি কোনও মুমূর্ষু মহিলাকে নিঃসাহায্য অবস্থায় প্রায় একাকী রাখিয়া আসিয়াছি, কাজেই তাঁহার আগমনাপেক্ষী হইয়া থাকিতে পারিলাম না। আমার অনুপস্থিতি বিপন্নার পক্ষে মঙ্গল জনক নহে, কুমারের কাল বিলম্বেও কার্য্য ধ্বংশের সম্ভাবনা। পত্রেই সবিস্তার লিখিত হইল সাক্ষাতের স্থান ও যথা স্থলে উল্লিখিত আছে।

বলা বাহুল্য যে আগন্তুক স্বার্থান্ধ প্রতি হিংসা তৎপর স্বয়ং বুন্দিরাজ বলদেবরাও।

আগন্তুক ভৈরবানন্দ ঠাকুরকে অভিবাদন করিয়া ত্রস্ত ভাবে প্রস্থান করিলেন। পরোপকারই যাঁহার জীবনের মহাব্রত, সরলতা ও সত্যনিষ্ঠাই যাঁহার পবিত্র হৃদয়ানন্দ, নির্ম্মল প্রেম ও প্রীতিই যে ধর্ম্ম জীবনের প্রকৃতি বাঞ্ছিত, স্বার্থ জড়িত কপট বিপদের সূত্রেও সে প্রাণ আকুল হইল; বিশেষতঃ লক্ষ্মীস্বরূপিণী অবলা রমণীর বিপদ সংবাদে ঠাকুরের মন ততোধিক কাঁদিয়া উঠিল। তাদৃশ ব্যাকুলতা সত্বেও ভৈরবানন্দ যেন আপন কর্ত্তব্য মধ্যে ভাবান্তর অনুভব করিতে লাগিলেন। অপরিচিত পুরুষ কণ্ঠে "ম্লেচ্ছ নিবহ নিধনে কলয় সিকর বালং" ইত্যাদি সঙ্গীতার্দ্ধাকর্ণনাবধি তাঁহার মনে যে অশুভাশঙ্কা উন্মেষিতা হইয়াছিল, কোন প্রকারেই যেন তাহার অপচয় হইতেছে না; বরং যতই স্থির ও গম্ভীর ভাবে বিবেকের অনুগামী হইতে চলিলেন, ততই যেন সে সন্দেহ নব নব ভাবে বিকাশ পাইয়া শত বিভীষিকা দেখাইতে লাগিল। ভৈরবানন্দ বিবেকের প্রতিকূল সিদ্ধান্ত সত্বেও স্বভাবের নিয়মানুসরণ করিলেন, পত্রহস্তে কুমারের উদ্দেশে গৃহাভিমুখে ছুটিলেন। পথ প্রান্তে নৈশ বিহারী বিহঙ্গগণের কাতরোক্তি শুনিলেন

পেঁচকের অশিব চিৎকারে চমকিয়া উঠিলেন। আকাশ হইতে একটী সমুজ্জ্বল নক্ষত্র ছুটিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে দেশান্তরে চলিয়া গেল, কিন্তু প্রকৃতির গতি কিছুতেই থামিল না। ভৈরবানন্দ ঠাকুর—"শিব-শঙ্কর-চরণে মন, ডুবে থাক অণু-ক্ষণ, ফুরাইবে মহা যাত্রা, মোক্ষধাম পাবিরে" গাইতে গাইতে নির্জ্জন প্রান্তর-পথে প্রস্থান করিলেন।

---

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পৃথিবীর আহ্নিক গতির ন্যায় কালচক্রে ভাগ্যপরিবর্ত্তন প্রকৃতির নিত্য ধর্ম্ম। আজ যাহার পয়ঃফেণ-নিভ সুকোমল কুসুম শয্যা, কালি হয়ত তাহারই ভাগ্যে পথি প্রান্তে বৃক্ষমূলে দুর্ব্বাদলে রাত্রি যাপন—আলোক নির্ম্মিত সুরম্য হর্ম্ম ঘোর গহন কানন!! আজি যাহার হৃদয়ন্তরে সুখের তরঙ্গ ছুটিতেছে, ভাগ্যপরিবর্ত্তনে সে সুখ স্রোতেই বাড়বানল জ্বলিয়া উঠিল, প্রাণ, মন, দগ্ধ হইয়া ভস্মময় হইল—সুখের গৃহে সর্ব্বনাশ আসিয়া রাজত্ব বিস্তার করিল, সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, আর পুনরুদিত হইল না। কাহারো কাহারো বিশ্বাস, সে হেন পরিবর্ত্তন স্রোত সর্ব্বথৈব প্রকৃতি গত, উহাতে মানুষের হাত নাই! আমরা মুক্তকণ্ঠে সে কথা স্বীকার করিতে পারিব না। কমলদল-শোভ-স্বচ্ছ সরোবরে খাল কাটিয়া সাগর জল মিশাইলে সে মিষ্ট শীতল অম্বুরাশি লবনাক্ত না হইবে কেন? মরাল কেলীরত সুখ সরোবরে কুমীরের আবাস না হইবে কেন? কেউ যদি মণিলোভে বহ্নিমান রত্ন খণিতে ঝাঁপ দিয়া ভস্মীভূত হয়, আপনারা কি বলিবেন, এও নিয়তি বাঞ্ছিত! আমরা বলিব, না তাহা নহে, এ কুহকিনী আশার মোহিনী মন্ত্র—অযথা প্রলোভনের পরিণাম, পাপ বুদ্ধির প্রায়শ্চিত্ত!! এহেন ভাগ্যে পরিবর্ত্তনে মানবের হাত সম্পূর্ণ। অদৃষ্ট বাদই পাপ প্রবাহের মূল, সর্ব্বনাশের গোড়া।

আজি একাদশীর নিশি। মালতী সারাদিন জলবিন্দুও গ্রহণ করেন নাই, রাত্রিতেও করিবেন না। একে উপবাস আরো গৃহ দ্বারে ধর্ম্মদ্বেষী যবন, মনে শান্তি নাই। কপোল ভাবনায় কুঞ্চিত, নয়ন চঞ্চল, বদন মণ্ডল বিষণ্ণ ও গম্ভীর। মালতীর আর শাস্ত্রের কথা মুখে ফোটে না, টোলে আর শাস্ত্রাধ্যাপনা হয় না। আজ কাল যবনকুল নির্ম্মূলই হৃদয়ের জপমন্ত্র, দেবধর্ম্মের বেদশাস্ত্র—ম[illegible]নির্ব্বাণের মহাতন্ত্র। আচার্য্য সন্ধ্যাকালেই গৃহ-ত্যাগ করেন, রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত কুমার মালতীকে রণকৌশল শিক্ষা দেন। মালতী, সোদর সমীপে সরলা বালিকার ন্যায় যবন বিনাশের কলকাটিটী বারে বারে ঘুরাইতে শিক্ষা করেন। কিন্তু আজ মালতীর সে প্রবন্ধ ভাল লাগিল না। তিনি কহিলেন,"কুমার, আজ হিন্দুর পবিত্র একা-দশীর নিশিতে অপবিত্র প্রসঙ্গ ছাড়িয়া বিষয়ান্তরে আলোচনা করা যাউক।

ভূপেন্দ্র—তবে কি শাস্ত্রালাপ?—সে বিষয়ে ত আমার দখল বিস্তর!!

মালতী--রহস্য করিতেছ কেন? আমি কি ভাই তাই বলিয়াছি? আপাততঃ পক্ষ মধ্যেও শাস্ত্রের নাম করি নাই—করিবও না।

ভূপেন্দ্র---ছি ছি! তুমি রাগ করিলে? আমি জানিতাম মালতী কখনও রাগ করে না।

মালতী—তোমার অনুমান সত্য, মালতী কখনও রাগ করে না, তবে কিনা অসার রহস্যও ভাল বাসি না। বল দেখি সে দিন সে আলেখ্য দেখিয়া কি বুঝিলে?

ভূপেন্দ্র—বুঝিলাম রাজমহিষী সুধু রূপবতী নহেন, সর্ব্বগুণবতী, সুচতুরা ও বুদ্ধিমতী। চিত্রটী অতি পরিষ্কার হইয়াছে; কিন্তু সে সময়ের ভাব ভঙ্গি বিকাশ কিছুই আমার স্মরণ পড়িতেছে না; চিত্রটী দেখিয়া বোধ হইয়াছিল, যেন উহা সম্পূর্ণ কল্পনা প্রসূত।

মালতী—সে ত বাজে কথা---আর কি বুঝিলে?

ভূপেন্দ্র—তিনি বীরাঙ্গনা, সুধীরা ও সুকৌশলী।

মালতী—এওত সেই গুণেরই কাহিনী—প্রভা সম্বন্ধে কি বুঝিলে?

ভূপেন্দ্র—মা ও মেয়েতে অণু-প্রাণীত্ব যথেষ্ট একের প্রতি অন্যের স্নেহ ও ভক্তি অটলা।

মালতী—বিবাহ সম্বন্ধে কি বুঝিলে ?

ভূপেন্দ্র—বুন্দি রাজের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধে উভয়েরই সম্পূর্ণ অমত, কেবল যবন যুদ্ধের অনুরোধে সে প্রসঙ্গ আজও চাপা রহিয়াছে, পাছে তিনি বিপক্ষতাচরণ করেন।

মালতী—সে কথা ত আমিই বলিয়াছি, আর কিছু বুঝিলে ?

ভূপেন্দ্র—দেখিলাম, প্রভা মকরন্দ-গন্ধে অন্ধ হইয়া পলাশপুষ্পে প্রাণ মন সমর্পণ করিতে উদ্যতা।

মালতী—সে দোষ পলাশেরই। বীণাপাণির মন ভুলাইয়া বসন্তের পূর্ব্বক্ষণেই প্রকৃতি-ভূষণ স্বরূপ সে ফুটিয়া উঠে কেন ?

ভূপেন্দ্র—প্রকৃতির প্রেম ডোরে পলাশের প্রাণ বাঁধা।

মালতী—তবে আর প্রকৃতি পূজিতা শ্বেতবরণীর পাদ পদ্ম পূজায় না লাগিবে কেন ? শ্রীপঞ্চমী দিনে ভক্তি চন্দন চর্চ্চিত পদ্মপলাশের কত শোভা !

উভয়ের এইরূপ কথা বার্ত্তা চলিতে ছিল, সহসা আচার্য্য আসিয়া ডাকিলেন—'মালতি' ! ভূপেন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন ;—মালতী ভাবিলেন, না জানি কি অনর্থ উপস্থিত, নতুবা একাদশীর নিশিতে মহামায়ার পূজা ছাড়িয়া ভগবান্ প্রত্যাগমন করিবেন কেন ? তিনি ধীরে ধীরে পিতৃপদ বন্দনা করিয়া কহিলেন, 'পিতঃ, অসময়ে মহামায়ার পাদ পদ্ম ত্যজিয়া এখানে কেন ? সাধনার কুশল ত ? আচার্য্য কহিলেন, 'সাধনার মঙ্গল কি না, সে ভগবানই জানেন। ভূপেন্দ্র কোথা' ?

ভূপেন্দ্রও অমনি সত্রস্তভাবে গাত্রোত্থান করিয়া আচার্যের সম্মুখীন হইলে গুরুদেব কহিলেন, "জনৈক ক্ষত্রিয় যুবক এই লিপি খানি প্রদান করিয়া কহিলেন, একটী মুমূর্ষু রমণী তোমার দর্শনাভিলাষিণী,—পত্র বাহক পথ-শ্রমে ক্লান্ত, কিন্তু ক্ষণ মাত্রও বিশ্রাম করিতে সম্মত হইলেন না। পুনঃ পুনঃ অনুরোধে কহিলেন —"অবলাকে অনেকক্ষণ নিঃসহায়া ফেলিয়া আসিয়াছি, আমি চলিলাম, কুমারকে এখনই পত্র খানা দিবেন ; আরো বলিবেন, তদীয় কাল বিলম্বে বিপন্নার প্রাণাত্যয়ের সম্ভাবনা"। পত্র পড়িয়া দেখ, বিপদের আশঙ্কা কি, আমি তাবৎ অপেক্ষা করিতেছি"—বলিয়া কুমারের হস্তে পত্র প্রদান করিলেন।

সে কথা শুনিয়া ভূপেন্দ্রের আপাদ মস্তক শিহরিয়া উঠিল, এবং সসব্যস্তে পত্রখানি গ্রহণ করিয়া আগ্রহ সহকারে উহা পাঠ করিতে লাগিলেন,—

"বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন—মহাত্মন্ আমি ভবদীয় সকাশে পরিচিত নহি, ভবিষ্যতে যে কখনও পরিচিত হইব, সে আশাও নাই। অথবা এ আত্ম প্রকাশের সময় নহে, তবে এ লিপি কেন ?

অদ্য সন্ধ্যাকালে [illegible]রকুলে বিশাল শাল্মলীতরুমূলে—যেখানে অন্তঃপুরোদ্যানের উন্নত ধবল প্রাচীর সাগরমূল স্পর্শ করিয়াছে—দেখিলাম একটী বর্ষিয়সী রমণী ধূলী শয্যায় শয়িতা,—পরিধানে মলিন বসন,—গায়ে কোন অলঙ্কার নাই। মুখ শুষ্ক, কণ্ঠ অস্ফুট, মধ্যে মধ্যে কাতরোক্তি করিতেছিল। সে শুষ্ক প্রতিমায় রূপের আভা তখনও জ্বলিতেছিল। মুখমণ্ডলে সাহস ও অধ্যবসায়ের প্রতিভা তখনও অল্প অল্প ফুটিতেছিল, প্রকৃতি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ—দেখিলে সামান্যা বলিয়া প্রতীতি হয় না। আমাদের মধ্যে যে যে কথা হইয়াছিল, এখানে তাহারই উল্লেখ করিলাম ; বিপন্না রমণীর পরিচয় দিতে পারিলাম না, আশা করি মহাশয় সহজেই অনুভব করিতে পারিবেন ;—

প্রশ্ন—সুভগে, আপনি কে ? ঈদৃশাবস্থায়ই বা কেন ?

উঃ—মহাশয়, আমাকে দুর্ভগে বলিয়া সম্বোধন করিলেই উপযুক্ত হইত। আমি বিদেশিনী কাঙালিনী, কর্ম্মদোষে দৈব দুর্ব্বিপাকে পথের ভিখারিণী।

প্রশ্ন—কণ্ঠস্বরে বোধ হইতেছে, আপনি সম্প্রতি রুগ্না অথবা দীর্ঘকাল অভুক্তা ; যদি সোদর জ্ঞানে মদাবাসে পদার্পণ করেন, যথাসাধ্য শুশ্রূষা করিয়া কৃতার্থ হই।

উঃ—ভগবান আপনাকে কুশলী করুন্। নিঃসহায়া অবলার প্রতি এতাদৃশ সাধু ব্যবহারে পরম আপ্যায়িত হইলাম। আপনার অনুমান সত্য, এ হতভাগিনী একে পথশ্রমে ক্লান্তা, তাহে আবার অদ্য তিন দিন অহোরাত্র জ্বরবিকার—অনাহার, চলিবার শক্তি নাই। যদি অনুগ্রহ করিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন, তবে এ পাপ জীবনের সমাধির পূর্ব্বে একটী কার্য্য করিলে বিশেষ উপকৃত হই—

আমি—আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে মনের কথা খুলিয়া বলুন, সাধ্যায়ত্ত হইলে এ মুহূর্ত্তেই উহা সম্পাদিত হইবে। প্রাণাত্যয়ে ও কার্য্যোদ্ধারে কুণ্ঠিত হইব না।

রমণী—আপনার সৌজন্যতায় সুখিনী হইলাম, আপনি বোধ হয় গুজরাটবাসী ?

আমি—আপাততঃ বটে, যবন বিদ্বেষী বলিয়া ভগবান্ সোমনাথের চরণ দর্শনাকাঙ্ক্ষী।

সে কথায় রমণীর মুখে ভাবান্তর পরিলক্ষিত হইল। উষার অস্ফুট হাসিটী যেন সহসা একখণ্ড জলদ ছায়ায় মলিন হইয়া গেল। ক্ষণকাল পরে নৈরাশ্য ব্যঞ্জক একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন,—ও-আপনি বিদেশী,-তবে আর কার্য্যসিদ্ধ হইল না!—রত্নোদ্ধার অসম্ভব!!

আমি—রত্ন কে? সে কিসের রত্ন?

রমণী—রত্ন-কুমার ভূপেন্দ্র! রত্ন এই জন্য—তিনি বীরোত্তম ক্ষত্রিয়-কুল গর্ব্ব!

আমি—বুঝিলাম তিনি মহাবীর ক্ষত্রিয়—নাম ভূপেন্দ্র! কিন্তু গুজ-রাটে কোথায় অবস্থান করেন?

রমণী—তত কথা আমি জানি না, আর বলিবারও সাধ্য নাই, তবে শুনিয়াছি, তিনি রাজকুলগুরু আচার্য্য ভৈরবানন্দের শিষ্য, তাঁহার বাটীতেই অবস্থান করেন।

শুনিয়া একটুকু ভরসা হইল। আমি রমণীকে আশ্বাস বাক্যে কহিলাম, "শৈলেশ্বরের আশীর্ব্বাদে বোধ হয় এ রত্নের অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিব, কিন্তু এ অবস্থায় আপনাকে একাকিনী রাখিয়া যাইতে পারিব না। অনুগ্রহ করিলে, মদীয় আবাসে রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে এখনি কুমারের অনুসন্ধানে যাইতেছি"।

রমণী—মহাশয়, ভবানীর ইচ্ছা নয় যে এ পাপিয়সী রোগে, শোকে, ক্ষুৎপিপাসায় ওষ্ঠাগতপ্রাণা হইলেও সাধুর গৃহে তিলেকের জন্যও শান্তি লাভ করে, কাজেই ভবদীয় অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না;—তবে বলিতে পারি যে কার্য্যোদ্ধার হইলে এজীবনে উপকার বিস্মৃত হইব না।

রমণী কিছুতেই স্বীকার করিলেন না, কাজেই অমনি আমি ভবদীয় উদ্দেশে ছুটিলাম। আচার্য্যের নাম শুনাছিল, তাই সাহস করিয়া সর্ব্বাগ্রে ভগবানের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য অধ্যক্ষের নিকট জানিলাম, সত্য সত্যই মহাশয় আচার্য্যের শিষ্য, তদীয় গৃহেই অবস্থান করেন। এ অবস্থায় সাক্ষাতের সম্ভাবনার অভাব ও সময় সাপেক্ষ ভাবিয়া এত বিস্তারিত লিপি পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছি। দ্বিতীয় কারণ—পাছে অপরিচিতের কথায় আপনার বিশ্বাস না হয়!! এখনও যে বিশ্বাস হইবে, সে আশাও কম, তবে ইহ সংসারে ক্ষত্রকুল সত্যবাদী,—সেই কুলগৌরবের ছায়ানুসরণ করিয়াই ভরসা হইতেছে;—আমিও যবনদ্বেষী ক্ষত্রিয় যুবক।

পীড়িতার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইলে পত্রপাঠ মাত্র উদ্দেশ্য স্থানে রমণীর অনুসন্ধান করিবেন, বিলম্বে জীবন সংশয়"!!

পত্রপাঠ করিয়া কুমার একেবারে কিংকর্ত্তব্য বিমূখ হইলেন। অখিল আকাশ যেন তাঁহার মস্তকোপরি ঘুরিতে লাগিল—নয়ন দৃষ্টিহীন হইল। সমস্তই যেন তাঁহার নিকট জাগ্রত স্বপ্নময় ভৌতিক মায়া বলিয়া অনুভূত হইতেছিল। মুখে আর কথাটী ফুটিল না। মালতী স্বভাবকোমলা, সরলা বালিকা, সে মনে ভাবিল এ আবার কোন্ জহরীর কথা? ভৈরবানন্দ ঠাকুর সংসারাভিজ্ঞ, তাঁহার মনে পূর্ব্বাবধিই একটুকু সংশয় সমীর ছুলিতেছিল, এখনও যেন সে প্রবাহ শূন্যে মিলাইল না। তিনিও এগুপ্ত লিপির মর্ম্মভেদ করিতে পারিলেন না। একবার ভাবিলেন, হতে পারে, এ কোনও নিরপেক্ষ গুণ পক্ষপাতী প্রেমোন্মাদিনীর দুর্দ্দমনীয় হৃদয়বেগের পবিত্রা গতি, আবার অমনি মনে হইল—না-না, এ রহস্যময় সংসারে কপটতাপূর্ণ বিষময় ছলনা!! এই প্রকারে শত চিন্তা আসিল, শত চিন্তা বিলয় পাইল, কিন্তু কিছুতেই স্থির সিদ্ধান্ত হইল না। অবশেষে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুমার, পত্রপাঠে কি বুঝিলে"?

কুমার—এ যেন কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুর ঘোর ষড়যন্ত্র বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু আমি তো কখনও কাহারো মন্দ করি নাই, তবে আমার নষ্টোদ্দেশ্যে এহেন ফাঁদ কেন?

আচার্য্য—আপাততঃ সরল চক্ষে সংসার যত সরল বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু ফলতঃ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ তত সরল নহে ;—উহা মানব বুদ্ধির অতীত—বাহ্যিক অনুমান হইতে অনেক দূরে।

মালতী—সে কি ? পত্রখানি শুনিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম, এ বুঝি কোনও দ্বিতীয়া প্রভার কথা ! যদি তাই না হয়, তবে আর এ সময়ে বাহিরে যাওয়ার আবশ্যক নাই। আজ কাল্ গুজরাটের যে দুঃসময়, একে ভাঙ্গা তরী, তাহে আবার উত্তাল তরঙ্গমালী অকূল সাগরে কাণ্ডারী-বিহীন ! হয়ত এ পাপ যবনেরই চক্রান্ত !!

আচার্য্য—তবে কি দেশের কপাল একেবারেই পুড়িয়াছে ? ঘরের পোষা ইঁদুরেই কি বাঁধ কাটিতে শিখিয়াছে ? কোনও অকৃতী কুলকলঙ্ক ক্ষত্রিয় যুবক কি পাপ যবনের দূতত্ব স্বীকার করিয়াছে ?

কুমার—গুরুদেব, অমঙ্গল আর ডাকিয়া আনিতে হয় না, সে আপনিই আসে। কিন্তু সত্য সত্যই যদি কোনও বিপন্নারমণী আশ্রয়াভিলাষিনী হইয়া থাকেন, তবে কল্পিতাশঙ্কায় কর্ত্তব্য স্খলিত হইতে হইল। কোন বিষয়েই শত্রুকে পৃষ্ঠ দেখাইতে নাই। সংসারে খল প্রকৃতির লোক যতই অসদভিপ্রায়ে আহ্বান করুন না কেন, সরলভাবে ভগবানের আদেশ জ্ঞানে সাধুর ন্যায় তখনি সেখানে উপস্থিত হইলে আহ্বানকারী অমনি স্বীয় পাপ কল্পনা স্মরণ করিয়া সাতিশয় লজ্জিত হইবে। যখন ক্ষত্রিয়কুলে জন্মাইয়াছি, প্রত্যক্ষেই হউক্—আর পরোক্ষেই হউক্, পদে পদেই মহা বিপদকে আলিঙ্গন করিতে হইবে—অতএব সত্যানুসন্ধান করাই শ্রেয়ঃ—” বলিয়া গুরুদেবের অনুমতি চাহিলেন।

গুরু- পৌরুষাভিমানী সন্তানকে দুর্ব্বার সমরে পাঠাইতেও কুণ্ঠিত হয় না। নিঃসহায়া বিপন্নারমণীর আশ্রয়দানে কল্পিত বিপদের আশঙ্কায় কেমন করিয়া কর্ত্তব্য পরাঙ্মুখ হইতে বলিব ? মহামায়ার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া অগ্রসর হও, মা সর্ব্বমঙ্গলা অবশ্যই সন্তানের মঙ্গল করিবেন।

গুরুর উপদেশে ভূপেন্দ্র গমনোন্মুখ হইলে মালতী কহিল, “ওকি, এঁক ছুটে কোথা যাইতেছ”? ভূপেন্দ্রের চমক ভাঙ্গিল। গুরুদেব কহিলেন—“উত্তরীয় গ্রহণ কর”। মালতী ত্রস্তহস্তে কক্ষাভ্যন্তর হইতে

দোছুট ও তদীয় অসি আনিয়া কহিলেন, "রাত্রিকালে নিঃসম্বল পথের বাহির হইতে নাই" বলিয়া দোছুট ও অসি কুমারের হস্তে প্রদান করিলেন, আর কাণে কাণে বলিয়া দিলেন, "রমণীকে এখনই সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিও, আমি তাঁহার সেবা করিতে পাইলে সুখিনী হইব"।

মালতি! সংসারে তোমার ন্যায় ভবিষ্যৎদর্শী পরকামাকাঙ্খী ও সুবিনয়ী আর কটী আছে? কুমার সাগরকুলোদ্দেশে এবং গুরুদেব মহামায়ার মন্দিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

---

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সেই নিশাকালে—সেই বিশালপুরে মালতী একাকিনী রহিলেন। একা থাকাই তাঁহার অদৃষ্ট লিপি, এতকাল একাই থাকিতেন, কিন্তু কুমারের আগমনাবধি তিনি আর একা থাকেন না। কুমার চলিয়া গেলেন, তাই আজি বহুবিধ অশিব চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। এত সাধের শাস্ত্রানুশীলনেও আজ মনঃ সংযোগ হইল না, নিয়ত বন্ধনমুক্তা তরণীর ন্যায় পাকচক্রে ঘুরিতে লাগিলেন। নৈশ সমীরণ ফুর্ ফুর্ করিয়া বহিয়া চিন্তা-সাগরে অনুচ্চ লহরী খেলিতে লাগিল। একটী একটী করিয়া গুণিয়া দেখিলেন, সে লহরী অনন্ত। প্রথম লহরী—এ রমণী কে—কুমারের দর্শনাভিলাষী কেন? রত্ন কুমার ভূপেন্দ্র! দ্বিতীয় লহরী—যবনদ্বেষী ক্ষত্রিয়-যুবক, বিপন্নার রক্ষণে মুক্তহস্ত—এ যুবক কে? তৃতীয় লহরী—না, এ সকল স্বপ্নমূলক ঘোর ষড়যন্ত্র! পামরের প্রতারণা? চতুর্থ লহরী—অথবা কি সমরাঙ্গনে জাজ্জ্বল্যোন্মুখ প্রবল শিখাকে পূর্ব্বাহ্লেই ছলক্রমে নির্ব্বাণের চেষ্টা? পঞ্চম লহরী—তবে কি এরূপ পিপাসু প্রতিযোগী প্রেমিকের প্রতিহিংসার সুতীক্ষ্ণ শরসন্ধান? বাঁধ বিমুক্ত অনন্ত প্রবাহ অনন্ত দিকে ছুটিল, কিছুই স্থির হইল না। আবার বিরক্তিভাবে এক খানা গীত গোবিন্দ খুলিলেন, সহসা এক স্থানে দেখিলেন;

"তবকর কমলবরে নখ সম্ভূত শৃঙ্গং।
দলিত হিরণ্য কশিপু তনু ভৃঙ্গং।
কেশব ধৃতি নর হরিরূপ, জয় জগদীশ হরে॥
ক্ষত্রিয় রুধির ময়ে জগদপগত পাপং।
স্নপয়সি পয়সি শমিত ভব তাপং।
কেশব ধৃত ভৃগু-পতিরূপ, জয় জগদীশ হরে"॥

পড়িতে পড়িতে মালতীর চক্ষে জল আসিল। তিনি করযোড়ে ঊর্দ্ধ পানে কহিলেন, "হে ত্রিলোকেশ্বর, যে তুমি নৃসিংহরূপে দৈত্যেশ্বর হিরণ্য কশিপুকে নিধন করিয়া জীব জগতে মহাভক্তির প্রতীষ্ঠা করিয়াছ, কুরুক্ষেত্র সমরে ক্ষত্রিয় শোণিতে তর্পণ করিয়া সংসার সন্তাপের শান্তিসাধন করিয়াছ, আজ কি ভক্তের বাহুবলরূপে পাপ যবন শোণিতে তর্পণ করিয়া হিন্দুর দেবধর্ম্ম রক্ষা ও ধরণীকে এ পাপছায়াস্পর্শ হইতে মুক্ত করিবে না? অবশ্যই করিবে, হে দেব, অবশ্যই তোমার বিপত্তি-ভঞ্জন মধুস্থদন নামের জয় জয় করা হইবে"। এই বলিয়া মালতী আবারও মহেশ্বরের উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বিরলে বসিয়া দুই বিন্দু অশ্রুজল মোচন করিলেন!!

আচার্য্য মহামায়ার মন্দিরে যাইতেছিলেন, সহসা কাহারো পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। কেহ যেন আঁধাররাশি ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে অগ্রে অগ্রে ছুটিতেছে। দুর্দ্দিনের সময়, বৃক্ষপত্র পতন শব্দেও হৃদয় চমকিয়া উঠে,—তাই ঠাকুরের মনেও সন্দেহ জন্মিল। তিনি সঙ্কেতসূচক প্রশ্ন করিলেন, অগ্রযায়ী ও সঙ্কেতানুযায়ী উত্তর করিলেন। প্রশ্নকর্ত্তা কণ্ঠস্বরেই বুঝিলেন—পথিক ভবানন্দ ঠাকুর। পথিকও চিনিলেন প্রশ্নকর্ত্তা ভৈরবানন্দ ঠাকুর।

কৃষ্ণা একাদশীর নিশি-আকাশে ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘ। একবার বিদ্যুতালোকে ভৈরবানন্দ দেখিলেন, সম্মুখে ভবানন্দ দাঁড়াইয়া—ভবানন্দও বুঝিলেন ভৈরবানন্দ তাহারই দিকে আসিতেছেন। তখন "ভাই ভাই আজ, বাঁধরে হৃদয়, রক্ষিতে ধর্ম্ম যতনে" গাইতে গাইতে উভয়েই মহানন্দে আলিঙ্গন করিলেন। আলিঙ্গন করিতে করিতে উভয়েই কাঁদিলেন। চক্ষু মুছিতে ২ আবার চলিতে লাগিলেন, চলিতে চলিতে উভয়ের কথা চলিল,

ভৈরবা—ঠাকুর, এ সময়ে কোথায় যাইতেছেন? সোমনাথের মঙ্গল ত?

ভবা—মহামায়ার মন্দিরেই চলিয়াছি, শৈলেশ্বরের সর্ব্বাঙ্গ কুশল, ভবদীয় মহাসাধনার মঙ্গল ত?

ভৈরব—মঙ্গল কি অমঙ্গল মহামায়াই জানেন, আজ সাধন তন্ত্র যেন ছিন্ন ভিন্ন--

ভবা—ইতিপূর্ব্বে কুমারের উদ্দেশ্যে কেউ চরণদর্শনাকাঙ্খী হইয়াছিল?

ভৈরবা—আসিয়াছিল—বলিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন, কারণ কোনও বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসু হওয়া তাঁহারই নিষেধ।

ভবা—পত্রবাহক আমাকেও ঠিক্ এই বলিয়াছিল, তাই রহস্য ভেদ করিয়াছি।

ভৈরব—তোমার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছ, কিন্তু আমার মন বড় উদ্বিগ্ন হইতেছে, বোধ হয় এ যেন কোনও অনন্ত মায়াময় কুহক! প্রতারণাও প্রতিহিংসা মূলক ব্যাধের বাগুরা বিস্তার!! নিয়তই কুমারের অশুভাশঙ্কা বাড়িতেছে!

ভবা—গুরুজনের চক্ষে সংসারাভিজ্ঞতা ও স্নেহ প্রবণতাবশতঃ বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয়ই সমান। সংসারে দিগ্পাল বৈরী হইলেও যাহার অটল হৃদয় শিহরে না, আজ তাঁহার বিচলিত হইবার কারণ অবশ্যই অত্যন্ত গুঢ়। বিনা বাতাসে মহাসাগরে তরঙ্গ কি সম্ভবে?

ভৈরব—ভগবান্ করুন্—মিছার আতঙ্ক যেন আকাশকুসুমরূপে পরিণত হয়! কিন্তু বিপন্নের রক্ষণ চেষ্টা মায়ের আদেশবাণি, জীবনের মহাব্রত! কুমার স্বয়ং যাহার সাহায্যে ব্রতী, সে কার্য্যে আমাদের হস্তক্ষেপ নিষ্প্রয়োজন বটে, তবু সময় ও অবস্থা ভেদে গুজরাটের বর্ত্তমান মেঘাবৃত অদৃষ্টাকাশ স্মরণ করিয়া সাবধান হইতে হয়।

ভবা—ভবদীয় কর্ত্তব্যে সামান্যের অভিমত সাপেক্ষ কি?

উভয়ে এইরূপ কথা প্রসঙ্গে মন্দির দ্বারে পৌছিলেন। আচার্য্য কবাট উন্মুক্ত করিলেন। উভয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক কুমারের কল্যাণকামনা করিয়া ভক্তিভরে মহামায়ার চরণারবিন্দে পুষ্পাঞ্জলী অর্পণ করিলেন। একটী প্রফুল্ল কুসুম মায়ের চরণ হইতে ঈষৎ স্খলিত হইয়া পড়িল। অমনি

আচার্য্য অশ্রুপূর্ণলোচনে কাতরবচনে ভিক্ষা মাগিলেন, মা জগদম্বে, বুঝিয়াছি, অচিন্ত্য বিপদাশঙ্কা অদৃষ্ট লিপি! দুর্গে দুর্গতিনাশিনি 'মা তারিণি, দেখিও, প্রলয় সাগরে ভাঙ্গা তরণীর একমাত্র কাণ্ডারী—ধর্ম্ম রক্ষার অনন্য সম্বল—যেন অকূলে ভাসিয়া না যায়! মাতঃ চতুর্ভুজে, এই আমি চলিলাম, চির সেবকের যেন ধর্ম্ম নষ্ট না হয়!!*

উভয়ে আবার প্রণাম করিলেন, আচার্য্য পুনরায় মন্দিরের দ্বাররুদ্ধ করিলেন—সে বিরল আঁধার পথে চপলালোক সহায় করিয়া সাগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে উভয়ে গাইতে লাগিলেনঃ—

"মৃদু নলিনীদল শীতল শয়নে।
হরি মবলোকয় সফলয় নয়নে" ॥

---

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কাহারো কাহারো স্বভাব গুরুগঞ্জনা ও লোকলাঞ্ছনা ভয়ে মিথ্যা পৌরুষ বাক্যে সত্য গোপন করিতে প্রয়াস পায়। সে ব্যক্তি আত্মগোপনে যতই কেন অভ্যস্ত না হউক, পুনঃ পুনঃ অলীক বাদে জিহ্বাকে যতই কেন কলুষিত না করুক, সত্য কিছুতেই লুক্কাইত থাকিবে না। আপনিই প্রকাশ হইয়া পড়ে। ইচ্ছা হয় দুরবগাহ তুঙ্গ শৈল-শিখরের অন্ধকারতম প্রদেশে সে সত্যকে দৃঢ় প্রোথিত করিয়া রাখ, অথবা ঘোর আবর্ত্তময় আবীল সমুদ্রের গভীরগর্ভে অদৃশ্য অভেদ্য প্রস্তর স্তরের অন্তরতম প্রদেশে সে সত্যকে বিসর্জ্জন দাও, হয়ত সূর্য্যদেব সে রাজ্যে সিংহাসন পাতিলে একটী রশ্মিবিন্দু ও লোক সমাজে প্রকাশ পাইবে না, কিন্তু সত্যের সে তীব্র জ্যোতিঃ, ঊষারাণীর উজ্জল তারকাটীর ন্যায় স্বতঃই দীপ্তি পাইতে থাকে। সে আলোকগতি কিছুতেই নিরুদ্ধ হয় না। আজ লোক সমাজ দলবদ্ধ হইয়া যে সত্যকে গোপন করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, দু দিনে হউক, দশ দিনেই হউক, সে সত্য আবার সে দলের মুখেই অজ্ঞাতভাবে

প্রকাশ পাইয়া পড়ে। সাধুর সুপ্রশস্ত হৃদয়ে যেমন স্বর্গের জ্যোতিঃ শত সহস্র যোজন অন্তর হইতেও আপনিই সরল ধারে বিস্তারিত হয়, সেইরূপ নিখিল ধরাতলে নিরালোকেও সত্যের জ্যোতিঃ স্বতঃই প্রভাসিত হয়! দুর্ব্বল ক্ষীণমতি ভ্রমাত্মক মানব কেন যে তবে সেই প্রবল পরাক্রান্ত সত্যের মহিমাকে মিথ্যার পদমূলে বলি দিতে উদ্যত—সে রহস্য কে বুঝিবে—কেমনে বুঝাইব?

গুজরাটাধিপতি এত কাল আত্মগোপন করিয়া মিথ্যা যুদ্ধ ঘোষণার ভাণ করিতে ছিলেন, কিন্তু সত্যের ঢোল আর মূক রহিল না, চিবুক-দ্বয়ের ঈষদ্ কম্পনে ও মানসিক প্রলাপ বিকারের মন্দ সঞ্চলনে সে ঢোল বাজিয়া উঠিল। নিঃশ্বাস বায়ু-সহকারে ও গুপ্ত সমালোচনার অস্ফুট নিঃস্বনে সে সত্য গুজরাট প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িল। একে একে সকলেই জানিল, মহারাজ এযুদ্ধে প্রস্তুত নহেন। একদিন ভীম সিংহ কমলাবতীকে বলিয়া ছিলেন, "সোমনাথ যদি যথার্থ ই জাগ্রত দেবতা হন, যদি তাঁহার প্রকৃত মাহাত্ম্যই থাকিয়া থাকে, তবে তিনি স্বতঃই রক্ষিত—কি সাধ্য পাপ যবন তাঁহার ছায়া স্পর্শ করে? দুর্ব্বল মানবের সে চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। মানব-ধর্ম্মরক্ষা ভগবানের হাত—কিন্তু কে বলে যে ভগবানের বিপদুদ্ধারে মনুষ্যের হাত আছে"? কমলাবতীর শত চেষ্টায় ও একথা গোপন রহিল না। পর্য্যায় ক্রমে অন্তঃপুর হইতে বহির্ব্বাটীতে, তথা হইতে প্রমোদবনে—সেখান হইতে সেনা নিবাসে প্রবেশ করিয়া অবশেষে যবন শিবিরে মহা হাসির তরঙ্গে ভাসিয়া গেল। কিন্তু কুলগুরু ভৈরবাচার্য্যের শুভাশীর্ব্বাদে কুমারের আন্তরিক যত্ন ও শিক্ষা কৌশলে এবং বীর হৃদয়া রাজমহিষীর রণোত্তেজনাময় জ্বলন্ত উৎসাহ বাক্যে ধর্ম্মভীরু যুদ্ধযাত্রীগণ ভগ্নোৎসাহ হইলেন না। সকলেই বরং রণোন্মত্ত—সকলেই ধর্ম্মের পদমূলে বিকাইতে প্রস্তুত। মন্দিরের সেবক শিষ্যগণ গুরুর শিক্ষানুসারে সমকণ্ঠে গাইলেন,—"ভাই ভাই আজ বাঁধরে হৃদয় রক্ষিতে ধর্ম্ম যতনে"। মালতীর টোলেও গুরু শিষ্যে অনুচ্চ পঞ্চমে তুলিলেন—"দেহিমে পদ মুদারং"। সে মহাসঙ্গীতের ঢেউ যবন শিবির আঘাত করিল, তাহারা বুঝিল, গুজরাট নিষ্প্রাণ নহে, এখনও সে হৃদয়ে নর শোনিত প্রবাহিত। আর্য্য-গৌরব জাগ্রত,—দেহে দেহে ক্ষত্রবীর্য্য

অনুপ্রাণিত। যোগধ্যানরত শীর্ণকায় ব্রাহ্মণকরে ও শাণিত অসি সুশোভিত। যবনের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিল, বিদ্রূপের হাসি শুকাইল—বিলাসের আসন টলিল। তখন যবন জানিতে পারিল, এ বাল্যলীলা নহে; বিক্রম কেশরীর মুখের গ্রাস কাড়িতে হইবে, আর নিশ্চিন্তে ঘুমাইলে চলিবে না!

মহারাজ পীড়িত, কিন্তু পীড়া সাংঘাতিক নহে, রাজ রাজরার ব্যারাম অল্পেই অধিক। সুচনা মাত্রেই হৃদকম্প। দণ্ডে দণ্ডে বৈদ্যকুল তিলকের কটু, তিক্ত, কষায় প্রভৃতি বিবিধ উপাদেয় ঔষধির ব্যবস্থা। দাস দাসীগণ অনুপান সংগ্রহে ব্যস্ত, কমলাবতী স্বহস্তে ঔষধ সেবন করাইতে একান্ত তৎপর। রোগ সাংঘাতিক না হইলেও পতিব্রতা রমণীর পক্ষে স্বামীর অঙ্গে কাঁটার আঁচর লাগিলেও শেল যাতনা বৎ অনুভূত হয়। একে রোগ চিন্তা ও দিবা রাত্রি জাগিয়া শুশ্রূষা, আবার পাপ যবন দ্বারদেশে উপস্থিত, কুসুম-প্রতিমা কমলাবতীর প্রাণ ওষ্ঠাগত, বিষাদে মলিন, ঘোর আবর্ত্ত মাঝে পড়িয়া দিন দিনই নিস্প্রভ। কালক্রমে সতীর দেবারাধনায় ও ধর্ম্মের প্রসাদে মহারাজ অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলেন। রাজ শান্তিতে রাজমহিষী দ্বিগুণ শান্তিময়ী, যেন ঝটিকা পীড়িত দুর্ব্বল দেহে অভিনব আশা ও উৎসাহের অভ্যুদয় হইয়াছে। হিমানী মণ্ডিত কুসুম কানন যেন নূতন শোভা ধারণ করিয়াছে!

একদা ভীমসিংহ কমলাবতীর কোমল অঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া অর্দ্ধ শয়িতভাবে অবস্থিত। কমলাবতী চম্পকাঙুলী ময় সুন্দর হস্তখানা স্বামীর সর্ব্বাঙ্গে পরিচালনা করিতে ছিলেন। বৃদ্ধ তরুণীর সেই তরলস্পর্শে সে দুর্ব্বল দেহেও যেন স্বর্গ সুখ অনুভব করিতে ছিলেন। মধ্যে মধ্যে দু একটী কথাও চলিতে ছিল। মহারাজের ইচ্ছা, মন খুলিয়া দুটো প্রেমালাপ করেন, কিন্তু কি দুর্ভাগ্য, কমলাবতীর তাহা ভাল লাগিল না। সে কথার শক্তিতে পাছে আবার অসুখ বাড়িয়া উঠে। পাঠকগণ হয়ত বৃদ্ধের তাদৃশ রসাভাসে হাসিবেন, যুবতী পাঠিকাগণ হয়ত অসন্তুষ্টা হইবেন, তাঁহারা বলিবেন, ছি! কমলা বড় নির্ব্বোধ! এ কাঁচা বয়সে বুড়ো স্বামীর হাতে পড়িয়া দুটো কথার কথায় ও যে সুখিনী হইবে, তাহাও নয়! আ ম'ল যা, কি হাবা মেয়ে! কিন্তু হৃদয়ের স্রোত একবার খুলিয়া গেলে আর বাঁধিয়া রাখা যায় না।

কমলার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভীমসিংহ কহিলেন, কমলে, ক্ষান্তা হও, এখনও সময় আছে, তীর্থযাত্রা স্থলে কোনও বিরল প্রদেশে অবস্থান করি, তোমার ও প্রেমমাখা মুখখানি হেরিয়া ভবিষ্য মহাযাত্রাও ভুলিয়া যাই, প্রাণেশ্বরি, এ বৃদ্ধ বয়সে দুর্বৃত্ত পামরদের সঙ্গে যুদ্ধ করা কি সম্ভবে ?

কমলা—হৃদয়েশ, চরণাশ্রিতা চিরদাসীকে ঈদৃশী বিলাস বাসনার প্রলোভন দেখাইয়া দেবব্রতে পরাঙ্মুখী করিতে প্রয়াস পাইতেছেন কেন ? স্বামী স্ত্রীর শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু,—সংসারে সর্ব্বপূজ্য ও একমাত্র উপাস্য, ধর্ম্মব্রতে মুখ্য সাধন, তীর্থযাত্রার মহাগতি। পতির নিদেশ ব্যতীত কোন কার্য্যেই শাস্ত্রতঃ ধর্ম্মতঃ স্ত্রীর অধিকার নাই। বড় সাধ ছিল, যবন সমরে পতির অনুগমন করিয়া জীবনের শেষব্রত উদ্‌যাপন করিব, ভগবন্‌, সত্যই কি তবে দাসীর সে সাধ পূরিবে না ?

ভীম—প্রিয়ম্বদে, এমন নিষ্ঠুর পামর কে—এ হেন আলোক সামান্যা সুখের তরণী সাগরে ভাসাইতে কার সাধ ? যে সুন্দর বাসন্তি কুসুম সুনির্ম্মল সান্ধ্য সমীরণের কোমল নিশ্বাসে ও মলিনা হয়, কেমন করিয়া সে সুষমা জ্বলন্ত সমরানলে নিক্ষেপ করিব ? আমি জানি, ছায়া কখনও দেহ ছাড়া হয় না, তাই স্থির করিয়াছি, এ বৃদ্ধ বয়সে যবনের সঙ্গে যুদ্ধ সম্ভবে না। যবন দুর্জ্জয়, বিলাসী ও ঘোর নারকী, স্বর্গীয় প্রেমের মহিমা তাহারা কি বুঝিবে ? রণক্ষেত্রে রমণীকরে অসি দেখিয়া পাপীষ্ঠেরা উপহাস করিবে—সে কষ্ট আমার প্রাণে সহিবে না ! !

কমলা—মহারাজ, যবন জানে, ক্ষত্রিয় ললনা ধর্ম্মের জন্য, স্বদেশ স্বাধীনতার জন্য, ততোধিক অমূল্য সতীত্ব রত্ন রক্ষার জন্য অসিকরে জ্বলন্ত সমরে অথবা প্রজ্জ্বলিত চিতানলে আত্ম বিসর্জ্জনেও কুণ্ঠিতা নহে। আর প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়াই বা মুক্তির আশা কি ? জগৎ চিরকাল কলঙ্ক ঘুষিবে যে মহারাজ কেবল স্ত্রীর মন্ত্রণায় এ বৃদ্ধ বয়সেও প্রণয় পাশ ছিন্ন করিতে না পারিয়া অনায়াসে চিরপূজিত দেবধর্ম্ম ম্লেচ্ছের পদমূলে বিসর্জ্জন করিলেন। এ দুর্ব্বল প্রাণে সে দুর্নিবার অপবাদ কিছুতেই সহিবে না ! !

মহা—আর যুদ্ধ করিলেই বা জয়ের আশা কি ?

কমলা—কুমারের বুদ্ধিকৌশলে ও যত্ন বাহুল্যে সৈন্যগণ যথেষ্ঠ শিক্ষিত,

উৎসাহী ও রণোন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। সোমনাথের সেবক শিষ্যগণও দেবরক্ষণে কর্ত্তব্য বিমুখ হইয়া নিদ্রিত নহেন। মহিলারা সাগরগামিনী চঞ্চলা স্রোতস্বতীর ন্যায় ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। ভগবানের সন্তান সকলেই, চতুর্দ্দিক হইতে রাজন্যমণ্ডলী স্বীয় সৈন্য সামন্ত লইয়া সোমনাথের রক্ষার্থে অগ্রসর হইয়াছেন।

মহা—বুঝিলাম, যুদ্ধের আয়োজন যথেষ্ঠ হইয়াছে। তথাপিও ম্লেচ্ছের নিকট গুজরাটবল মহাসাগরের অনন্ত তরঙ্গদলে কয়েকটী জল বুদ্ বুদ্ মাত্র। যুদ্ধে জয়ের আশা আকাশকুসুম!!

কমলা—আকাশে প্রলয়ের মেঘ দেখিয়াই কি হাল্ ছাড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য? হয়ত আকাশ আবার পরিষ্কার হইবে—তরণী সহজেই কুল কিনারা পাইবে। মহা সাম্রাজ্যে বাস করিয়া অনাথিনী সম্রাটের উৎপীড়ন ভয়ে কবে সামান্য পর্ণ কুটীরের মায়া পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছে? গৃহমধ্যে জলন্তানল দেখিয়া কপোত কপোতী অগ্নিময় কক্ষেই আশ্রয় লইয়া ভস্মীভূত হইবে, তথাপিও গৃহ ত্যাগ করিবে না। যতক্ষণ জীবন, ততক্ষণ সংসারের সম্বন্ধ, ধনমানে স্পৃহা, সুখের আশা, জাতিও ধর্ম্ম নষ্টের ভয়। ধর্ম্মভীরু আর্য্য সমাজ, দেবধর্ম্ম, স্বদেশ ও স্বাধীনতা হারাইয়া কোন্ সুখে পাপ জীবনের ভার বহন করিবে?

মহা—আজি হউক্, কালি হউক্ বা দশ দিন পরেই হউক্, যবনকরে ভারতের অধঃপতন নিশ্চয়! তবে মিছা কেন নর শোণিতে ধরণীকে পাপপ্রসবিণী করিবে? বিশেষতঃ যবন পৌত্তলিক ধর্ম্ম বিদ্বেষী, হয়ত জয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া সর্ব্বাগ্রেই ভক্তগণের সম্মুখে পদাঘাতে ভগবানের মস্তক চূর্ণ করিবে। ভক্তগণের চক্ষে সে দৃশ্যই সুখের, না পূর্ব্বেই সে অবশ্যম্ভাবী হৃদয় বিদারক ব্যাপার হইতে দূরে থাকাই কর্ত্তব্য? এ বিষম শঙ্কটময় পরীক্ষার সময় উপস্থিত। যদি সোমনাথ স্বতঃরক্ষিত হইয়া যবনের দর্প চূর্ণ করেন, যদি বিনামেঘে অশনি সম্পাতে একত্র সহস্র ম্লেচ্ছের মুণ্ডপাত হয়, তবে বুঝিব, আজও হিন্দু ধর্ম্মের অনন্ত মহিমা সর্ব্বথা অক্ষত রহিয়াছে—অন্যথা ঘোর কলির তামসী ছায়ায় আকাশ ঢাকিয়াছে, দেবমহিমা অতলে ডুবিয়াছে! তদরক্ষণে নশ্বর মানবচেষ্টা উন্মাদ প্রলাপমাত্র।

কমলা—ছিন্নমূল হইলে অভ্রভেদী অটল অচলের অস্তিত্বেইবা বিশ্বাস কি? সকলেই আমাদের ন্যায় কুলকলঙ্ক হইলে ভারতের অধঃপতনও নিশ্চয়! নিতান্তই যদি ভারতের সুখ তপন চিরাস্তোন্মুখ হইয়া থাকে, একান্তই যদি ভারত সন্তান সন্ততি ম্লেচ্ছের অনুকম্পা প্রত্যাশী হইয়া থাকে, নিখিল খ্যাত ক্ষত্র-সাহসবীর্য্য যদি যথার্থই ভোগবিলাসিতার পাপ ছায়ায় অন্তঃসার শূন্য হইয়া থাকে, বীরপ্রসবিনী বীরমাতারা বীরোৎস-নিসৃত নির্ম্মল স্তনে সন্তান না পোষিয়া যদি সুধু সাগর জলেই দুগ্ধপোষ্যের পরিপোষণ করিতে শিখিয়া থাকেন, তবে সে পাপশোণিতে ধরণী রঞ্জিত হওয়াই বরং শ্রেয়ঃ। তাহাতে পাপের ভার বৃদ্ধি না পাইয়া পক্ষান্তরে শতগুণে লঘুই হইবে। যদি জাতি, ধর্ম্ম, স্বদেশ ও স্বাধীনতাই অক্ষয় না রহিল, তবে এ সংসার হইতে ক্ষত্রিয়ের নামগন্ধ বিলোপই সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। হায়! আমাদের হইতেই সে মহাপাতকের সূত্রপাত হইল, আমরাই সেই ঘোর নরকে প্রথম পথ প্রদর্শক হইলাম!! কোথায় পূর্ব্ব পুরুষগণ ভুজবলে মর্ত্ত্যলোকে অনন্ত—অক্ষয়কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া ত্রিদিবেও যশস্বী হইয়াছেন, আর আমরা কিনা, তাঁহাদের গৌরবরক্ষার স্থল—মহাগুণী বংশধর মানবরূপী পশু, সে শুভ্র যশোরাশিতে কালী ঢালিয়া বীরকুলের মুখোজ্জ্বল করিলাম!!

রাজমহিষীর আর বাঙনিস্পত্তি হইল না। নয়নবারী দৃষ্টিলোপ করিল; সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় বিদীর্ণপূর্ব্বক দারুণ জড়তা আসিয়া মুখমণ্ডল গ্রাস করিল, জিহ্বাকে সে পাপালাপ হইতে দূরে রাখিবার জন্যই যেন কমলার বাক্‌রোধ হইল। মহারাজও পুনঃ পুনঃ বাক্যালাপে পরিক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কমলাবতী নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন, এ যুদ্ধে মহারাজের কোন মতেই মত হইবে না। তজ্জন্য বৃথা প্রয়াস পাইলে হয়ত ফল বিপরীত হইয়া দাঁড়াইবে। এক হয় যোদ্ধৃবর্গ কোনও অশিব আশঙ্কায় পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিবে, আর না হয় উত্যক্ত হইয়া মহারাজই সৈনিক দলের যুদ্ধোদ্যম বন্ধ করিয়া দিবেন। মাঝ গাঙ্গে যে হাল ছিঁড়িয়াছে, তাহা আর বাঁধা দুষ্কর, অথচ নৌকা কেনারায় লওয়া চাই! তখন মনে মনে প্রার্থনা করিলেন, "সংসারে সকল দেবধর্ম্ম একদিকে, একমাত্র স্বামী সেবা তদুপরি। ভগবন্, প্রসন্ন হও, এ বিপদে যেন স্বামী আমার দিশেহারা না হয়"!!

কমলাদেবি, এহেন পতিভক্তি আজ কে বুঝিবে, কারে বা শিখাইবে? দুদিন পরে স্বার্থময় সংসারে যে উহা স্বপ্নময়ী কল্পিত কাহিনীতে পরিণত হইবে!!

তখন যেন আপনা আপনিই প্রশ্ন হইল—"এ বিপদে সুকৌশলী কর্ণধার কে"? আবার আপনা আপনিই উত্তর হইল—"কুমার ভূপেন্দ্র"। কমলাবতীর একটী বিশেষ গুণ, তিনি শত বিপদেও ধৈর্য্যচ্যুতা হইয়া কর্ত্তব্য ভুলিতেন না। প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব প্রভাবে সাময়িক অনুষ্ঠিতব্য কর্ত্তব্যগুলি যেন তাঁহার প্রাণে প্রাণে গাঁথা থাকে, কিছুতেই শ্লথ হয় না। কর্ত্তব্যটী তাঁহার হৃদয় হইতে বাহির হয়, কার্য্যসিদ্ধি পর্য্যন্ত হৃদয়েই তাহা অক্ষতরূপে পরিপোষিত হইতে থাকে। বিপদ ভয়ে ভীতা ও উৎসবে উন্মত্তা হইয়া কখনই তিনি চিত্ত চঞ্চলতার পরিচয় দেন না। অন্তঃসলীলা ফল্গুবতীর ন্যায় তিনি কর্ত্তব্যপরায়ণা অথচ বাহিক দৃষ্টিতে অন্তঃশূন্যা নিশ্চেষ্টা।

মহারাজের অসুখাবধি রাজমহিষীর অনুরোধে কুমার প্রত্যহই এক একবার আসিয়া থাকেন। অন্যান্য দিনের ন্যায় আজও তিনি মহারাজকে দেখিতে আসিলেন। যথারীতি অভিবাদনাদির পর কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ আজি কেমন আছেন?

কমলা—পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বিশেষ, বোধ হয় কল্যই সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন।

কুমার—সে ভগবানের অনুগ্রহ! সোমনাথের বিশেষ সেবা চলিতেছে ত?

গুজরাটবাসীদের বিশ্বাস, দুশ্চিকিৎস্য ব্যধি বিপত্তিতেও সোমনাথের সেবা—অর্থাৎ রোগীর মঙ্গল কামনায় উদয়াস্ত হোমাদি মহদনুষ্ঠান করিলে রোগী অচিরেই রোগ যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করে।

কমলা—সাধ্যানুসারে অনুষ্ঠানের ক্রটী হইতেছে না, তার পর দেব প্রসাদ! বিধাতার গুঢ় অদৃষ্টলিপি মূঢ় মানব বুদ্ধির অতীত!!

শারীরিক ক্লান্তিবশতঃ মহারাজের একটুকু তন্দ্রাবেশ হইয়া আসিল। তন্দ্রা ভাঙ্গিলে পাছে অসুখ বৃদ্ধি পায়, এই ভয়ে অতি সাবধানে ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া উভয়ে প্রভার গৃহে চলিলেন। কক্ষান্তরে প্রভা এক খানা জ্যোতিষেয় পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতেছিলেন।

দুইটী প্রশ্ন মিমাংসা করিয়া তৃতীয়টীর মিমাংসায় প্রবৃত্ত হইবেন, তেমন সময়ে স্নেহময়ী মাতা ও প্রিয় দর্শন কুমার ভূপেন্দ্র কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রভা সত্রস্ত ও লজ্জিতভাবে হস্তস্থিত গ্রন্থ খানা অপসারিত করিয়া কুমারকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু ত্রস্ততাবশতঃ প্রশ্নোত্তর লিখিত কাগজ খানা তুলিয়া রাখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। জননী তনয়াকে স্নেহভরে চুম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভা জ্যোতিষ লইয়া কি করিতেছিলে ?"

প্রভা ধীরে ধীরে কহিলেন, 'অদৃষ্ট গুণীতে ছিলাম'।

মা—তোমার কি আমার ?

প্রভা—গুজরাটের—তবেই উভয়েরই।

মা—কি দেখিলে ?

প্রভা ঈষদ হাসিয়া কহিলেন 'গণনা সম্পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু কমলাদেবী সূক্ষ্ম ও সর্ব্বদর্শিনী। তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পূর্ব্ব হইতেই পার্শ্ববর্ত্তী পতীত কাগজ খণ্ডের উপর আকৃষ্ট ছিল, এখন তাহা হস্তে তুলিয়া সহাস্যে কহিলেন, বৎসে, যিনি হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা, সতত সে চিন্তায়ও সুখ হয় বটে, কিন্তু তৎসিদ্ধি ত ভগবানের হাত—প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ"। সে কথায় প্রভা লজ্জায় মরিয়া গেলেন। কুমার কৌতূহলী হইয়া কহিলেন, "জ্যোতিষের সঙ্গে যে কল্পনা খেলিতেছিল, সে সূত্র বোধ হয় অতি সূক্ষ্ম"।

কমলা—সূক্ষ্ম বটে—কিন্তু ছিঁড়িবার নহে। অনন্ত জলদমালার মধ্যেও একটুকু বিদ্যুৎকণা আছে—এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে হস্তস্থিত কাগজ খানা পড়িতে লাগিলেন ;—

১ম প্রঃ—বিবাহ কবে ও কাহার সহিত হইবে ?

১ম উঃ—আগামী বাসন্তি পঞ্চমীতে—সাগরকুলে জ্বলন্ত চিতানল সম্মুখে (তীর্থযাত্রী প্রবাসী যুবকের সঙ্গে) সিংহরাশিতে—সোম ও বৃহস্পতির শুভদৃষ্টিতে।

২য় প্রঃ—এ বিবাহের পরিণাম ?

২য় উঃ—নিষ্কাম ব্রতোদ্‌যাপন—আর পবিত্র দাম্পত্য মাহাত্ম্য রক্ষণ!!

৩য়—ভাবি যুদ্ধে গুজরাটের পরিণাম কি ?

প্রভা বলিয়াছেন, সে গণনা সম্পূর্ণ হয় নাই। কেহ যদি প্রভাকে মিথ্যাবাদিনী বলিয়া ঠাওরাইয়া থাকেন, তাহারা মাপ করিবেন, প্রভা ফলতঃ মিথ্যাবাদিনী নহেন, তদীয় উক্তি সম্পূর্ণ সত্য।

কমলাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ রাশিতে কুমারের শুভ জন্ম? '—সিংহরাশিই বটে'। তখন তিনি কয়েকটী জ্যোতিষ সম্মত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া জাতক বুলাইয়া স্থির করিলেন, কুমারের এই একাদশ বৃহস্পতি—চন্দ্রশুদ্ধি, সিংহরাশিতে জন্ম, সাগরকুল—গুজরাটে, প্রবাসী তীর্থযাত্রী কুমার ভূপেন্দ্র! কিন্তু 'জ্বলন্ত চিতানল সম্মুখে' কি কেহই তাহার মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে পারিলেন না। দ্বিতীয়টী স্বতঃ মিমাংসিত। তৃতীয় প্রশ্নটী উপলক্ষ করিয়া কমলাবতী কহিলেন, এ যুদ্ধে ত মহারাজ নিতান্তই বিদ্বেষী এখন কর্ত্তব্য কি?

কুমার—সে কথা পূর্ব্বেই জানি, কিন্তু আমরা আশায় আশায় অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি—এখন আর ফিরিবার উপায় নাই! আকাশের কোণে যে কালমেঘ উদয় হইয়াছে, উহার বর্ষণ অথবা বিলোপের পূর্ব্বেই বোধ হয় কুলে পৌছিব, কিন্তু পশ্চাদ্গামী হইলে অর্দ্ধ পথেই প্রভঞ্জন পীড়িত হইয়া অতলে নিমগ্ন হইতে হইবে। আর সাধ্য থাকিলেও ফিরিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ!!

কমলা—ধন্য আপনার কুলধর্ম্ম ও বীরত্ব! কিন্তু সৈন্যগণ যদি যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অগ্রসর না হয়!

কুমার—একাই যুদ্ধ করিব, যতক্ষণ রজঃপুতের কণ্ঠাগ্রে জীবন শ্বাস বহিবে—যতক্ষণ এ দেহে পতঙ্গেরও বল থাকিবে, ততক্ষণ বিনা যুদ্ধে যবন-করে দেবধর্ম্ম বিক্রয় করিতে পারিব না। সে মহামণির কণিকা মাত্রের মূল্যও এ সামান্ত প্রাণ নয়; কিন্তু যতদূর বুঝিয়াছি, সৈন্যগণ ভগবানের পদমূলে বিকাইতে উন্মত্ত—আর কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইবে না।

রাজম—ভগবান আপনার কল্যাণ করুন্। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সৈন্যগণ কিছুতেই প্রতিকুলাচরণ করিতে পারিবে না। আরো জানিবেন, আর্য্য রমণীরাও অসি ধরিতে জানেন, ধর্ম্মের জন্য জ্বলন্ত সমরানলে মরিতেও শিখিয়াছেন!!

কুমার—আপনাদের সকলই অদ্ভুত কৌশলময়। মালতীর রণনৈপুণ্যে আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি। সংসারে রমণী সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বাংশেই সৌন্দর্য্যের উৎস।

রাজম—প্রভা ও ছায়ার ন্যায় সমর প্রাঙ্গনে ভবদীয়ানুসরণ করিতে ব্যস্ত।

ভূপেন্দ্র—চন্দ্রমণ্ডলে কভূ কি বিষবিন্দুর উৎপত্তি সম্ভবে? স্বয়ং মহারাণী উজ্জ্বল আলোকশিখা হস্তে যে পন্থা প্রদর্শন করিতেছেন, রাজকুমারী সে পথাবলম্বন না করিবেন কেন? একটী প্রদীপ হইতে অন্যটী জ্বলিলে সে কি রূপগুণে বিভিন্ন প্রকৃতির হইয়া থাকে?

প্রভা ঈষদ গম্ভীর ও বিনম্র বদনে কহিলেন, মন্ত্র শিষ্য শিক্ষাগুরুরই অংশমাত্র। কার্য্যকালে তাহারা ও যবনরক্তে অসির তর্পণ করিয়া অনন্ত আ কাশে অনন্ততারকা, ও চন্দ্রসূর্য্য সমক্ষে ভগবানের নাম করিতে করিতে আত্ম বিসর্জ্জন করিবে, কিন্তু প্রাণ থাকিতে গুরুর সঙ্গ ছাড়িবে না।

কুমার হাসিয়া কহিলেন, "আমি তাদৃশী বীর ভাযারই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

কমলাদেবী মনে মনে কহিলেন, মহারাজ তুমি দেখিলে না—তোমার হৃদয়ের ভস্মাবৃত স্ফুলিঙ্গ কেমন বিকাশ পাইতেছে!! তিনি সে অন্তর্জ্বালায় একটী সতৃষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, 'কুমার, আমাদের পক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা হইয়াছে কি'?

কুমার—যবন শত্রুভাবে গৃহদ্বারে উপস্থিত, অগ্রে তাহরা যুদ্ধ ঘোষণা করিলে আমরা আত্মরক্ষা ছলে প্রতি যুদ্ধ করিব, নতুবা যবন অন্তরে শত্রু—বাহিরে অতিথি।

রাজম—ধন্যা তোমার ন্যায়বুদ্ধি! যবন কি মিত্রভাবে সন্ধি করিতে স্বীকৃত আছে?

কুমার—ভগবানের মন্দির ছাড়িয়া দিলে বোধ হয় সন্ধি করিতে স্বীকার আছে; তাহারা আপাততঃ দেবধর্ম্মদ্বেষী—রাজ্যপ্রয়াসী নহে। কিন্তু প্রাণ থাকিতে তাহা হইবে না, কাজেই যুদ্ধ অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী।

প্রভা—যবন সৈন্য কত—সেনাধিনায়ক কে? তাহাদের রণকৌশল সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারিয়াছেন কি?

কুমার—যবনযোধ সাগরবক্ষে অনন্ত তরঙ্গ, সুলতান মামুদ স্বয়ং অধি-নায়ক। যবন উৎপীড়ন, রাজ্য লুণ্ঠন ও সর্ব্বস্বাপহরণেই শিক্ষিত—ন্যায় তন্ত্রে দীক্ষিত নহে। কিন্তু মামুদের বাহুবল ও রণকৌশল নাকি প্রশংসনীয়!

কুমারী—কে জানে, কার ভাগ্যে বিধাতার অদৃষ্ট লিপি কি?

কুমার—ধর্ম্মের দাসত্বও শ্রেয়ঃ, কিন্তু অধর্ম্মের রাজত্বও প্রার্থনীয় নয়!

রাজ ম—ন্যায় যুদ্ধে কুলধর্ম্ম ও জাতীয় গৌরব রক্ষা করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন্। সত্যে যাঁহাদের মতি, মা জগদম্বা তাঁহাদের সহায়।

এই বলিয়া রাজমহিষী চলিয়া গেলেন। কেবল দুইটী প্রেমপুত্তলিকা সেই নির্জ্জন কক্ষে দু একটী মনের কথা খুলিয়া বলিতে অবসর পাইলেন। কুমার প্রভার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, 'প্রভা, অদৃষ্ট পরীক্ষার কথা কি সত্য হয়?

প্রভার জীবনে এই প্রথম প্রেমালাপন—উপাস্যদেবতার এই প্রথম কোমল সংস্পর্শন!!

তাহার হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব প্রলয় বহিতেছিল সে বেগে তিনি আত্মহারা হইতেছিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন, এ যেন পাপ সংসার নয়, এ সুন্দর দৃশ্য যেন নন্দন বনের। প্রভা মুখ ফুটিয়া হৃদয়েশ্বরকে মনের মত প্রিয় সম্ভাষণ করিতে চাহেন, কিন্তু বুকের কবাট খুলিতেছে না, মুখে কথা ফোটে ফোটে তবু যেন ফোটে না। কিয়ৎকাল পরে অতি কষ্টে কহিলেন, "শাস্ত্র যদি মিথ্যা হয়, তবে দেবধর্ম্ম ও মিথ্যা, জীবনের আশাও মিথ্যা"।

ভূপেন্দ্র—প্রভা প্রাণাধিকে, এ শাস্ত্রে মহারাজ সম্মত হবেন কেন?

প্রভা—প্রাণেশ্বর—বলিয়াই তাঁহার আর কথা ফুটিল না। একটি লুক্কাইত মর্ম্ম জ্বালায় যেন অন্তর জ্বলিয়া উঠিল। বুকের কথা মুখেই রহিয়া গেল, আর বাহির হইল না। এই প্রভার প্রথম প্রেম সম্ভাষণ! কুমার সে প্রেম সম্ভাষণে গদ গদ হইয়া কহিলেন—'বল বল প্রিয়তমে কি বলিতেছিলে' প্রভা আবার অতি কষ্টে হৃদয় বেগ সম্বরণ করিয়া কহি-লেন—'এ হৃদয় দেবের, দেবতায়ই সমর্পিত হইয়াছে, উহাতে আর আমারও অধিকার নাই"। লজ্জায় আর প্রেম সম্ভাষণ করিতে পারিলেন না। উঃ দুষ্টা লজ্জা সুখের কোলে কি পাপ কণ্টক!! কুমারও বুঝিলেন প্রভার

হৃদয় দেবতা কে? সে কথা বুঝিয়া আবার বিষণ্ণ হইলেন—একবার অজ্ঞাতে দুই বিন্দু অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িল, কিন্তু প্রভা তাহা দেখিল না। তদীয় ওরণাঞ্চলেই তাহা মিশিয়া গেল। কুমারের স্কন্ধদেশে মস্তক রাখিয়া তখনও প্রভা কাঁদিতেছিলেন। কুমার কহিলেন,—"প্রভা, সে আশা যে ঘোর মায়াময় ঐন্দ্রজাল বলিয়া বোধ হইতেছে! নতুবা, 'জ্বলন্ত চিতানল সম্মুখে'র তাৎপর্য্য কি? বোধহয় ভবিষ্য পরিণামে বুঝি চিতানলই একমাত্র শান্তিময়ী প্রেমপ্রতিমা হইবে"।

প্রভা—সে কথা ভাবিয়া আমারও হৃদকম্প হইতেছে। সুখের স্বপ্ন বুঝি ভাঙ্গিয়া যায়—পোড়া বিধি বুঝি মন্দ ভাগিনীর ভাগ্যে ইপ্সিত স্বামী সম্ভোগের ব্যবস্থা করেন নাই।

সে মর্ম্মভেদী স্বরে কুমার ততোধিক কাতর হইয়া ততোধিক স্নেহ ও মধুরবচনে করিলেন, "রাজকুমারি, ফলিত জ্যোতিষের কথা কখনই মিথ্যা হইবার নহে। ইহ সংসারে জ্বলন্ত চিতানল যেমন সুখী, দুঃখী, পাপী, তাপী, রাজা, প্রজা সকলেরই একমাত্র মহানির্ব্বাণ সাধন, বিধাতৃ বিহিত হোমাদি অনুষ্ঠানগত জ্বলন্ত শিখাগ্নি ও সেইরূপ পূর্ব্ব পুরুষদের স্বর্গপ্রাপ্তির পথ প্রদর্শক। বোধহয় 'জ্বলন্ত চিতানল' বিবাহমণ্ডপে হোমাগ্নিকেই উপলক্ষ করা হইয়াছে। সে জন্য ভাবিওনা, প্রভা তুমি আমারই।"

সে কথা শুনিয়া সহসা প্রভার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি ধীরে ধীরে কুমারের স্কন্ধ হইতে মস্তক সরাইয়া ধীরে ধীরে অনুচ্চ স্বরে কহিলেন 'সে প্রজাপতির ইচ্ছা'; কুমার ও ভাবান্তরের অর্থ বুঝিলেন, এবং কুমারীর হস্ত ছাড়িয়া বিদায় লইলেন। যাওয়ার সময় আর একবার সেই অশ্রুজল ভরা মুখখানির প্রতি চাহিলেন, তখনও প্রভার দুইবিন্দু অশ্রু পতিত হইয়া সে চাহনির সদুত্তর প্রদান করিল। কুমার চলিয়া গেলেন কুমারী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে, কহিলেন, "ভূপেন্দ্র তুমিও আমারই।"

আমরা ভাবিলাম, যে যাহারই হউক, যৌবনের ভরা গাঙ্গে বাণ ডাকিয়াছে, এখন ভবিষ্যৎ রক্ষা পাইলেই হয়।

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সদ্য বিকসিত সুন্দর কোমল কুসুমে কীট, আর নবীন যৌবনে যুবতী-হৃদয়ে প্রেম চিন্তা একই। কীটক দংশনে কুসুমের যেমন সুষমা থাকেনা, অবিরল চিন্তা তাপে ও তেমনি রমণীবদনে যৌবনের রূপ মাধুরী আর বিশদরূপে ফুটিতে পারেনা। বিহগী যেমন মাতৃ পিতৃ রক্ষণ হইতে স্বতন্ত্র হইয়াই সর্ব্বাগ্রে একটা কুলায় নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ রমনীগণ ও যৌবনের প্রারম্ভেই সংসারের প্রবেশপথে দণ্ডায়মান হইয়া মনোপ্সিত জীবন স্রোত পানে তাকাইতে থাকে। যাঁহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, সহজেই তাঁহার গন্তব্য পথ সরল ভাবে দৃষ্টি পথে পতীত হইল, কত সুখ সৌভাগ্যের স্বর্গীয় প্রতিমা কল্পনা করিয়া সংসারে প্রবেশ করিলেন। আর যিনি কর্ম্মদোষে কণ্টক-জড়িত জটিল পথে পতীত হইলেন, তাহারি চিন্তানল নিভিল না, সে হুতাশনে পুড়িতে পুড়িতে আশা ভরসা ভস্মময় হইল—যৌবনের অপূর্ব্ব মাধুরী খাক হইয়া গেল!!

রাজকুমারী প্রভার যৌবন ক্ষেত্রে প্রেমাঙ্কুরিত। হৃদয় পটে ভূপেন্দ্র অঙ্কিত—স্বপ্নেও সেই চিন্তাই জাগ্রত! ভূপেন্দ্র বলিয়াছেন, 'প্রভা তাহারই' প্রভাও কহিয়াছে—'এহৃদয়ও তাহারই।' কমলা দেবী বুঝিয়াছেন, সে দুটী কুসুম ভিন্ন ভিন্ন বৃন্তে ফুটিলেও একই। তবুও প্রভার চিন্তার বিরাম নাই—মনে শান্তি নাই—আশায় বিশ্বাস নাই। আবার "জ্বলন্ত চিতানল সম্মুখে" ভাবিয়া হৃদয় ভাঙ্গিতেছে—সৌন্দর্য্য পুড়িয়া ভস্মময় হইতেছে। ক্রমে রাত্রি প্রহরাতীত হইল, তবুও প্রভার চক্ষে নিদ্রা নাই। অনেক ভাবিতে ভাবিতে—আকাশ পাতাল—ভূত ভবিষ্যৎ,—ভূপেন্দ্র—জ্বলন্ত চিতানল চিন্তা করিতে করিতে একটু তন্দ্রার আবেশ হইল—সে আবেশে—'কুমার ভূপেন্দ্র তুমি—আবার'—আবার—'কুমার, দারুণ পীড়া—মালতী-–শুশ্রুষা সুখী' প্রভৃতি কত স্বপ্নময় প্রলাপ করিলেন। কিন্তু বোবার—স্বপ্ন কতক্ষণ স্থায়ী থাকে—তাহাও ভাঙ্গিয়া গেল। আবার চিন্তার লহরী ছুটিল। আবার

গাত্র জ্বালা হইল। তখন দ্বিপ্রহরা যামিনী, আকাশে চন্দ্রমা, কিন্তু ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘে লুক্কাইত দু চারিটি তারকা আছে। পাপিয়ার গান আছে কিন্তু জীব জগতে শ্রোতা নাই। নৈশ সমীরণ তেমনই বহিতেছে, কিন্তু একটি ঘুমন্ত প্রাণেও তাহা অনুভূত হইতেছে না। সাগরে তরঙ্গ আছে কিন্তু ভীতি বিহ্বল আরোহীবক্ষে পালভরে শত শত তরণী দুলিয়া দুলিয়া ছুটিতেছে না। সে অর্দ্ধ যামা নিশীথিনী কোলেনিদ্রাশীল প্রাণীর দুর্ব্বল প্রাণে চিন্তার দারুণ আঘাত সত্ত্বেও অধিককক্ষণ নিশ্চেষ্ট ভাবে জাগিয়া থাকিতে পারে না। দুষ্টা তন্দ্রা আসিয়া অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্য ও সে চিন্তার স্রোত ঢাকিয়া ফেলে। আবার প্রবল বেগে সে তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু সে মায়াবিনী কিছুতেই জগতের মায়া ভুলিতে পারে না, ইচ্ছায় হউক্, অনিচ্ছায় হউক্, পুনঃ পুনঃ হৃদয়-রাজ্যে রাজ্য বিস্তার করিবে। প্রভার চিন্তাবেগ কালধর্ম্মে ধীরে ধীরে থামিয়া গেল, আবার ধীরে ধীরে তন্দ্রা আসিল। স্বপ্ন তন্দ্রাপ্রিয়,—সেও ধীরে ধীরে আসিয়া প্রলাপের দ্বার উন্মোচন করিল। বেগবান্ সাগরস্রোত গতিমুখে চাপ পড়িলে যেমন দুদিক হইতে তার স্বরে অত্যুচ্চ হইয়া ফুলিয়া উঠে, মানসিক স্রোতও প্রবল থাকিলে তন্দ্রামুখে স্বপ্নচাপে সে প্রলাপভাষ স্বাভাবিক স্বর ছাপাইয়া উঠে। এবার আর প্রলাপবাক্য অশ্রুত ও অজ্ঞাত ভাবে কক্ষের আঁধাররাশিতে মিশিল না—দ্বিতীয় গোচর হইল। প্রভা চিৎকার করিয়া উঠিলেন ;—"জ্বলন্ত চিতা—মালতী ও কি! ও কি! কুমার—ভূপেন্দ্র ধর ধর আহা স্বর্ণপ্রতিমা বিসর্জ্জন"!! সেই চিৎকারে সরোজার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

প্রভার দুটী শয্যাসঙ্গিনী এক আইবুড়ি বিন্দি—অপরা আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিতা সরোজা। বিন্দি প্রৌঢ়াবস্থার সীমান্ত প্রদেশে দাঁড়াইয়া বার্দ্ধক্যের জরাজীর্ণভয়ে কাঁপিতেছে, আর সরোজা—সংসারের জঞ্জাল, সুখভোগে বঞ্চিতা হিন্দুর বিধবা যৌবনের ভরা গাঙ্গে ডুবিয়া হাবুডুবু খাইতেছেন। সময়ের দোষে প্রকৃতিসুন্দরী নিত্য পরিবর্ত্তনশীল বটে, কিন্তু চিত্তসংযমীর যোগবলে সময়ও লজ্জিত হইয়া অসীম পরাক্রমের মধ্যেও আনতবদনে পরাভব স্বীকার করে। সময়ের সে প্রতিকুলচারিণী বঙ্গের বিধবা। গৃহ-বাসে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বিনী দুঃখিনী ললনা।

কে বলে সুরম্য হর্ম্মে বসিয়া ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা হয় না? স্বীয় সুবর্ণ মন্দিরই যোগাশ্রমের প্রকৃত পর্ণকুটীর—আর সে যোগশিক্ষয়িত্রী বঙ্গের বিধবা! সংসারে তাহারা ধর্ম্মের প্রতিমা!! বলা বাহুল্য সরোজাও সে শ্রেণীর বঙ্গ-বিধবা-বালা।

প্রভার প্রলাপ চিৎকারে সরোজার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, কিন্তু বিন্দি তখনও নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছিল। সে বয়সে সে নিশীথ সময়ে উন্মুক্ত গবাক্ষ-পথে নৈশ সমীরণের সে কোমল সংস্পর্শে সহজে কখনও ঘুম ভাঙ্গে না। সরোজা শুনিলেন, 'জলন্তচিতা' 'প্রতিমা বিসর্জ্জন', কিন্তু অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। তিনি উঠিয়া বসিলেন, কক্ষমধ্যে অন্ধকার; উন্মুক্ত গবাক্ষ বলিয়া আঁধারজাল তত গাঢ়তর ছিল না, সম্মুখের বস্তু অস্পষ্টভাবে দেখা যায়। তিনি 'নাকডাকে' বুঝিলেন, আয়িদিদি তখনও নিদ্রিতা; প্রভাও তেমনি শয়িতা, কিন্তু জাগ্রতা কি না বুঝিতে পারিলেন না, সরোজা ডাকি-লেন—'প্রভা'। উত্তর নাই। আবারও ডাকিলেন—'প্রভাবতি, দিদিমণি—সোণামণিটী, জেগে আছ কি? প্রভা স্বপ্নবিবরণ ভাবিতে ভাবিতে লজ্জায় এত-টুকু হইয়া যাইতেছিলেন. মুখে আর কথা ফুটিতেছে না। ক্ষণকাল পরে তেমনি সোহাগ করিয়া উত্তর করিলেন,—'আমার সোহাগের গোলাপী ভুঁইচাপাটী এত রাত্রে জাগিয়া কেন? সরোজা বিধবা তাই প্রভা সাধ করিয়া ডাকিতেন 'ভুঁইচাঁপা'। ভুঁইচাঁপা যেমন বিনা যত্নে মাটি ফুটিয়া উঠে, দেবতার পূজায় লাগে না, সরোজাও তেমনি সংসারের কোনও প্রয়োজনে আসিল না।

সরোজা—আমি জাগি নাই তুমিই জাগায়েছ। প্রভা কিঞ্চিৎ আত্ম-গোপনের চেষ্টা করিয়া কহিলেন, 'কি জানি--জানি না'।

সরোজা—প্রভা, 'জ্বলন্ত চিতা' আর 'সুবর্ণপ্রতিমা বিসর্জ্জন' কি?

প্রভা—জানি না।

সরোজা—তুমি নির্ব্বোধ,আমার নিকট মনের কথা লুকাইলে কি হইবে?

প্রভা—যথার্থই আমি নির্ব্বোধ, মনের বেগ যত চাপিয়া রাখি, ততই যেন হৃদয় মন ছাপাইয়া উঠে। কিন্তু যে কুস্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহা মুখে আনা দূরে থাকুক্, একবার কল্পনায় ভাবিতেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে। অস্থি ধমনীতে শোণিতস্রোত শীতল ও নিস্তব্ধ হয়!!

সরোজা—স্বপ্ন অমূলক চিন্তামাত্র, সে কথা ভাবিয়া অত ক্ষুণ্ণ হইতেছ কেন?

প্রভা--সখি, আমিত কখনও এহেন কুচিন্তা করিনাই, তবে কেন স্বপ্ন দেখিলাম? কিন্তু আমার মন বড়ই উদ্বিগ্ন হইতেছে। দেখিলাম যেন কোনও করাল কৃতান্ত সম বিকট পুরুষের সঙ্গে অসিযুদ্ধে কুমার দারুণ আহত হইয়া অচেতন প্রায় হইয়াছেন, মালতী শয্যাপার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছে। আবার পরক্ষণেই দেখিলাম, সাগরকুলে জ্বলন্ত চিতা, মালতী আমাদের বিবাহ দিয়া আপনি সেই চিতারোহণ করিল, কুমার ধরিতে পারিল না,—চিতানলে সোনার প্রতিমা ভস্মময় হইল। সরোজ, একেই সুদূর কল্পিত আশার ঘোর নিরাশ তরঙ্গ, তাহাতে আবার প্রলয়ের বিকট বিভীষিকা—হৃদয় ভেদী অশনি নিনাদ! এ যেন পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত; কিন্তু কই, তবুত হৃদয়ের শান্তি নাই? না সে পাপ বিকারের একেবারে প্রতিকার অসম্ভব?

সরোজা—প্রভা, স্বপ্ন ত শ্রাবণের আকাশে মেঘের ছায়া—তন্দ্রার ঘোরে বিরলে আসিয়া উপস্থিত হয়--আবার ঈষদ চেতনার আবেশেই অন্তর্হিত হয়। কল্পনায়ই যাহার অস্তিত্ব পাওয়া সুকঠিন, তাহার আবার কার্য্যকারীতা কি? কারণ ব্যতীত যাহার উৎপত্তি—কার্য্য ব্যতীতই তাহার লয়।

প্রভা—কুস্বপ্নের ঘোর আঘাতে আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়াছে তোমার উপদেশেও তাহা জোড় লাগিতেছে না। আর আমার চিত্ত এত আবীলিত হইয়া উঠিয়াছে যে এই মুহূর্ত্তে কুমারকে স্বাভাবিকাপেক্ষাও সমধিক হতে শত দেখিলেও চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিব কিনা—ঘোর সন্দেহ। দেব প্রতি প্রতিমা না দেখিলে একাল রাত্রি প্রভাত হইবে কিনা, তাহাও ভগবানই জানেন। যদি প্রভার শুভাকাঙ্ক্ষী হও, যদি আশৈশব সহচরীর হাসি ভরামুখে প্রাণের কথা শুনিতে চাও, তবে চল, এখনি মালতীকে দেখিয়া আসি, আবার নিশাবশনের পূর্ব্বেই ফিরিব, তাহাদিগকে না দেখিয়া কিছুতেই চিত্ত বাঁধিতে পারিব না!!

সরোজা দেখিলেন, নৈশ ঝঞ্ঝাবাতে মঞ্জু লতিকার মূল ছিঁড়িয়াছে, এখন আর জলসেকে ফলোদয় হইবে না। তাই আর সেজন্য পণ্ডশ্রম না করিয়া

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ তৃতীয় প্রহর রাত্রিতে প্রহরীরা বাটীর বাহির হইতে দিবে কেন'?

প্রভা—সে জন্য ভাবিতে হইবে না। খিড়কীর পথে যাইব—সে পথেই আবার ফিরিব, কেহ জানিবে না, কেহ দেখিবে না।

বাহিরের পথে যাইতে হইলে রাজপুরী ও ভৈরবানন্দের গৃহ কিঞ্চিৎ ব্যবধান বটে, কিন্তু অন্তঃপুরের উদ্যানপথে উভয় গৃহ অতি সন্নিকট। একটী পূর্ণ শরীর এক সময়ে সহজে চলিয়া যাইতে পারে, উভয় দেয়ালের গায় সে আয়তনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুটী খিড়কী আছে। এপথে সময়ে সময়ে প্রভা ও মালতী ভিন্ন আর কাহারো যাতায়াতের অধিকার নাই। উভয় সীমান্ত প্রদেশের ব্যবধান একটী ক্ষুদ্র গলি রাস্তা, কিন্তু তাদৃশ পথে গমনাগমন কালে পাছে বাহিরের জনপ্রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, সেই ভয়ে দুই পার্শ্বে দুটী টানা পরদা—যেন গিরি শঙ্কটের দুই দিক দুই বিশাল শৈল শৃঙ্গে দৃঢ় রক্ষিত। দুইটী দরজার গায় দুইটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র, উহাতে কাটী ঘুরাইলে দরজাদ্বয় ভিতর ও বাহির হইতেই বন্ধ হয়। এ জন্য উহার নাম সঙ্কেত দ্বার—সে সঙ্কেত মালতী ও প্রভা ভিন্ন আর কেউ জানিত না।

সরোজা অগত্যা স্বীকার হইলেন। প্রভা উন্মুক্ত কেশ দাম নৈশ সমীরণে উড়াইয়া সাগরোদ্দেশী উন্মত্তা তটিনীর ন্যায় ছুটিল। সরোজা ছায়াবৎ অনুসরণ করিলেন। পশ্চিমাকাশে নিষ্প্রভ বিরল তারকামালা যেন মলিনবদনে কহিল—'প্রভা তোমার সফল স্বপ্ন—যথার্থই কুমার সরোজ..

গোপনের ... এত থানা হইয়া গেল, কিন্তু বিন্দি তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিল না। সে তখনও পূর্ব্বের ন্যায়ই নাক ডাকাইয়া ঘুমাতেছিল।

---

# সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিবাদের ইচ্ছা থাকিলে সূত্রপাতের অভাব হয় না। বন্দিরাজ বলদেব রাও স্বার্থের সূত্র ধরিয়া ভূপেন্দ্রের সর্ব্বনাশে অসি উত্তোলন করিলেন।

অহোরাত্র আকাশ পাতাল কল্পনা করিয়া এক ভীষণ ষড়যন্ত্র বিস্তার করিলেন। উঃ—পাশব বিকারগ্রস্ত নর পিশাচের হৃদয় কি দুঃসহ নরক!!

পরোপকারে আত্মাহুতী কাহারো প্রকৃতি, কাহারো বা স্বার্থসিদ্ধির পক্ষে বিচিত্র আরতি। সংসারে নিস্কাম ব্রত অতি বিরল। থাকিলেও বাহ্যদৃশ্যে সে মহাব্রতের স্বরূপ নিরুপণ বড় সহজ নহে। ভূপেন্দ্র সরল ও সুকৃতী, অকপটভাবে অজ্ঞাত কুলশীলের চাতুরীময় বচন-রচনায় বিশ্বাস করিলেন। সে লিপির প্রত্যেক পংক্তি—সে লেখনীপ্রসূত প্রত্যেকটী অক্ষরই যেন মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছে "ভূপেন্দ্র—তুমি ক্ষত্রিয়—বিপদে রক্ষণশীল, তুমি বীর বংশধর সাহসী,—পরের বিপদকে আত্মবৎ আলিঙ্গনে কুণ্ঠিত হইবে কেন? সাধু ইচ্ছা হৃদয়ে পুষিলে সে শ্মশানে ও স্বতঃ রক্ষিত। ভগবান কখনই ভক্তকে সামান্য বিপদেও পীড়িত দেখিতে পারেন না"।

সেই মেঘভাঙ্গা আঁধারা রজনীতে ভূপেন্দ্র সাগরকূল লক্ষ করিয়া চলিলেন। পরিচ্ছদ সামান্য, কটিমূলে অসি—এই প্রথম সম্বল। হৃদয়ে সাধুকল্পনার অনন্ত তরঙ্গ,—উপরে তারকামালী আকাশ তদুপরি ভগবানের শুভাশীর্ব্বাদ—এই তাঁহার দ্বিতীয় সম্বল। মালতী কহিয়াছিলেন, 'গৃহদ্বারে শত্রু উপস্থিত, নিঃসম্বল পথের বাহির হইতে নাই',—কিন্তু সে কথা ভূপেন্দ্রের মনে হইল না। তিনি ভাবিতেছিলেন, অন্য কথা। মালতী কাণে কাণে বলিয়া দিয়াছিল, "রমণীকে এখনই লইয়া আসিও, আমি তাহার শুশ্রুষা করিতে পাইলে সুখিনী হইব"। কি স্বভাব কমনীয়তা—দেবতা দুর্লভ সরলতা!! তারকাসুন্দরী, তোমরা আকাশে, আমাদের মস্তক হইতে শত যোজন দূরে ফুটিয়াছ, তাই বুঝি তোমরা এত সরল—জগৎবাসীদের প্রতি এত স্নেহ—এত ভালবাসা! তোমরা মানুষ হইলে—সংসারের পাপ ছায়া স্পর্শ করিলে মালতীর ন্যায় সরলা হইতে কি না সন্দেহ! আরো ভাবিতে ছিলেন সে যুবক যথার্থই মানবকুলে দেবতা!!

যেথানে প্রফুল্ল কুসুম রাশি মস্তকে ধারণ করিয়া উপবন দাঁড়াইয়া, ভূপেন্দ্র তাহারই পাশে পাশে বিরল পথে বিশাল শাল্মলী মূলে উপস্থিত হইলেন। সে সময়ে তত্রত্য বন শোভা অন্যরূপ। শাখীশিরে বিহঙ্গমগণের সান্ধ্য সঙ্গীত নাই, কুলাগত তরণী বক্ষে স্বদেশ পরিত্যক্ত নাবিকগণের বিরহ

সঙ্গীত নাই। সাগর তরঙ্গে চাঁদের কোণা নাই;—আছে কেবল বন রাজির বিরল ছায়ায় ফুলবধূর মুখে তিমিরাচ্ছাদন, লবণাক্ত সাগর জীবনে বাড়বানলের জ্বলন্ত রেখা। আর সাগরের আকুল প্রাণে একতানে সেই কুল্ কুল্ ধ্বনি—অর্থ-শূন্য ভাব শূন্য প্রেম সঙ্গীত। বয়োবৃদ্ধ তরুরাজ আনত মস্তকে একমনে সেই সঙ্গীতই শুনিতেছিল, তাই মস্তকের কেশাগ্রও শিহরে না, হৃদয়ের একটী তন্ত্রী ও বাজিতেছে না। প্রদোষ অম্বরে যে তরু শিখরে সপ্তম পঞ্চমে উঠিয়া অপূর্ব্ব স্বপ্ত স্বরা বাজিত, পূরবী ও বাসন্তী গৌরী প্রাণে প্রাণে মিশিয়া মধুর আরতি করিত, হায়, এখন দ্বিতীয় প্রহর নিশিতে সে সুললীত কণ্ঠে হৃদয়োন্মত্তকারিণী বেহাগের মোহন ধারা ফুটিতেছেনা কেন? ভূপেন্দ্র ভাবিলেন, নিঃসহয়া অবলা রমনীর শঙ্কটাবস্থা দেখিয়া বনের পাখী ও আমোদে বিরত—একান্ত আত্ম হারা। যে দেশে বনের পাখী ও পরের বিপদে কাঁদিতে জানে, সে দেশে জাতীয়তা, দেবধর্ম্ম ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জনসমাজ যে উন্মত্ত হইবেন, পরোপকারকে জীবনের একমাত্র ব্রত করিবেন, আশ্চর্য্য কি? যেখানে মহানিষ্ঠা, সেখানেই নিষ্কাম ব্রত পরায়ণতার চির প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সে হেন পবিত্র স্থানে জীব জিঘাংসু নর-পিশাচের বিকটমূর্ত্তি দর্শনে যে বনবাসী বিহঙ্গমগণ সশঙ্কভাবে চক্ষু মুদিয়া রহিয়াছে, সে কথা ভূপেন্দ্রের মনে স্বপ্নেও একবার উদয় হইল না।

নিশীথ নিস্তব্ধ বনরাজিবিতারিত আঁধারমাখা সাগরকুলে ভূপেন্দ্র কিয়ৎকাল ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে কোথাও জনসমাগমের বিন্দুমাত্রও চিহ্ন প্রত্যক্ষ না করিয়া একান্ত বিস্মিতও মুমূর্ষুর অস্তিত্বে নৈরাশ হইলেন, কিন্তু একেবারে হতশ্বাস হইয়া কর্ত্তব্য ভুলিলেন না। তরুমূল ছাড়িয়া আরো কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন; মধ্যে মধ্যে স্বীয় পদদলিত শুষ্কপত্রের মর্ম্মর শব্দ হইতে লাগিল। সেই শব্দে অনতি দূরে একটী অমানুষিক প্রতিশব্দ হইল। ভূপেন্দ্র সেই শব্দ লক্ষ করিয়া আরো একটুকু অগ্রসর হইলে দেখিতে পাইলেন, বৃক্ষমূলে রজ্জু নিবদ্ধ একটী সুসজ্জিত অশ্ব। অনুমানে বুঝিলেন, পূর্ব্বশ্রুত শব্দ অশ্বেরই ক্ষুরশব্দ। তখন মনে একটুকু আশার সঞ্চার হইল, তিনি ভাবিলেন, এই সেই ক্ষত্রিয় যুবকের অশ্ব, তিনি হয়ত সন্নিকটেই বিপন্না রমণীর শুশ্রূষায় ব্যস্ত, উদ্দেশে

ডাকিলেই সারা দিবেন। কুমার ডাকিলেন—"এখানে কে আছেন? এ অশ্ব কাহার"? সে বন পার্শ্বেই একটি লতা বিতান হইতে উত্তর হইল—'আপনি কে'? ভূপেন্দ্র কিছু চিন্তায় পড়িলেন, তৎকালীয় কর্ত্তব্যের গুরুত্ব ভাবিয়া সহসা আত্ম প্রকাশ কোনও রূপে বিপদজনক বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। তথাপি তিনি কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর করিলেন, 'আমি বিদেশী আপাততঃ তীর্থযাত্রী, বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ রাজগুরু ভৈরবাচার্য্যের আশ্রম হইতে আসিতেছি'।

বনবাসী কহিলেন—'আপনি কি কুমার ভূপেন্দ্র'?

ভূপেন্দ্র—'আপনিও বোধ হয় পত্র প্রেরক—বিপন্নার বান্ধব-ক্ষত্রিয় যুবক?

তদুত্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তি লতামণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া কুমারের সম্মুখীন হইলেন। সে আধার রাত্রিতেও তদীয় বহুমূল্য পরিচ্ছদ সহজেই জ্যোতিঃ পাইতেছিল। কুমার দেখিলেন, মস্তকের উষ্ণীষে এক খণ্ড অত্যুজ্জ্বল হীরক,—কর্ণে মুকুতার কুণ্ডল, প্রফুল্ল কুসুম দামে শিশির পাঁতির ন্যায় শোভিতেছে। করে নিষ্কোষিত অসি, কাদম্বিনী কোলে চপলা সুন্দরীর ন্যায় নৈশ সমীরণে ঈষদ দুলিয়া দুলিয়া যেন খেলিতেছিল। কুমার আগন্তুককে সমুচিত স্বাগত জানাইয়া কহিলেন, "ভবদীয় সৌজন্যতায় সুখী হইলাম"।

আগ—মহাশয়ের নিষ্কাম আত্মত্যাগ দর্শনেও সাতিশয় বিস্মিত হইলাম। মহাশয়ই প্রকৃত পৌরুষাভিমানী ক্ষত্রিয় ধুরন্ধর!

কুমার—সে কেবল আপনাদেরই অনুগ্রহ! ভবদীয় পত্রোল্লিখিত রমণী কে, কেমন আছেন, আর আমরই বা দর্শনাভিলাষিনী কেন, বুঝাইয়া বলিলে আপ্যায়িত হই।

আগন্তুক ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন—'রমণীর গন্ধে কালসাগরে ডুবিয়াছ, এখন রক্ষা পাওয়া ভার। পুরুষের নামে এক পদও অগ্রসর হইতে কিনা সন্দেহ, তাই রমণীর ছল করিয়াছি'।

কুমার—এখনও রহস্য ভেদ করিতে পারিতেছি না!

আগ—ভেদ আর করিতেও হবে না। তোমাকে স্বহস্তে বধ করিব

বলিয়া এ ফাঁদ পাতিয়াছি! এখন অসি গ্রহণ কর, আর না থাকে ত আমিই দিতেছি—বলিয়া অশ্ব পৃষ্ঠে প্রলম্বিত কোষ হইতে দ্বিতীয় অসি গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "তুমিও—বীরাগ্রগণ্য, বীরের ন্যায় মরিতে বা শত্রু মারিতে শিখিয়াছ। আজি এক জনকে অবশ্যই মরিতে হইবে। এ সংসারে একটি কুসুম দুই বৃন্তে ফুটিতে পারে না, এক প্রণয়িনীর দুই প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইলে সে প্রেমে কখনই সুখ হয় না। তুমি জীবিত থাকিলে আমার প্রভা লাভ অসম্ভব—আর আমিও জীবিত থাকিয়া তোমার বক্ষে সে রত্ন দেখিতে পারিব না। অতএব একের পথ পরিষ্কার করা আবশ্যক।

সেই মুহূর্তে কুমার যাদুকর মন্ত্রবলে সাগরকূল হইতে সহসা প্রজ্জলিত বাড়বানল মধ্যে নীত হইলেও তত চমকিত হইতেন না, আগন্তুকের স্বপ্নময় ষড়যন্ত্র প্রকাশে যত আশ্চর্য্য হইলেন। কুমার বুঝিলেন পাপীষ্ঠ বুন্দিরাজ বলদেব রাও পাশব বিকারে অন্ধ হইয়া নরহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে। কোথায় যবন যুদ্ধে জাতি-প্রাণ, দেবধর্ম্ম ও স্বদেশ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আত্ম পণ করিবে, এ কিনা, স্বহস্তে সুপ্তকক্ষে অগ্নি সংযোগ করিয়া পূর্ব্বাহ্ণেই সর্ব্ব-নাশের চেষ্টা!! পাপাত্মার সে পৈশাচিক বৃত্তি চিন্তা করিয়া শোণিত স্রোত যুগপৎ উষ্ণ ও শীতল হইয়া উঠিল। উষ্ণ হইল—নর পশুর চিত্তবিকারে—শীতল হইল, সে রাগের সময় নয় ভাবিয়া; কৌশলে কার্য্যোদ্ধার না করিলে সে বিষবৃক্ষে বিষফলই ফলিবে, করস্থ অসি সুহৃদ্দয়শোণিতেই কলুষিত হইবে। নিমেষের মধ্যে এতখানা ভাবিয়া কুমার বিষাদ গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "বীর প্রধান বুন্দিরাজের কি এই কার্য্য? কোথায় তিনি ভবিষ্য যবন যুদ্ধে অগ্রণী হইয়া প্রচণ্ড ভাস্কর তেজে বীর কুলের মুখোজ্জ্বল করিবেন, তা না হইয়া আজ কি না, তিনি গৃহাগত জ্ঞাতী বধে উদ্যত! গৃহদ্বারে শত্রু উপস্থিত, মস্তকো-পরি শাণিত অসি প্রলম্বিত দেশের ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত!! এসময়ে আত্ম প্রতিযোগীতায়-- গৃহবিচ্ছেদে দেশের গতি কি হইবে?

পদ দলিত অজাগর সর্পের ন্যায় সে কথা নর জিঘাংসুর গায়ে সহিল না। কাটা ঘায়ে যেন নুনের ছিটা পড়িল, সে বিকট স্বরে কহিল "দাম্ভিক, আমার কার্য্যের ঔচিতানুচিত্য তোকে বিচার করিতে হইবে না। যদি বীর

বলিয়া অভিমান থাকে প্রহরণ গ্রহণ কর,—বীরের ন্যায় স্বর্গধামে চলিয়া যা, নতুবা মরণভীরুকে এখনই কুকুরের ন্যায় দ্বিখণ্ড করিব"।

কুমার—স্বার্থান্ধ কাপুরুষের ন্যায় জাতীয় জীবন নাশে তোমার যত আমোদ, পরপ্রসাদভোজী অকৃতজ্ঞ-প্রবল পরাক্রান্ত হিংস্রপশু বধেও আমার ততোধিক বিষাদ! কর্ত্তব্যের অনুরোধে এ অসিকরে যত নরশোণিত পাত করিয়াছি,-এ হৃদয় ততই পরিতাপে দগ্ধ হইয়াছে! ভগবানের ঘরে দেহীমাত্রই একই রক্তমাংসে গঠিত। তুমি ক্ষত্রিয়-বীর—বিপন্নকে রক্ষাই তোমার কুলধর্ম্ম। এ যুদ্ধে কাহারো জীবনান্ত নিয়তি বাঞ্ছিত কি না,—জগন্নাথই জানেন। কিন্তু এই আমি শঙ্কটময় বিষম বিকল্প স্থানে দাঁড়াইয়া, তুমি ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের জীবন ভিক্ষা দাও। ততোধিক শঙ্কটে পড়িয়া এ ভাবে প্রবল শত্রু মামুদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে কখনই এ ভিক্ষা চাহিতাম না—কারণ এ জীবন যবনযুদ্ধেই বিসর্জ্জন! আবারো মিনতি করি, আত্মবিদ্রোহে ক্ষান্তহও—এ বলবীর্য্য শত্রু প্রতি প্রয়োগ হইলে আজও দেশের অনেক ভরসা আছে!

বিষম ব্যাধিবিকারে বিষবৎ সদ্যোপশমকারী ঔষধ পাত্রের ন্যায় পামরের নিকট সাধুর সে হিতোপদেশ স্থান পাইল না। তাহার হৃদয়বৃত্তি দুর্নিবার্য্য হইয়া উঠিল। এ সংসারে কালসাপিনী পাপ রমণী ও মিথ্যাবাদী খলের কণ্ঠেই বিষ। সে বিষধারায় মৃতদেহেও তাড়িত রাশি ছুটিতে থাকে। পাপিষ্ঠ কহিল, রে কৃতঘ্ন-দুরাচার, যাহার স্তনপান, তাহারই মর্ম্মে দংশন!! আচার্য্য রত্নজ্ঞানে কালসর্প গৃহে পুষিতেছেন, তিনি স্বপ্নেও জানেন না যে এ হইতেই তাঁহার সর্ব্বনাশ হইতেছে, জাতিকুল রসাতল যাইতেছে! উঃ কি বিশ্বাসঘাতক? শাস্ত্রানুশীলনের ভাণ করিয়া নিশীথ রাত্রিতে নির্জ্জন কক্ষে বালবিধবার ধর্ম্মনাশ!! তোর ন্যায় মহাপাতকীকে অজ্ঞাতে আঁধারে হত্যা করিলেও পাপ! হে দেব ধর্ম্ম সাক্ষী হইও—হে অনন্ত সুনীল আকাশ—অনন্ত আকাশে অনন্ত তারকামালা তোমরাও দেখিও—বিশাল তরুরাজ আর কাননের নৈশ শোভা অর্দ্ধ ফুট কুসুমরাজি তোমরাও দেখ, আজি এই পবিত্র বনকোলে সংসারের অসহ্য জঞ্জাল জ্বলন্ত চিতানলে নিক্ষেপ করিতেছি, আর যেন প্রাতঃসূর্য্য ইহার মুখাবলোকন করিয়া কলঙ্কিত না হয়!!—বলিয়া কুমারকে আক্রমণ করিল।

তাদৃশ মিথ্যাপবাদে কুমারের ধৈর্য্যচ্যুত হইল। তিনি নিশ্চয় বুঝিলেন এ পাপবিকারের প্রলাপ,—আর ক্ষত্রবধ নিয়তির ধ্রুব বাঞ্ছিত। তখন অসিহস্তে কহিলেন, "দুর্ম্মুখ, আজও জনসমাজে এমন দণ্ডের সৃষ্টি হয় নাই, যে শাসনে এহেন অপরাধের উচিত প্রতিশোধ হইতে পারে? মুখ-কোটরে চিতানল প্রজ্জলিত করিয়া জীবন্ত ভস্মীভূত করিলেও এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় কি না সন্দেহ। নারকি, প্রস্তুত হ, এখনই তোর জীবনের সাধ মিটাইতেছি" বলিয়া প্রত্যাক্রমণ করিলেন। ইতিপূর্ব্বেই বলদেব রাও অস্যাগ্রে চকমকী ঠুকিয়া অগ্ন্যুৎপাদন করিয়াছিল। সেই অগ্নিকুণ্ড সম্মুখে উভয়ের অসিযুদ্ধ চলিল। উভয়েই বীর—একে মনোবিকারে উন্মত্ত—কর্ত্তব্যজ্ঞানবিহীন, অন্যে ভীষণ অজাগর দংশনে জর্জ্জরিত—অথচ কৃতী ও কৌশলী। কুমারের দুর্দ্দম্য প্রহারবেগে প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রহরণ স্খলিত হইয়া পড়িল—দ্বিতীয় আঘাতেই মস্তকচ্ছেদ নিশ্চয়, আর তন্নিবারণের উপায় নাই!! তখন সম্মুখস্থ বনান্তপ্রদেশ হইতে শব্দ হইল "কুমার ক্ষান্ত হও—এ আত্মনাশের সময় নয়"। কুমার সে স্বর চিনিতে পারিয়া স্বীয় হস্তস্থিত প্রহরণ ত্যাগ করিয়া গাইলেন—"ভাব সেই কলুষ-নাশনে"; অরণ্যানী প্রতিধ্বনিত করিয়া দ্বিতীয় কণ্ঠেও গান উঠিল "ভাই ভাই আজ, বাঁধরে হৃদয়, রক্ষিতে ধর্ম্ম যতনে"। গাইতে গাইতে ভৈরবানন্দ আসিয়া কুমারকে আলিঙ্গন করিলেন, ভবানন্দ ইঙ্গিতানুসারে বলদেবরাওর হস্ত ধারণ করিলেন। বলদেবরাও ইতিপূর্ব্বেই দারুণ আহত হইয়া হীনবল হইতেছিলেন, এখন এই দেবমায়ায় হতচেতন হইয়া ভবানন্দ ঠাকুরের গায় ঢলিয়া পড়িলেন। কুমারও ধীরে ধীরে বসিয়া গেলেন, তিনিও আহত।

ভৈরবানন্দ ও ভবানন্দ ঠাকুর মহামায়ার মন্দির হইতে সাগরাভিমুখে চলিলেন। উপবনপার্শ্ব ধরিয়া চলিলে কুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু ভিন্ন পন্থাবলম্বন করাতে তাহা হইল না। উভয়েই নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিলেন, কিন্তু কোন জনপ্রাণীর চিহ্নও পরিলক্ষিত হইল না। শাখীশিরে দলে দলে জোনাকি পাঁতি জ্বলিতেছে; কুসুমবাস নৈশ সমীরণে মিশিয়া দিগন্তর ছুটিতেছে, কিন্তু একটী নিশ্বাসেও তাহা অনুভূতি জন্মিতেছে না। সে হেন সময়ে দুইটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—বনতপস্বীর বেশ, হাতে

হরিনামের অস্ত্র, ইতস্ততঃ কি হৃত বস্তুর যেন অন্বেষণ করিতেছিলেন। কাহারো মুখে কথাটী নাই, কাহারো ইঙ্গিতে কেউ চলিতেছে না অথচ উভয়েই এক হস্ত পরিমিত ব্যবধানে থাকিয়া একই উদ্দেশ্যে উৎকর্ণ। কেউ কাহাকে সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছেন না, অথচ পরিত্যক্ত নিশ্বাস-প্রশ্বাস-শব্দই প্রত্যক্ষ বিদ্যমানতার পরিচয় দিতেছিল। ক্রমে ক্রমে মনুষ্যকণ্ঠ শ্রুতিগোচর হইল—প্রজ্জলিত অগ্নিশিখায় বনস্থলী অলোকিত হইল, উভয়েই বিনা বাক্যব্যয়ে সকল শুনিলেন, অসিযুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন, এবং শেষ মুহূর্ত্তে কহিলেন—"ক্ষান্ত হও ইত্যাদি"।

বলদেবরাও মন্ত্রমুগ্ধ, ভূপেন্দ্রও ক্ষতমুখে শোণিতস্রাবে ক্রমশঃ ক্ষীণবল হইতেছিলেন। তিনি অতি কষ্টে কহিলেন, "আচার্য্য আপনি সর্ব্বগামী না অন্তর্য্যামী? দেশের দুরদৃষ্ট—আমাদেরও গ্রহবৈগুণ্য, নতুবা এহেন আত্ম-দ্বন্দ্বে আত্মবল বিনষ্ট হইবে কেন? আমার আঘাত যাতনা হইতেও পরিতাপের অন্তর্বেদনা অনেক অধিক, কিন্তু দুরাত্মা বোধ হয় সাংঘাতিক রূপে আহত হইয়াছে।

আচার্য্য কহিলেন, "বৎস, পাপীর প্রায়শ্চিত্ত ভগবানের নিকট, উহাতে মানুষের হাত নাই"। পরে ভবানন্দকে কহিলেন, "ঠাকুর, দেখিতেছ কি? সত্বর সাগরোদকে উভয়ের ক্ষতমুখ পরিষ্কার কর, আমি ততক্ষণ ঔষধ আনিতেছি", বলিয়া একখণ্ড জ্বলন্ত ইন্ধনহস্তে বনান্তরালে প্রবেশ করিলেন। ভবানন্দঠাকুর আদেশানুযায়ী কার্য্য করিলেন! ভৈরবানন্দও অনতিবিলম্বেই কয়েকটী বন্য পত্র হস্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া উভয়ের ক্ষতমুখে বিন্দু বিন্দু সে পত্ররস ঢালিয়া দিলেন। দুই তিন বার সে ঔষধ প্রয়োগে রক্তস্রাব বন্ধ হইল। কুমারের গাত্র বেদনারও উপশম হইল। কিন্তু মৃত দেহে জীবন সঞ্চারের ন্যায় বলদেবরাওর ধীরে ধীরে চেতনা আসিতেছিল। ক্রমে চক্ষু-রুন্মিলন করিলেন, এবং বিকাররুদ্ধ কণ্ঠে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কহিলেন, "আমি কোথায়?—জল—পাপের প্রায়শ্চিত্ত"!! সে কথায় কেউ উত্তর করিলেন না। আচার্য্যের ইঙ্গিতানুসারে ভবানন্দ তৃষ্ণাতুরের কণ্ঠে জল দিলেন; সে জলটুকু গলাধঃ হইলে আহতের মুখমণ্ডলে ভাবান্তর দেখা দিল। আঁধারে একটুকু চাঁদের আলো খেলিল। দৃষ্টি সতেজ হইল, কণ্ঠ স্বাভাবিক হইল।

তিনি আবার কহিলেন,—“আপনারা কে ”? আচার্য্য কহিলেন, “আপনি পীড়িত, আপাততঃ কথা বলিবেন না”। বলদেবরাও স্বীয়াবস্থা চিন্তা করিয়া একবার চক্ষু মুদিলেন, ক্ষণপরে পার্শ্ববর্ত্তী পুরুষদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করিলেন। সে দৃষ্টি কৌতূহলময়ী, প্রেমে মাখান ও কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ! নয়নপ্রান্তে দুই বিন্দু অশ্রুজল বিগলিত হইয়া যেন তাঁহাদের পদমূলে পড়িতে চাহিল। বলদেবরাও চিনিলেন, বক্তা সংসারে দেবতা, আচার্য্য ভৈরবানন্দ,—দ্বিতীয় মন্দিরাধ্যক্ষ। ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন, এবং কহিলেন, “ভগবানেরাই জীবনদাতা—এ দেহ মন আপনাদেরই, অনুমতি হয়ত এখন বিদায় হইতে পারি। ভবদীয় আশীর্ব্বাদে আজি পাপীর যথেষ্ঠ জ্ঞান শিক্ষা হইয়াছে’ .!

ভৈরব—এখনও শারীরিক ক্লান্তি আছে, একাকী যাইতে পারিবেন না ভবানন্দ ঠাকুর আপনাকে রাখিয়া আসিতেছেন।

বলদেব—এ ঋণই শোধিবার নহে—আর ততদূর অনুগ্রহ করিয়া পরকালের জন্য ঋণী করিবেন না। দেব প্রসাদে স্বচ্ছন্দে অশ্বপৃষ্ঠে চলিতে পারিব।

সে কথায় আচার্য্য আর কোনও আপত্তি না করিয়া কহিলেন,—“পথে যাইতে যাইতে অথবা সহসা হৃদয় বেগের প্রাবল্যবশতঃ গাত্র বেদনা কিম্বা পুনঃ রক্তস্রাব হইলে এই পত্ররস সেচন করিবেন। আর রাত্রিতে জ্বরানুভব করিলে এই দ্বিতীয় পত্রটীর অর্দ্ধমাত্র অর্দ্ধ কাঁচ্চা পরিমিত উষ্ণ জলে ভিজাইয়া বর্ণান্তর ধারণ করিলে তাহাই সেবন করিবেন,—বলিয়া পত্রগুলি পৃথক পৃথক ভাবে ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তবুও কি কেহ বিশ্বাস করিবেন, আয়ুর্ব্বেদে মৃত সঞ্জবনীর সদ্য ব্যবস্থা আছে? হিন্দুর ভৈষজ্য রত্নাবলীতেও অস্ত্রাঘাতের সদ্য প্রতীকার আছে!! বলদেবরাও ঠাকুরদ্বয়ের চরণ বন্দনা করিয়া বিদায় হইলেন। তাঁহারাও আশীর্ব্বাদ করিলেন। বিদায়ের কালে কুমার কহিলেন, “বুন্দিরাজ, পাপবিকারে ক্ষত্রিয় প্রকৃতি ভুলিবেন না। ধর্ম্মের বিচার যিনি করেন, পাপীর দণ্ডও তিনিই দিয়া থাকেন ; সে কর্ম্মে আমাদের হাত কি? যবন গৃহদ্বারে উপস্থিত—প্রদীপ্ত বিক্রম ক্ষত্রিয় গৌরব অস্তমিত প্রায়। ধর্ম্ম রক্ষায় যেন কুণ্ঠা

না হয়” ! ! “অক্ষত্রিয়োচিত কার্য্যে অবিশ্বাসী বলিয়া অকৃতজ্ঞ হইব কিনা সন্দেহ ”— বলিয়াই বুন্দিরাজ অশ্বপৃষ্ঠে চলিয়া গেলেন। কুমার ও ঠাকুরদ্বয় কণ্ঠ মিশাইয়া :—‘ভাব সেই কলুষ নাশনে’—গাইতে গাইতে গৃহযাত্রা করিলেন।

ভবানন্দ মন্দিরে চলিয়া গেলেন। আচার্য্য কুমার কে লইয়া পুরিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মালতী ততক্ষণ জাগিয়া ভাগবৎ পড়িতেছিলেন। দ্বার ভিতর হইতে অর্গলিত। আচার্য্য ডাকিলেন, ‘মালতি’! মালতী সত্রস্ত-ভাবে দ্বার খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘পিতঃ আবার ফিরিলেন কেন? কুমারের মঙ্গল ত ” ?

আচার্য্য—মহামায়ার ইচ্ছায় এক প্রকার মঙ্গল বটে--বলিয়া পথিমধ্যে ভবানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ অবধি গৃহে প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত সমস্ত সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া কহিলেন, “ভূপেন্দ্র এখন একটুকু ঘুমাও, নচেৎ শরীরের ক্লান্তি দূর হইবে না’। দ্বিতীয় কথাটী না কহিয়া গুরুদেব মন্দিরে চলিয়া গেলেন। ভূপেন্দ্র নীরবে শয়ন করিয়া অনতিবিলম্বেই নিদ্রাভিভূত হইলেন, মালতী সারারাত্রি ঔষধি প্রয়োগ করিলেন।

বিভাবরী পোহাইতে দু চারি দণ্ড বাকী আছে। আকাশে উষারঙ্গিনী শুক তারাটীর সঙ্গে সঙ্গে সেই কক্ষমধ্যে দুইটী জ্যোতিষ্ক ফুটিয়া উঠিল। মালতী সে রূপরাশি দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। এবং কহিল—“একি আকাশের চাঁদ ভূমে উদয় কেন” ?

বলা বাহুল্য যে এ আকাশ শোভা প্রভাও তদীয়া সঙ্গিনী সরোজা।

প্রভা কক্ষমধ্যে কুমারকে তদবস্থ দেখিয়া মর্ম্মাহত স্বরে কহিলেন, “মালতি, তবে কি সফল স্বপ্ন? সত্যই কি কুমার আহত ”? বলিয়া সমস্ত স্বপ্ন বিবরণ খুলিয়া বলিলেন। মালতীও লিপি রহস্য ও তৎপশ্চাদ্ঘটিত সমস্ত ঘটনা আমূল বর্ণনা করিয়া কহিলেন, “সখি, আমিই সুখী, আমি কুমারের শুশ্রূষা করিতে পারিতেছি, এখন তোমার হৃদয় রত্ন হৃদে পূরিয়া দিতে পারিলেই বাঁচি ! !

চুপে চুপে তিন জনে কত কথা হইল, পাছে ভূপেন্দ্রের নিদ্রা ভঙ্গ হয় ! প্রভা ধীরে ধীরে কুমারের উপর সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অতৃপ্ত ভাবে

ধীরে ধীরে দৃষ্টি প্রত্যাখ্যান করিলেন! আবার মালতীর হস্ত ধরিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "মালতি, তুমিই সুখী, তুমি কুমারের শুশ্রূষা করিতে পারিলে" !! অনন্তর তাহারা বিদায় হইলেন। সরোজা দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে কহিলেন, 'সখি তোমার সফল স্বপ্ন' ! প্রভাও কহিলেন পোড়া ভাগ্যেই 'সফল স্বপ্ন'।

আসিবার সময় আকাশে মলিন বিরল তারকামালা—অৰ্দ্ধ বিকসিতা প্রসূন বধূরাও বলিয়াছিল, "প্রভা সত্যি তোমর 'স্বফল স্বপ্ন'—সত্যিই কুমার আহত" !!

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই প্রভা ও সরোজা গৃহে ফিরিলেন। সুষুপ্তা বিন্দী ভর্ত্তৃ কুমারীর নৈশ পর্য্যটনের বিন্দু বিসর্গও জানিল না।

---

## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অন্যান্য রাত্রির ন্যায় একাদশীর সেই স্বপ্নময়ী কালনিশি ও প্রভাতা হইল। মধুসখা মঞ্জু কুঞ্জে বসিয়া আজিও ললিতকণ্ঠে উষাদেবীর মনোরঞ্জন করিল। পূর্ব্বাসার দ্বারে তেমনি বালসূর্য্য আকাশ সীমন্তে সিন্দুর বিন্দুর ন্যায় বিকাশ পাইল। কমল, কহ্লার প্রভৃতি স্তরে স্তরে ফুটিয়া প্রভাতী পবনে দুলিতে লাগিল। রাজতোরণে নহবৎ বাজিয়া উঠিল। সুপ্রভাত দেখিয়া সকলেই ইষ্টদেব স্মরণ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন,কেবল সরোজ-সখী জাগিল না। শোক দগ্ধা প্রভার চক্ষেই কেবল সুপ্রভাভ আসিল না।

প্রাতরুত্থান ব্রহ্মচর্য্যরতা বিধবার অনভ্যস্ত প্রকৃতি। সরোজা প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃস্নান করেন, তদনন্তর মহামায়ার অর্চ্চনার্থ স্বহস্তে কুসুম চয়ন করিয়া থাকেন। সরোজার সঙ্গে সঙ্গে প্রভারও প্রাতরুত্থান ও প্রাতঃস্নান অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে। কিন্তু আজ আর কাহারো সেটী হইল না।

কমলাদেবী মহা নিষ্ঠাবতী। পূজা আহ্নিকাদি না করিয়া জলগ্রহণ করি-তেন না। প্রভা সরোজার সঙ্গে সঙ্গে কুসুম চয়ন কয়িয়া স্বহস্তে শিবপূজার

সমস্ত আয়োজন করিয়া দিতেন। মাতা যতক্ষণ প্রধূমিত ধূপাগ্নি সম্মুখে অনুচ্চ শঙ্খ ঘণ্টারবে ভূত ভাবন ভোলানাথের ধ্যানমগ্না থাকিতেন, কন্যা ততক্ষণ এক পার্শ্বে বসিয়া মঙ্গলময় মহেশ্বরের অনন্তরূপ কল্পনা করিতে করিতে মনোমন্দিরে সে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিতেন। অবশেষে পূজান্তে প্রসাদী ফুল মস্তকে ধারণ করিতেন। কার্য্য কারণবশতঃ প্রভা যে দিন শিবপূজা সমক্ষে থাকিতে পারিলেন না,সে দিন আর মনোমালিন্য ঘুচিল না, শারীরিক অশৌচবৎ কোন দেব কার্য্যেই উৎসাহ জন্মিল না। আর কন্যা যে দিন পূজার আয়োজন করিয়া না দিল, সে দিন মায়ের পূজাও যেন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইল না। অকৃত্রিম ভক্তি ও ভালবাসার যে মিশ্রণ, প্রেম প্রতিষ্ঠা ও দেবপদে আত্ম বিসর্জ্জন সে রাসায়নিক সংযোগের ফল।

ক্রমে সূর্য্যকিরণ বৃক্ষচূড় হইতে স্খলিত হইয়া পদমূলে গড়াইয়া পড়িল, ক্রমে দুর্ব্বাদল শোভা শিশির বিন্দু শুকায়ে গেল। নিবিড় অরণ্যানী ভেদ করিয়া দুর্ভেদ্য আঁধারজালে দু একটী তপন রশ্মি ফুটিল, শিশুরা খেলা ছাড়িয়া মায়ের অঞ্চল ধরিল, তথাপি প্রভার নিদ্রা ভঙ্গ হইল না। রাজ-মহিষী গৃহ রাজ্যে সাময়িক কার্য্যের যথাশাস্ত্র বিলি বন্দোবস্ত করিয়া পূজার ঘরে প্রবেশ করিলেন। বেলা প্রহরেক অতীত, তথাপিও পূজার আয়োজন হয় নাই। কমলাবতী কারণ নির্ণয়ে ব্যস্ত ছিলেন, সহসা বিন্দি সে ঘরে প্রবেশ করিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—'ঠাকুরাণি, প্রভা আজ এখনও শুইয়া কেন'?

রাজম—সে কি বিন্দি? রাত্রিতে কোনও অসুখ হয় নাই ত? তাই বুঝি এখনও পূজার আয়োজন হয় নাই? বাছনি আমার পরের ঘরে গেলে কে আর নানা জাতি ফুল তুলিয়া দিবে—কে আর যোগ শিষ্যার ন্যায় কাছে থাকিয়া নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিবে? মায়ের আমার যেমনি গুরুভক্তি—তেমনি মহেশ্বরে আসক্তি!! যেমনি শাস্ত্র ও সমাজপ্রিয়তা, তেমনি আবার রোগীর শুশ্রূষায় ও দরিদ্রের দারিদ্র মোচনে মুক্তহস্ততা যেমনি স্বভাব সরলতা—তেমনি মূর্ত্তিমতি উদারতা!!

বিন্দি—শুভক্ষণেই প্রভা জন্মাইয়াছিল, পেটের সন্তানও তেমনটী হয় কিনা সন্দেহ!

রাজম—সরোজা কোথায় ?

বিন্দি - সেও শয্যাপার্শ্বেই বসিয়া ; বার বার প্রাতঃস্নানের কথা বলাতে বারেকমাত্র মৃদুস্বরে কহিলেন "না—অসুখ"—কিন্তু অসুখ কি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

তচ্ছ্রবণে রাজমহিষী যৎপরোনাস্তি উৎকণ্ঠিত হইয়া সবেগে প্রভার শয়নকক্ষ পানে ছুটিলেন। বিন্দিও কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।

প্রভা তখনও সরোজার ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছিল। আর শতবার ললাট টিপিয়া অদৃষ্টকে দোষিতে ছিল। 'সফল স্বপ্ন' পিড়িত ভগ্ন হৃদয় কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে না। ক্ষণেক পরে একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাসসহকারে সজলনয়নে কহিলেন, "সরোজা-হৃদয়ের সখি—সাধের ভুঁইচাঁপাটী, ভগবানের রাজ্যে বিচার নাই কেন ? শিব সাক্ষাতে কায়মনোবাক্যে হৃদয়রাজ্যে যাঁহাকে রাজা করিলাম, সাধ করিয়া যে পদে জীবন যৌবন সঁপিয়া আপনার মনপ্রাণ পরের অধীন করিলাম, হায়, কোন্ পাপে আজি তাঁহার পদসেবা করিতে পারিতেছি না ? এ দগ্ধ হৃদয়—এ ছার দেহ তাঁহারই, তবে কেন ছায়া দেহ ছাড়িয়া লুকাইত রহিল ? সখি, মালতীই এ সংসারে সুখী, সে পরের সুখে আত্মহারা হইয়া রাত্রি দিন পরের শুশ্রূষা করিতেছে" !! প্রভার সে স্বর হৃদয় বিদারক। সে করুণ কাতর স্বরে তুঙ্গ শৈলও গলিয়া যায়। কোমল স্বভাবা রমণী যে গলিবে তাহাতে বিচিত্র কি ? সরোজার চক্ষে জল আসিল, কিন্তু সে অশ্রু দুঃখে নয়-প্রভার অন্তর্জাত প্রেম প্রবাহের পরিমাণ করিয়া বরং ততোধিক সুখেরই বটে। সরোজা বুঝিলেন, সে সাগর অতলস্পর্শ! রমণী হৃদয়ে প্রেমই সার রত্ন, উপযুক্ত রত্নেই মণি কাঞ্চন সংযোগ ? সরোজা তেমনি প্রেমমাখা মৃদু মধুর স্বরে কহিলেন, "প্রভা, সাধু যাঁহার সঙ্কল্প, ভগবান তাঁহার সহায়। এ শঙ্কটকালে—বিষম পরীক্ষার সময়ে শৈলেশ্বর তোমাকে দূরে রাখিয়া পরীক্ষা করিতেছেন। প্রজাপতি দেখিতেছেন, তোমার প্রেমের মূল কত দৃঢ় ! এ আত্মত্যাগ ও ভালবাসাতে অজ্ঞাতে ও স্বার্থের কণিকামাত্র লুকাইত কিনা ? কুমারের পীড়া সাংঘাতিক নহে, বোধহয় আচার্য্যের সঞ্জীবনী মন্ত্রে ও মালতীর স্নেহচেষ্টায় তিনি এতক্ষণ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছেন। বিপত্তি মাধব মধুসূদনের নাম কর, তিনিই

ত্রিলোকে রক্ষাকর্ত্তা, দৈবকার্য্যে ক্ষীণমতি মানব বুদ্ধি অর্ব্বাচীন। কুমারের জন্য তত কাতর হইতেছ কেন ?

সে সময়ে রাজমহিষী অন্তরালে থাকিয়া উভয়ের কথোপকথন শুনিলেন, কিন্তু কথার প্রসঙ্গে বুঝিলেন প্রভার কোনও অসুখ নাই, তবে এভাব কেন ? তিনি সহসা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন, "প্রভা-প্রভা-প্রভাবতি" প্রভা অমনি মুখ তুলিয়া মাতৃপানে চাহিলেন—কিন্তু সে দৃষ্টি জল ভারাক্রান্ত ; প্রভা তখনও কাঁদিতেছিলেন। মাতা দেখিলেন কন্যার মুখ! মলিনা-পূর্ণিমাকাশে ঘনঘটা—বাসন্তি কুসুম প্রভঞ্জন পীড়িত—পথের ধূলী-মাখা। তিনি বুঝিলেন প্রভার মনোকষ্ট সামান্য নহে। সে দৃশ্যে মরমে মরিয়া কহিলেন, "বৎসে, ভগবানের শুভানুগ্রহে তোমার কিছুরই অভাব নাই—অভাব হইবেও না। যত দিন হৃদয়ে ভক্তি ও মহেশ্বরে আসক্তি থাকিবে, তত দিন চন্দ্রসূর্য্যশালিনী রাত্রিদিবা-প্রকৃতিময়ী ধরণী ধামে তোমার কোনও অশুভ সম্ভবে না। মা জগদম্বা তোমার কল্যাণ করিবেন, তুমি স্বচ্ছন্দে গাত্রোত্থান কর"।

প্রভা—মাতৃনিদেশ সন্তানের পক্ষে বেদবাক্য ;—কতবার প্রতিজ্ঞা করিলাম, সংসারে সমস্ত বিপদকে অম্লানবদনে আলিঙ্গন করিব। সুখে দুঃখে, রোগে শোকে অবস্থার যে কোন পরিবর্ত্তনে মহাচলের ন্যায় অটল থাকিব, জ্বলন্ত চিতানলও বুক পাতিয়া সহিব, তোমার ন্যায় ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতাকে একমাত্র সম্বল করিব, কিন্তু অশ্রুবিন্দু সে কথা শোনে না, ক্ষীণমতি অবলা প্রাণে তাহা সহে না। মাতঃ, কিছুতেই যে মন বাঁধিতে পারিতেছি না, ভগবান্ কি দুর্ব্বল হৃদয়ে বল দিবেন না ?

মাতা,—বৎসে, অত কাতর হইতেছ কেন ? যাও,—স্নানাদি করিয়া আমার শিবপূজার আয়োজন করিয়া দাও,—আজ ভগবানের চরণে তোমাদের কল্যানে একটী রক্তজবা উপহার দিব, তিনি ভক্তের ধ্রুব মঙ্গল সাধিবেন।

পূজার কথা শুনিয়া প্রভা উঠিয়া বসিলেন। ভক্তিতে তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল, মুহূর্ত্তের জন্য সে দুশ্চিন্তা পীড়িত স্বপ্নময় হৃদয়ে শান্তির ছায়া পড়িল। তিনি ভাবিলেন, প্রমথভূষণের পূজায় অবহেলা করিলে সর্ব্বনাশ হইবে। তিনি তদনুষ্ঠানে চলিয়া গেলেন।

প্রভা চলিয়া গেলে রাজমহিষী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সরোজ, বল দেখি, আবার কি ঘটিয়াছে" ?

সরো—ঠাকুরাণি, প্রভা মানবী বেশে দেবী, শাপভ্রষ্টা সুরবালা। কে বলে বালিকার প্রেম ধূলী খেলা—রূপের ধাঁধা ? এ যে মেঘের কোলে ঘোর বিদ্যুদ্দাম! প্রভা বালিকা বয়সে—কিন্তু কার্য্যে নহে! সে হৃদয়ের প্রেম প্রাণে প্রাণে গাঁথা, হৃদয়ের অন্তর তম প্রদেশে শৃঙ্খলিত, সে প্রেম অতল স্পর্শ!!

রাজম—সহসা শারদাকাশে এ ঘন ঘটা কেন ? আজি তোমাদের এ হেন অচিন্তনীয় ভাবান্তর কেন ? আমার হৃদয় কাঁপিতেছে, নানা দুশ্চিন্তা আসিতেছে, কুমারের কোন অশুভ হয় নাই ত ? ঘোর প্রভঞ্জন কালে, প্রলয়ের অশনি নিনাদে শ্রাবণের বাণডাকা ভরা গাঙ্গে ভাঙ্গা তরণীর তিনিই একমাত্র সম্বল! তিনি আরো বলিলেন, "গত নিশিতে আমারও সুনিদ্রা হয় নাই, চিন্তাজ্বরে গাত্র দাহ-কুস্বপ্নে মর্ম্মভেদী চিত্ত বিকার স্মরণ হইলে এখনও প্রাণ আকুল হয়। গুজরাটের ভাগ্যে অচির সর্ব্বনাশ বুঝি একান্তই নিয়তি বাঞ্ছিত"!!

তদনন্তর সরোজা স্বপ্ন বিবরণ হইতে মালতীর মুখে শ্রুত তাবৎ বিবৃত করিলেন। শুনিয়া রাজমহিষী কহিলেন, "দুরাত্মাদের অকার্য্য ও অসাধ্য কিছুই নাই; পাশব বিকারে জ্ঞানান্ধ হইয়া আত্মজীবনকেও ঘোর বিপন্ন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। আমিও নানারূপ অশুভ স্বপ্ন দেখিয়াছি। সরোজা, কুমারের পীড়া কি সাংঘাতিক" ?

সরোজা—সাংঘাতিক নহে, ঔষধ প্রয়োগে প্রায় প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। মালতী সারারাত্রি প্রহরে প্রহরে ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছেন। অদ্য বোধ হয় তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ।

রাজম—ভগবান্ করুন্ তাই হউক; মালতী মায়া ময়ী মানবী, রমণীকুলে পরশ। তাঁহার সমস্তকার্য্যই অমানুষিক। সরোজা, আহ্নিকাদি করিয়া প্রস্তত হও, কুমারকে দেখিবার জন্য মন বড় উৎকণ্ঠিত হইতেছে।

সরোজা নিত্য কার্য্যে চলিয়া গেলেন।

---

# নবম পরিচ্ছেদ।

প্রাবৃটাকাশে ঘনঘটাজাল প্রায়ই অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। দেখিতে দেখিতে জলদজালে আকাশ ছাইল, থাকিয়া থাকিয়া দামিনী খেলিল আবার দেখিতে দেখিতে সে আঁধার ছায়া কাটিয়া গেল; মেঘ ভাঙ্গা গগনে রবিকর দ্বিগুণতর উদ্ভাসিত হইল। লীলাময়ী প্রকৃতিতে সকলই বিচিত্র। কুমারের প্রফুল্ল মুখ কান্তিতে ক্ষণকালের জন্য যে বিষাদের ছায়া পড়িয়াছিল, তাহা মুছিয়া গেল। মালতীর নিয়ত চেষ্টায়—বন্য ভেষজের মৃত-সঞ্জীবনী শক্তিবলে কুমার সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইলেন। ক্ষতমুখে রক্তস্রাব জনিত দুর্ব্বল দেহে নববলের অভ্যুদয় হইল। নব বসন্ত সমাগমে সরোরুহ রাজির ন্যায় মুখ কান্তি নয়নরুচী নবীনা শ্রী-ধারণ করিল। প্রলয়ের পরে স্বচ্ছ সুনীলাকাশের এ মুখ হেরিলে কে বলিবে যে গত নিশিতে এ হেন সুন্দর বদন খানিতে কৃতান্তের করাল ছায়া পড়িয়া ছিল।

সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিদধিক পরেই ভূপেন্দ্র নয়নোন্মিলন করিলেন। তখনও মালতী শয্যাপার্শ্বে বসিয়া। কুমার কহিলেন, "মালতি, তোমারই সার্থক নিঃস্বার্থ নিষ্কাম ব্রত, সমস্ত রাত্রিই কি একাসনে একই ভাবে কাটাইলে"?

মালতী—পর সেবায়ই মালতীর সুখ, কিন্তু সে সুখ অদৃষ্টে নাই! রমণী জীবনে সে হেন-ব্রতই পবিত্র ধর্ম্ম, বিশেষতঃ বিধবার ভাগ্যে। এখনও কি অঙ্গবেদনা আছে?

"বিশেষতঃ বিধবার ভাগ্যে" এই কথায় কুমারের প্রাণে বিষম বাজিল। তিনি ভাবিলেন, কি পাপে মালতীর ভাগ্যে এ হেন কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা? মালতীর সরলতা--মালতীর কোমলতা, আর ভক্তি ও প্রেমনিষ্ঠা সত্ত্বেও তাদৃশ দুরদৃষ্ট স্মরণ করিয়া কুমারের চক্ষে জল আসিল। তিনি কহিলেন, সোদর প্রতিমে, সূর্য্যোদয়ের পর নিশির আঁধার রাশি কতক্ষণ স্থায়ী থাকে? অজাগর দংষ্ট বিষম বিষদগ্ধ প্রাণেও সামান্য ঔষধ প্রয়োগে জীবন সঞ্চার হয়, আমার এ তুচ্ছ যাতনা ভবদীয় যত্ন বাহুল্যেও অমৃত সেচনে আর

কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে? আমি এখন যথেষ্ট স্বচ্ছন্দ ও সবল, এমন কি কখনও পীড়িত ছিলাম বলিয়াও অনুমিত হইতেছে না। মালতি, আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব, প্রতিশ্রুত হও, সদুত্তর দিবে?

মালতী—কুমার, তোমার নিকট এ হৃদয় রহস্য কিছুই নাই। অজ্ঞাত ভাবে কোনও কথা যদি পিতার নিকট লুকাইয়া থাকি, তাহাও তোমাকে বলিতে কুণ্ঠিত হইব না। কিন্তু কই, এ হৃদয় খুঁজিয়া ত তেমন কিছুই পাইতেছি না!!

কুমার—মালতি, ভগবানের নিকট ইহ জন্মকৃত পুণ্যের পুরস্কার, পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, দানের প্রতিদান আছে,—উপকারের প্রত্যুপকার অথবা ততোধিক প্রিয় হৃদয়ের চিরকৃতজ্ঞতা আছে, কিন্তু স্বার্থময় সংসারে নিষ্কাম ব্রতের পুরস্কার কি? জীবন দানের প্রতিদান কি?

মালতী—এ পাপ সংসারে নিষ্কাম ব্রতে ব্রতী হইয়া কে কবে নিঃস্বার্থ-ভাবে পরের জীবন দান করিতে পারিয়াছে? যে দৃষ্টান্ত ভ্রাম্যমান জগতিতলে অতীব বিরল, জীবশাস্ত্রে সে কর্ম্ম ফলের উল্লেখও নাই।

কুমার—বিরল বটে-কিন্তু একেবারে দুষ্প্রাপ্য নহে। সে নিষ্কাম পরচর্য্যা-ব্রতাবলম্বিনী—মালতী-রমণীকুলে রত্ন—মানবী বেশে দেবী।

মালতী সহজেই বুঝিলেন, কুমার তদীয় কৃতকার্য্য স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞ হইতেছেন। তিনি হাসিয়া কহিলেন, কুমার, আজিও তুমি সংসারের কুট লীলা বুঝিতে পার নাই। মালতী সংসারে নারীকুলে ঘোর নরক—মানবীবেশে রাক্ষসী! আর মালতী সোদরের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করি-তেছে—অদৃষ্টে থাকিলে পরের জন্য করিয়াও সুখিনী হইবে। তাহার ভাগ্যে সে কর্ম্মের ফল—জ্বলন্ত চিতানল; বিধবার পক্ষে তাহাই সুখ শান্তি—মহা নির্ব্বাণ!!

শেষের এ কয়টী কথা বলিতে বলিতে মালতীর হাসিটুকু শুকাইয়া গেল—মুখমণ্ডল বিষাদে গম্ভীর হইল। তাদৃশ মর্ম্মভেদী কাতরোক্তি শ্রবণে কুমারের প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল। দুর্ব্বিসহ শোকবেগভরে হৃদয় ফাটিয়া গেল, নয়ন দৃষ্টি হীন হইল, মহাসাগরের আবর্ত্তনশীল জলরাশিতে যেন ডুবিতেছিলেন। তিনি অতি কষ্টে হৃদয়বেগ কথঞ্চিৎ সম্বরণ করিয়া কহিলেন,

"মালতি, সে চিতানল ত রাজা প্রজা, ধনী, দুঃখী, আমি তুমি সকলের জন্যই সম শান্তিদাতা, সেও ত সময় সাপেক্ষ, আপাততঃ কি জনমদুঃখিনী অনাথিনীর আর কিছুতেই ও দগ্ধ হৃদয়ের শান্তি হয় না" ? কুমারের একান্ত ইচ্ছা, কোনও সৎপাত্রে মালতীর বিবাহ দেন, বাল বিধবার বিবাহ হিন্দু শাস্ত্র বিরুদ্ধ নহে।

মালতীর ন্যায় সুচতুরা ও সুবুদ্ধিমতীর পক্ষে সে কথা বুঝিতে অধিকক্ষণ লাগিল না। তিনি এবারও ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "কাঙালিনীর জন্য উত্তম প্রতিদানের ব্যবস্থা করিয়াছ ; আমি দুখিনী সত্য, আমার কিসের অভাব? আমার একটী রত্ন হারাইয়াছে—কিন্তু যিনি এ হৃদয়ের উপাস্য, তাঁহার ঘরে আমার জন্য এখনও শত শত অমূল্য রত্ন রহিয়াছে—আমি ইচ্ছা করিয়া হাতে ধরিয়া পরকে তাহা বিলাইতে পারিতেছি না। হৃত রত্নোদ্ধার অসম্ভব! তবে আপাততঃ এ পাপ জীবনে একটী মাত্র শান্তির আশা আছে, সেটী ভূপেন্দ্রের সঙ্গে প্রভার বিবাহ! কিন্তু প্রজাপতির ইচ্ছা—তাহাও সে জ্বলন্ত চিতানল সাক্ষাতেই সম্পন্ন হইবে। শুভলগ্নের আর অধিক বিলম্ব নাই—অচিরেই ঘটিবে!!

এতক্ষণ কুমার যেন জাগ্রত স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, তাঁহার হৃদয়ে একটী অতীত অধ্যায়ের লুপ্ত স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। সে অদৃষ্ট পরীক্ষার কথা। লজ্জা ও উন্মত্ত প্রলাপভয়ে কুমার তাহা মালতীর নিকট বলিতে সাহস করেন নাই। এখন মালতীর মুখে সে অদৃষ্ট লিপি শুনিয়া তাঁহার বিস্ময়ের ইয়ত্তা রহিল না। এখন তিনি বুঝিলেন—চিতানলের অর্থ অতি গূঢ়—বিধাতৃ বিহিত ললাট লিখন। সে রহস্য সামান্য বুদ্ধির অতীত। কুমার স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় কহিলেন, "মালতি, তুমি অন্তর্য্যামী, নতুবা যে কথা হৃদয়মণ্ডপে লুক্কাইত ছিল, তাহা তুমি কেমনে জানিলে"?—বলিয়া প্রভার অদৃষ্ট গণনার কথা খুলিয়া বলিলেন। মালতী এতক্ষণ কুমারের বাহ্য প্রকৃতিতে মর্ম্ম বেদনার পরিমাণ করিতেছিলেন, তদীয় বাক্যাবসানে কহিলেন, " হিন্দুর জাগ্রত জ্যোতিষের চক্ষে গম্ভীর গবেষণা প্রভাবে ভবিষ্য মেঘাবৃত আকাশও অদৃশ্য থাকে না। যাহা তোমাকে বলিব না ভাবিয়াছিলাম—কারণ তুমি হৃদয়ে আঘাত পাইবে, আজ তাহাই আবার

বলিতে বসিলাম। তুমি ক্ষত্রিয়-কুলগর্ব্ব, বীরাগ্রগণ্য, অনুপম সাহসী ও কঠোর কষ্ট-সহিষ্ণু. প্রলয়ের ভীষণ ঝঞ্ঝাবাতেও হিমাদ্রী অটল, অচল ও উন্নত শীর্ষ; এ সামান্য প্রবাহে দুর্ব্বলের ন্যায় ও বীর হৃদয় কখনই আকুল হইবে না" ইত্যাদি পরিভাষা করিয়া ধীরে ধীরে জ্যোতিষ সম্মত ভবিষ্য ইতিহাসের একটী অপূর্ব্ব ও অদ্ভুতকাণ্ড উন্মোচন করিলেন। মালতী কহিলেন. "গত অমানিশিতে নিশীথ সময়ে অনন্ত নক্ষত্রশালী আকাশ পানে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া পিতৃদেব আপন অদৃষ্ট গণনা করিয়াছেন। আগামী পূর্ণিমা রাত্রি প্রভাতেই যবন সোমনাথ আক্রমণ করিবে। গুজরাটের পুরুষ রমণী অলৌকিক রণনৈপুণ্য প্রকাশ করিলেও যবনের হস্তে দেব ধর্ম্মের পতন নিশ্চয়! সে যুদ্ধে গুরুদেব হত হইবেন, সেটী অদৃষ্ট লিপি-ভগবানের সুব্যবস্থা, তাহাতে মনুষ্যের হাত নাই। যুদ্ধান্তে সাগরকুলে তাঁহার সৎকার সময়ে একদিকে সেই জলন্ত চিতা—অন্য দিকে অভাগিনীর স্বর্গীয় স্বামী উদ্দেশ্যে আত্ম বিসর্জ্জনের জন্য প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড সমক্ষে প্রভার সঙ্গে ভূপেন্দ্রের বিবাহ হইবে। ইহাও প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ ও নিয়তিবাঞ্ছিত। সে বিবাহ মহারাজার অগোচরে হইবে কিন্তু রাজমহিষী স্বয়ং কন্যাদান করিবেন। প্রভা যখন পাঁচ বৎসরের বালিকা—ধূলী খেলায় সোনার পুতুল, তখন পিতা একদিন প্রভার হস্ত দেখিয়া ঠিককরিয়া-ছিলেন, কি দৃশ সুলক্ষণাক্রান্ত যুবকের সহিত কোথায় কিভাবে তাঁহার বিবাহ হইবে। ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে মাতৃহীনা বালিকার সর্ব্ব-মঙ্গল সাধন জন্য ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ তিনিই সর্ব্বোতোভাবে দায়ী। সেই দিন হইতেই পিতা একটী রত্নের অনুসন্ধানে ছিলেন, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাকে অধিক খুঁজিয়া কষ্ট পাইতে হয় নাই, শৈলেশ্বর স্বয়ংই তাহা মিলাইয়াছেন। প্রভার অদৃষ্ট কাহিনী পূর্ব্বেই পিতৃমুখে শুনিয়াছি কিন্তু স্বীয় জীবনের তাদৃশ পরিণাম ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করেন নাই—পাছে আমি মনে কষ্ট পাই! তোমাকে দেখিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন, মালতি, এতকাল যে রত্নের অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিলাম, মহামায়ার ইচ্ছায় আজি তাহা ঘরে বসিয়াই পাইলাম—এখন ভবিষ্যৎ রক্ষা পাইলে হয়! এ যবন যুদ্ধে আমাদের পরাজয় নিশ্চয় তথাপিও পূর্ব্বে হাল ছাড়িতে নাই। ধর্ম্মের জন্যই জীবন!

ধর্ম্মের হয়ে পৃথিবীতে আসিয়াছি, ধর্ম্মের জন্যই উঁহা সমর্পণ করিব। জীবনে যত আশা ভরসা সেও ধর্ম্মের পথে"!!

সে কথা শুনিয়া কুমারের মস্তক ঘুরিয়া গেল, মুহূর্ত্ত মধ্যে বজ্রাহত প্রায় তাঁহার আত্মজ্ঞান ও চেতনা বিলুপ্ত হইতে ছিল। তিনি কি বলিতে চাহিলেন কিন্তু বলিতে পারিলেন না; কেবল নিশ্বাসের অগ্রে অগ্রে দুটী কথা বাহির হইয়া পড়িল,—"জ্বলন্ত চিতানল সমক্ষে স্বুবর্ণ প্রতিমা বিসর্জ্জন"। সহসা কুমারের তাদৃশ ভাবান্তর দেখিয়া মালতী কহিলেন, "কুমার একি বীর ধর্ম্ম? একি সর্ব্বং সহ কঠিন ক্ষত্রিয় হৃদয়? বালকের ন্যায় আজি তোমার ধৈর্য্য-চ্যুতি হইতেছে কেন? ভাবিয়া দেখ, আমার অদৃষ্টে কি ভীষণ প্রলয় সাজিয়াছে—মস্তকোপরি কি বিষম বজ্র ঝুলিতেছে! একে মাতৃহীনা তাহে বাল-বিধবা-কাজেই সংসারে সম্পূর্ণ আশ্রয় হীনা হইয়া যে এক মাত্র আশ্রয় তরুর ছায়ায় দাঁড়াইয়া ছিলাম, আজি কর্ম্ম দোষে সে তরুও উন্মূলিত প্রায়; আকাশের ধ্রুব তারা পতনোন্মুখ! অভাগিনীর পাষাণ হৃদয় সে শোকশঙ্কায়ও ভীত নহে; তুমি বীর, ভবিষ্য ভাবিয়া এত ব্যাকুল হইতেছ কেন? সংসারে আরো যে কত দুর্ব্বিসহ ব্যাধি বিপত্তিকে আলিঙ্গন করিতে হইবে, কে জানে?

মালতীর কথায় কুমার হৃদয় বাঁধিলেন বটে, কিন্তু তুষানল নিভিল না-মুখে কথা ফুটিল কিন্তু অশ্রু-বিন্দু থামিল না। কুমার অতি কষ্টে কহিলেন, "মালতি, জ্যোতিষের কথা কি মিথ্যা হয় না"?

মালতী ঈষদ্ হাসিয়া অতি করুণ ও কোমল কণ্ঠে কহিলেন, "তবে হিন্দুর দেব ধর্ম্মও মিথ্যা! যতদিন আকাশে কুসুম ফুটিবে, মেঘ ছুটিবে, রবি শশী দিবা রাত্রি করিবে, যত দিন দেব ধর্ম্মের মাহাত্ম্য অটুট থাকিবে, তত দিন জ্যোতিষ অভ্রান্ত ও অমূল্য।

কুমার—এ বিষম ব্যাধির কি ঔষধি নাই? এ বিকারের কি প্রতিকার নাই?

মালতী—সদা শিবোপাশক ধর্ম্ম প্রাণ গুরুদেবের ভাগ্যে সে মহা মুক্তি; নির্ব্বিকারে বিকার রাশির চির বিলয়! আর পাপিনীর ভাগ্যে?—অনন্ত নরক'!!

সুন্দর সুগন্ধি কুসুম নিত্যই প্রখর রবি-কিরণে শুকাইতেছে। এ স্বার্থ পর সংসার ঘোর পৈশাচিক লীলার রঙ্গ-ভূমি! এখানে নিষ্কাম ব্রত মহা-পাপ! ভক্তি ও নিষ্ঠা সর্ব্বনাশের পরাকাষ্ঠা! নিঃস্বার্থই কলুষ বিকার মালতি, তাই তুমি কর্ম্মদোষে বিধবা। তাই তোমার পরকালে নরকের ভয়! কিন্তু ভগবান জানেন-আমারাও অনুমান করি,—স্বর্গে শচি পার্শ্বে তোমার জন্য অপূর্ব্ব সিংহাসন রচিত হইতেছে!!

কুমার—রাজকুমারী এ সব বৃত্তান্ত শুনিয়াছে কি?

মালতী—শুনিতে পায় নাই পাইবেও না। সে কোমল প্রাণে এত প্রলয় সহিবে কেন? প্রভা শেষ রাত্রিতে তোমায় দেখিতে আসিয়া ছিল। সে স্বপ্নে দেখিয়া ছিল তুমি আহত! আরো দেখিয়াছে—চিতানল সমক্ষে তোমাদের বিবাহ ও তন্মধ্যে আমার আত্মবিসর্জ্জন'! কিন্তু সে সরলা বুঝিতে পারে নাই যে তাহার সফল স্বপ্ন। ভালবাসার কি বিচিত্র গতি!!

কুমার—আমিও ঘুমের ঘোরে তাহারই যেন কথা শুনিয়া ছিলাম, কিন্তু স্বপ্নভ্রম ভয়ে তোমাকে বলি নাই। সরোজাও বুঝি সঙ্গে ছিল?

মালতী—উভয়েই এসে ছিল আবার নিশাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়া গেল। প্রভাতের শুকতারাটী সূর্য্যোদয়ের সঙ্গেই অস্তমিত হয়।

এইরূপ নানা কথা প্রসঙ্গে দিনমনি মধ্যাহ্ন-গগনে চলিয়া পড়িল কেউ তাহা লক্ষ করিলেন না। আজি উভয়ের হৃদয় দ্বার উদ্ঘাটিত, ভবিষ্য ইতিহাসের কয়েকটী পৃষ্ঠা নয়নোপরি উন্মেলিত। একটী জীবনের শেষাভিনয়—অন্যটীর সু-প্রভাত! একটী বাল-বিধবার চিতারোহণ - অন্যটী নবীন যুবকের সঙ্গে একটী সংসার ললাম সুন্দরী যুবতীর অনন্ত মিলন! দুইটী কাহিনী বিভিন্ন প্রকৃতির অথচ দুইটী প্রাণ একই উপাদানে গঠিত—একই সূত্রে গ্রথিত! একটী অন্যের সুখে উন্মত্ত-অন্যটী একের পরিণাম ভাবিয়া একান্ত মর্ম্মাহত! সে দৃশ্য কেউ দেখিল না, অথবা যাঁহারা দেখিলেন, তাঁহারাও বুঝিলেন না। আজি এ দুটী প্রাণে যে মার্ত্তণ্ড প্রলয় বহিল, তাহা নিরবেই বিলয় পাইল!

সহসা কক্ষমধ্যে কয়েকটী ছায়া পড়িল, তদ্দৃষ্টে মালতীর চমক ভাঙ্গিল, তিনি বাহিরের দিকে চাহিয়া বুঝিলেন বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত। তখনও

কুমারের কিছু পথ্য গ্রহণ হয় নাই বলিয়া মালতী শতবার অদৃষ্টকে দোষিলেন। রাজমহিষী, প্রভা ও সরোজার সঙ্গে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলে মালতী তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। কুমারও সসম্ভ্রমে উঠিয়া বসিলেন। রাজমহিষী কহিলেন, বৎস, অদৃষ্ট লিপি অখণ্ডনীয়, আপাততঃ রোগ যাতনার একটুকু লাঘব হইয়াছে ত?

কুমার—মাতঃ, ভবদীয়া আগমনে কৃতার্থ হইলাম। মায়ের শুভাশীর্ব্বাদেও মালতীর যত্নে সন্তান এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

রাজম—সেও ভগবানের অনুগ্রহ। পরে মালতীকে কহিলেন, "কাহারো বুঝি জলগ্রহণ হয় নাই? কুমারকে কিছু খাবার আনিয়া দাও—তুমিও পূজাহ্নিকে যাও—আপাততঃ আমরাই এখানে আছি।

মালতী কুমারের আহারের বন্দোবস্ত করিয়া আহ্নিকাদি নিত্য ব্যাপারে চলিয়া গেলেন। রাজমহিষীও কিয়ৎকাল আলাপাদি করিয়া উঠিয়া গেলেন। সরোজাও প্রভা অনেকক্ষণ বসিয়া কুমারের সঙ্গে কত কথা কহিলেন। কিন্তু প্রভা জানিতে পারিলেন না যে—'চিতানল ও প্রতিমা বিসর্জ্জন' তাঁহার সফল স্বপ্ন!!

---

# দশম পরিচ্ছেদ।

সুখে দুঃখে তিন দিন কাটিয়া গেল। সংসারের পাপ তাপ লইয়া সূর্য্যদেব চির অস্তে গমন করিলেন। আর গুজরাটাকাশে সুখ তপন উদিল না। দেখিতে দেখিতে বাসন্তি পূর্ণিমা নিশি হাসিতে হাসিতে সান্ধ্য গগনে উদয় হইল—কিন্তু সে রাত্রি আর হাসিমুখে প্রভাতা হইল না।

অদ্য সে বাসন্তি পূর্ণিমা রাত্রি। আচার্য্যের বেদ ও ধর্ম্মময় জীবনে মহানিশি। মালতীর নিষ্কাম ব্রতোদ্যাপনের শেষ মুহূর্ত্ত। আজ আচার্য্যের গৃহে চিরশান্তির ছায়া পড়িয়াছে—স্বর্গীয় প্রভায় প্রকোষ্ঠ সকল হাসিতেছে। মালতীর মুখে হাসি ফুটিতেছে না, অথচ তাহাতে বিষাদের রেখাও নাই। আচার্য্য মহাযোগী—আত্মত্যাগী, আজি তাহার মুখমণ্ডল গম্ভীর, চিন্তায়

আকুঞ্চিত, প্রকৃতি প্রশান্ত—তাহাতেও কালীমা ছায়া নাই। আর ভূপেন্দ্র? আজি সে হৃদয় শোকে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু সাহস করিয়া স্বর তুলিয়া কাঁদিতে পারিতেছেন না। কিন্তু অশ্রু ধারার বিরাম নাই। আজ গুরু শিষ্যের শেষ শিক্ষা—বেদব্রতের শেষ দীক্ষা! আজ ভ্রাতা ভগিনীর শেষ মিলন—পিতা কন্যায় শেষ আলিঙ্গন! নশ্বর জীবনের ঘোর পরীক্ষার সময় উপস্থিত। আজ দিবাভাগে মালতী টোল খুলিয়া সকলের নিকট শেষ বিদায় লইলেন, কিন্তু শিষ্যারা সে রহস্য বুঝিল না। তাহারা বুঝিল, এ গুরুর দেবমায়া—অমানুষিক প্রেম! আচার্য্য উদয়াস্ত মহামায়ার শেষ পূজা করিয়া বিদায় মাগিলেন, "মা জগদম্বে, এ জীবনে তোমার চরণ পূজা ভিন্ন এ অধম পাপী আর কিছুই জানিত না, কিন্তু আজই তাহার শেষ। আমি চলিলাম সেও মা তোমারই শুভ ইচ্ছা। তোমার অসংখ্য ভক্ত সন্তান রহিল, যদি পাপ যবনের হস্তে রক্ষা পাও, যদি হিন্দুর দেবধর্ম্ম অটুট থাকে, চিরকালই ভক্তি-চন্দন-চর্চ্চিত মানস-কুসুম-দলে পূজিত হইবে,—নতুবা এই শেষ"! আচার্য্য দেবীর শেষ প্রসাদ আশে করজোড়ে ভিক্ষা মাগিলেন, কিন্তু মহামায়া আর ভক্তের উপর কৃপা কটাক্ষ করিলেন না। তখন তিনি বুঝিলেন, এ পাষাণ প্রতিমা—ভগবতী কৈলাসবাসিনী হইয়াছেন। ভারতের ভাবি দুর্দ্দশা ভাবিয়া—ধর্ম্মভীরু আর্য্য সন্তানের অধঃপতন ধ্রুব নিশ্চয় জানিয়া তাঁহার চক্ষে জল আসিল। আচার্য্য আবার কহিলেন—"মাতঃ শৈল সুতে, তুমিও যে পথে গিয়াছ, চিরদাসও সে পথেই চলিল, অন্তিমে যেন ও রাঙ্গা চরণে স্থান পাই"—বলিয়া মন্দিরের দ্বাররুদ্ধ করিলেন, আর তাহা উম্মুক্ত হইল না।

সন্ধ্যাগমের অব্যবহিত পরেই ভৈরবানন্দ কক্ষমধ্যে অজীন বিস্তার করিয়া "মহা নির্ব্বাণ তন্ত্র" খুলিয়া মালতীকে কহিলেন, "মা, আজ জীবনের শেষ আনন্দের রাত্রি। নিশাবসানের সঙ্গে সঙ্গে জীব লীলারও অবসান হইবে। পূর্ণিমার বিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও চিরবিচ্ছেদ হইবে। আজ পাষাণ পিতা কন্যার ধ্রুব পরিণাম জানিয়াও শোকে কাতর নহে। আমি স্বার্থ করিয়া তোমাকে সংসারের সুখে বঞ্চিত করিয়াছি। শাস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলে সে অস্ত্রই ভাঙ্গিয়া যায়, শাস্ত্রের মূলে কুশাঙ্কুরও

ফোটে না। সেই পাপে তুমি বালবিধবা। সেটাও ভগবানেরই ইচ্ছা। কারণ আজ তুমি স্বার্থভরা পাপ—তাপময় সংসারে যে নিষ্কাম ব্রতের দৃষ্টান্ত দেখাইলে, রমণী জীবনের যে আদর্শ স্থাপন করিলে, অবস্থান্তরে পতিত হইলে এটী হইত কিনা কে জানে? যত দিন বিধবারা ব্রহ্মচর্য্যায় আস্থা প্রদর্শন করিবেন, যত দিন ভারতে স্ত্রীশিক্ষার নাম গন্ধও থাকিবে, তত দিন তোমার এ মহদ্দৃষ্টান্ত সকলের অনুকরণীয় হইবে—মধুমালতীর নাম ঘরে ঘরে প্রাতঃস্মরণীয় হইবে—এস তবে উভয়ে মিলিয়া জীবনের মহাযাত্রার জন্য প্রস্তুত হই; আমরা কিছুই লইয়া আসি নাই—কিছুই লইয়া যাইব না। একমাত্র ভগবানের নাম করিয়া আসিয়াছি—আবার তাঁহারই নাম করিয়া প্রস্থান করিব"।

মালতী—পিতঃ, এ দেহ ভবদীয় প্রসাদেই পাইয়াছি, আবার ও পদ প্রসাদেই নির্ব্বাণ পথে অগ্রসর হইবে। এ সংসারে ভগবানের হইয়া আসিয়াছিলেন, যাহা করিয়াছেন, তাহাও ভগবানেরই। এ অতুল সম্পত্তির বিধি ব্যবস্থা কি হইবে?

ভৈরব—ভগবানের সেবার জন্যই তৎপ্রসাদে উহা গচ্ছিত ছিল, এখনও উহা ভগবানের সেবায়ই লাগিবে। পিতৃত্যজ্য সম্পত্তিতে সন্তানেরই সম্পূর্ণ অধিকার। এ সম্পত্তি মধুমালতীর; ভগবানের ইচ্ছা-মধুমালতী উহা মধুসূদনের মহদনুষ্ঠানেই ব্যয় করিবেন।

"এখন আর সে সময় নাই, কিন্তু যে রূপেই হউক ভগবানের বস্তু ভগবানের ভোগেই লাগা আবশ্যক" বলিয়া মালতী এক খণ্ড কাগজে দান পত্র লিখিয়া ভৈরবানন্দকে পড়িয়া শুনাইলেন:—

"পৈতৃক সম্পত্তিতে সন্তানই সম্পূর্ণ অধিকারী। সংসারে ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম। সে পথানুসরণ করিয়া চলিলে পরও আপন হয়। তাই আজি সোদর প্রতিম কুমার ভূপেন্দ্রকে সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি দান করিলাম। ভগবানের নামে যাহা করিলাম, তাহা ভগবানের কার্য্যেই লাগিবে। কুমার, এই দান পত্র পড়িয়া একবার জনমদুঃখিনীকে স্মরণ করিও, তখন হয়ত এ সংসারে মালতীর নাম গন্ধও থাকিবে না, কেবল চিতার ভস্মরাশি মাত্র সে পাপ জীবনের সাক্ষ্য প্রদান করিবে"।——— দুঃখিনী মধুমালতী।

আচার্য্য শুনিয়া কহিলেন, "এ সাধু সঙ্কল্প, ভগবানের প্রসাদ ভগবানের উপযুক্ত সন্তানেরই হইল"। মালতী পিতার হস্তে দান পত্র অর্পণ করিলেন, তিনি তাহাতে আর এক ছত্র যোগ করিয়া দিলেন,—"মালতীর এ দানে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে"——চির শুভাকাঙ্খী—ভৈরবানন্দ শর্ম্মণঃ।

তদনন্তর মালতী দান পত্র রত্ন ভাণ্ডারেই রাখিয়া দিলেন।

কুমার দান পত্রের বিন্দু বিসর্গও জানিলেন না। তিনি এতক্ষণ কক্ষান্তরে বিষাদে ডুবিয়া ছিলেন, এবার মালতীর অনুরোধে আচার্য্যের সমক্ষে আসিয়া বসিলেন। মালতী কহিলেন—"কুমার ভূপেন্দ্র, এ জীবনে এই শেষ সম্ভাষণ—এই শেষ শাস্ত্রানুশীলন! এস আমরা শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু মদীয় জন্মদাতা মহর্ষির মুখে শেষ নির্ব্বাণ তন্ত্র শুনিয়া জন্মের মত বিদায় হই"। এবার মালতীর চক্ষে জল আসিল। তিনি বসনাঞ্চলে নয়নাশ্রু মার্জ্জনা করিয়া আবার কহিলেন "আজ ভাই সুখের নিশি, জীবনানন্দের শেষ মুহূর্ত্ত, এ সময়ে একবার মহানন্দে গাই—'দেহি মে পদ মুদারং' তখন সেই কক্ষমধ্যে নৈশ হিল্লোলে কণ্ঠ মিশাইয়া তিন জনে গাইলেন, "দেহি হে পদ মুদারং'। গাইতে গাইতে তিন জনের চক্ষে জল আসিল কুমারের বেগবান অশ্রুপ্রবাহে কেহ যেন আর একটী প্রবাহ ঢালিয়া দিল প্রবাহ সাগরগামী হইল। আর নয়নকোণে শুকাইল না।

আচার্য্য মহা নির্ব্বাণ তন্ত্র লইয়া সারারাত্রি সে তন্ত্রেরই ব্যাখা করিলেন; মালতী ও কুমার তদ্গতচিত্তে তাহাই শুনিলেন। নির্ব্বাণের মহা তন্ত্র সাধনে সে নিশি কাটিয়া গেল। আচার্য্যও মালতীর জীবনে কালরাত্রি অবসান হইল।

---

## একাদশ পরিচ্ছেদ।

কাল আর স্রোতগতি একই। তাহারা কাহারো কালোমুখ পানে চাহিয়া সবেগে ধাইবেনা, অথবা কাহারো সুখের কোলে পড়িয়া কর্ত্তব্য ভুলিবে না। আমাদের বিশ্বাস, দুঃখের দিন 'যায় যায়' করিয়াও যায় না,

কিন্তু অপ্রমেয় সুখ শান্তির মধ্যে ঊষামুকুটমণি নবলীলায়ই অস্তাচল শায়ী হয়। তাই বুঝি ভৈরবানন্দ ও মালতীর জীবনানন্দময় নিশি মুহূর্ত্তে কাটিয়া গেল, যবনের ভাগ্যে সুপ্রভাত আসিল—ভারতাকাশে যেন নবসূর্য্য উদয় হইল!!

প্রভাতানীলের মৃদু কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে যবন শিবিরে ঘোররবে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। পৎ পৎ করিয়া যবন পতাকা উড়িতে লাগিল! ঘন ঘন বিজয় দুন্দুভি নিনাদিত হইতেছিল। গৃহ দ্বারে সুপ্ত শার্দ্দূল সহসা ক্ষেপিয়া উঠিল। পাছে সহসা বিপক্ষের আক্রমণে সৈনিকগণ চমকিয়া উঠে, এই ভয়ে রণকৌশল ভূপেন্দ্রের আদেশে সকলেই নিশিযোগে ধৃত প্রহরণ হইয়া রণরঙ্গে উন্মত্ত ছিল, নিশাবসানে সে সময় উপস্থিত জানিয়া ক্ষেপিয়া উঠিল। যবনশিবির প্রকম্পিত করিয়া গুজরাটের দুর্গপ্রাকারে রণদামামা বাজিয়া উঠিল।

নিশাবসানের অব্যবহিত পূর্ব্বেই ভৈরবানন্দ ঠাকুর 'দুর্গে দুর্গতিনাশিনি মা ভবানি' বলিয়া পুরের বাহির হইলেন। ঠাকুরের সর্ব্ব অঙ্গে হরিনামের ছাপা, ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক, পরিধানে গেরুয়া, করে কৃপাণ, এবং মুখে মহিষ মর্দ্দিনী কুলকুণ্ডলিনী মহাকালীর স্তোত্র গান! ঠাকুর পথিমধ্যে মহামায়ার মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া একেবারে সোমনাথের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। ভবানন্দ ঠাকুর ফৌজদল সহ সশস্ত্র হইয়া ঠাকুরের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সহসা তাঁহাকে উপস্থিত দেখিয়া সকলে সমস্বরে কহিলেন, "ঠাকুরজি, সময় উপস্থিত, আসুন একবার প্রাণ মন খুলিয়া গাই, "ভাব সেই কলুষ নাশনে" তখন সেই পঞ্চাশত শ্যামবেদগায়কের ললিত কণ্ঠে মলিনা ঊষারাণীর অনন্ত আকাশ বিতান ভেদিয়া সঙ্গীত উঠিল,—

"ভাব সেই কলুষ নাশনে।
ভাই ভাই আজ, বাঁধরে হৃদয়, রক্ষিতে ধর্ম্ম যতনে" ॥

ভূপেন্দ্রও যথাসময়ে রণবেশে মণ্ডিত হইলেন। সম্মুখে সুসজ্জিত অশ্ব। বিদায়ের কালে মালতী কহিলেন, "জীবনের ত অভিনয় ফুরাইল, শেষ কথা যুদ্ধান্তে এ পুরেই ফিরিও, কিন্তু মালতী আর ফিরিবে কিনা, ভগবানই জানেন। সাগরকূলে আবার সাক্ষাৎ হইবে"—কুমার চকিতে অশ্বারোহণ

করিয়া মুহূর্ত মধ্যে দুর্গদ্বারে পৌঁছিয়া কি সঙ্কেত করিলেন। সেই সঙ্কেতানুসারে সৈন্যগণ মহোল্লাসে কেল্লার বাহির হইয়া সারি দিল। কুমার ভীমরবে রাম শিঙ্গা বাজাইলেন, সে শব্দে তুঙ্গ দুর্গপ্রাকার হইতে একত্রে সহস্র দামামা বাজিয়া উঠিল। রণবাদ্যের তালে তালে যোদ্ধৃবর্গও অগ্রসর হইতে লাগিল।

ত্রিকালজ্ঞ আচার্য্য কহিয়াছেন, যবন আপাততঃ রাজ্যপ্রয়াসী নহে—অর্থলোভী ও হিন্দুর দেবধর্ম্মদ্বেষী। সোমনাথের সম্মুখস্থ সুবিস্তীর্ণ কুসুম বাটিকাই অদ্যকার রণাঙ্গন! তদীয় নিদেশক্রমে কুমার সর্ব্বাগ্রে প্রাঙ্গনের প্রবেশদ্বার অবরুদ্ধ করিয়া বসিলেন। ক্রমে ক্রমে সমাগত রাজন্যমণ্ডলীও স্তরে স্তরে শ্রেণীবদ্ধ হইল। তদপশ্চাতে উদ্যান বাটিকায় মন্দিরের ফাটক দ্বারে ভৈরবানন্দ ঠাকুর তদীয় 'ভক্তি ফৌজ' লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাদের ধ্রুববিশ্বাস, যাঁহার প্রাণে দেবভক্তি মাখা, এ রণে তিনিই হিমাদ্রির ন্যায় অটল থাকিবেন। আর সে ভক্তির উৎসে ছুটিতে ছুটিতে জীবলীলা সাঙ্গ করিবেন। এ জীবন ধর্ম্মের প্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্র।

মামুদ ইতিপূর্ব্বে একাদশবার ভারতের বক্ষে পদাঘাত করিয়া অমিত বীরদাপে জয়শ্রী আলিঙ্গন করিয়াছেন। সেই জয়োল্লাসে যবন হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস, আজিও জয়লক্ষ্মী তাহাদেরই বিশাল ললাটে হৈম সিংহাসন পাতিয়াছেন। ফলতঃ একবার সময় যাহাকে কৃপাকটাক্ষ করেন, একবার ভাগ্যলক্ষ্মী যাঁহাকে কোল দিয়াছেন, শুভগ্রহ যে রাশিকে একবার আশ্রয় করিয়াছে, সহসা তদীয় ভাগ্য পরিবর্ত্তন সম্ভবে না। উহা ভবলীলার পরতা বিশেষ।

মামুদ প্রমুখ অসংখ্য যবন-অনীকিনী বিরাট-বাহিনী মদগর্ব্বিতা স্রোতস্বিনীর ন্যায় ভীম পাদবিক্ষেপে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। অসংখ্য পতাকামালায় জলদ ছায়ার ন্যায় আকাশ পথ ঢাকিয়া গেল। ভূপেন্দ্র স্বীয় সৈন্যগণের অগ্রভাগে অশ্বারোহণে থাকিয়া অতি সাবধানে ও সুকৌশলে সৈনিক-ব্যূহের দ্বারদেশ রক্ষা করিতেছিলেন। উভয় পক্ষ সম্মুখীন হইলে ভীমরবে রণশিঙ্গা বাজিল। উভয় পক্ষই মুক্ত কৃপাণ করে বিপক্ষ পক্ষ আক্রমণ করিল। সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পরেই উভয় দলের তুমুল সংগ্রাম